উৎসর্গ।

সহৃদয়

পাঠক পাঠিকাগণের

করে

"চিতোর-চাতকিনী"

সাদরে

সমর্পিত হইল।

গ্রন্থকারস্য।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	১	চুচুক	চুচূক
১৪	১০	রক্তিম বর্ণ	রক্তিমাবর্ণ
১৮	২২	চেতন	চেতনা
২৩	১৩	অচৈতন্য	অচেতন
২৪	১	তামসে	তমসে
২৭	৬	স্ফাটিকের	স্ফটিকের
২৮	১৬	রমনীর	রমণীর
২৮	১৬	ব্যাভার	ব্যবহার
২৯	২৭	অপরাধি	অপরাধ
৩০	৪	অসদ্ভাব	অভাব
৩০	৫	অসদভাব	অভাব
৩৫	৬	করিব	করিবে
৫৭	১৮	দিদায়	বিদায়
৫৮	২	কংস	কখন
"	১৮	তামাকে	আমাকে
৬২	১	কথায়	কথার
৭৭	২৪	নরীক্ষণ	নিরীক্ষণ
৭৬	৯	করিলেন	করিলেন
৭৯	৯	পোসারাজটি	পেসোয়াজটি
৮৪	১২	[illegible]	অবধি
৯৫	১৯	"না"র পর "সে" হইবে	
৯৬	১২	কামুককের	কামুকের
১০৩	১২	চাপদেওয়ার	চাপ দেওয়ায়
১০৯	৭	সতাতন	সনাতন
১১২	১০	সমাতন	সনাতন
১৪১	১০	অবঙ্গণ্ঠনবতীর	অবগুণ্ঠনবতীর
১৪৬	১৭	"এখন"র পর "ও" হইবে	
১৮৮	১৩	যায়	যাই
১৯৪	১২	কণ্ডয়ন	কণ্ডুয়ন
১৯৬	১৮	সাদ	সাধ
১৯৯	১১	গম্ভীর	গাম্ভীর
২০১	১৫	সহস্র	সহস্র
২০৪	২১	সাখা	সখা
২০৫	৮	আরা[illegible]	আরম্ভ
২১০	১	বলি হলাম	বলিতে ছিলাম
"	১৪	গাত	গাত্রে

মুদ্রাঙ্কনকালে অধ্যক্ষগণের অনবকাশ বশতঃ এতদ্ব্যতীত যে সকল বর্ণাশুদ্ধি আছে তাহা স্থানাভাব প্রযুক্ত শুদ্ধি পত্রের ভিতর দেওয়া গেল না।

চিতোর-চাতকিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিল্লীর রাজ উদ্যান সাহাবাগ নামে খ্যাত, সেই উদ্যানটী অতি রমণীয়—মনোহর, নানাবর্ণের ফুলে পরিশোভিত, শ্বেত প্রস্তরের পরিখায় পরিবেষ্টিত, স্থানে স্থানে শ্বেত প্রস্তরের ফোয়ারা দিয়া ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বারিবিন্দু সমূহ সমুত্থিত হইতেছে, কোথাও পক্ষিগণ প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে গান করিতেছে, সম্মুখে যমুনা কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে।

হঠাৎ আকাশ নিবিড় মেঘমালায় পরিবেষ্টিত হইল—বেগে বায়ু বহিতে লাগিল—পবন বেগে উদ্যানের লতা-সমূহ আশ্রয় তরু হইতে ছিন্ন ভিন্ন হইল, লতাগণ পরপুরুষ পবনের স্পর্শনে অভিমানিনী হইয়া লজ্জায় অধোমুখে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল, আর তরুগণ নিজ নিজ প্রিয়ার এরূপ দুর্গতি অবলোকন করিয়া ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া শাখারূপ হস্ত নাড়িয়া পবনকে শাসাইতে লাগিল—এদিকে দেখিতে দেখিতে উদ্যান ঘোর অন্ধকারে পরিপূরিত হইল—আর কিছুই দেখা যায় না—বায়ু বন্ বন্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, ক্রমে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দুই প্রহর রাত্রি। রাজপ্রহরীগণ সভয়ে স্থানে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এক্ষণে দিল্লীর পথ, ঘাট,

উদ্যানে সমস্তই জনশূন্য অর্থাৎ কেহই আর সাহস করিয়া গৃহের বাহিরে পা দিতে পারিতেছে না।

এমন সময় ছপ্ ছপ্ ক'রে সাতাবাগে কিসের শব্দ? বোধ করি পাঠক মহাশয় জানিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন? এ শব্দটী আর কিছুই নয়, এটী কেবল একটী তপস্বিনীর পদশব্দ, এমন সময় মুসলমান সম্রাটের উদ্যানে তপস্বিনী কেন? পাঠক! এ প্রশ্নটীর উত্তর জানিতে ইচ্ছা করিলে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতে হইবে, এ উতলার কাজ নয়, স্থির হইয়া একাগ্রচিত্তে শুন তপস্বিনী কি বলিতেছেন। তপস্বিনী আকাশ প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—"উঃ এ যে প্রলয়কাল উপস্থিত, পৃথ্বীর সব পাপের ভারে জলধারা ঘন ঘন চমকে উঠিতেছে, পবনদেব যেন ভাবী বিপদাশঙ্কায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে। এ কি প্রকৃতি সতী হঠাৎ এ ভাব অবলম্বন করিলেন কেন?" এমন সময় বিদ্যুদ্বিকাশে তপস্বিনী চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"একি! আমি এখানে! পুনরায় আমি এখানে!" একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তপস্বিনীর দীর্ঘনিশ্বাস কেন? অবশ্য কোন কারণ আছে। কিঞ্চিৎ অন্যমনা হইলেন, বিমনায়িত হইলেন—নয়ন ছল্ ছল্ করিয়া আসিল অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন, তপস্বিনীর চক্ষে জল? এ আবার কি? উনি কি প্রকৃতিকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া অশ্রু বর্ষণ করিলেন? না প্রকৃতিকে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁর আপনার কোন গুপ্ত দুঃখের উদয় হইল, পাঠক! এটী অনুভব করা বড় সহজ নয়। যাই হউক তপস্বিনীকে আমরা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দৃষ্টি করিলাম, তপস্বিনী পুনরায় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন—অশ্রু বিমোচন করিলেন।

এদিকে কড় কড় কড়াৎ করিয়া অনবরত কিছুকাল বজ্রশব্দ হইতে লাগিল। বিদ্যুদ্বিকাশ মধ্যে মধ্যে সমস্ত উদ্যানই আলোকিত করিল।

কিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। পুনরায় করুণস্বরে কে বলিতেছে "এ কষ্ট আর সহ্য হয় না, আমার কপালে কি এই ছিল, আমার কপালে কি এই ছিল!" তপস্বিনী সসব্যস্তে উঠিলেন, পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অনুভব করিলেন ঐ করুণস্বরটী যমুনাপুলিন হইতে সমুত্থিত হইতেছে। অপরিস্ফুট বচনে বলিলেন—"এ আবার কি?—এমন সময় যমুনাপুলিনে কাঁদে কে?" "পিতঃ শীঘ্র আমায় একবার দেখা দিন, আমি আপনার সম্মুখে জীবন ত্যাগ করি" তপস্বিনী বলিয়া উঠিলেন—"না—না—তুমি জীবন ত্যাগ করো না" এই বলিয়া দ্রুত-পদসঞ্চারে যমুনাভিমুখে চলিয়া গেলেন। পবনবেগ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল, বারিবর্ষণও কমিতে লাগিল। তপস্বিনী যমুনাপুলিনে উপনীত হইয়া দেখিলেন ধরাবিলুণ্ঠিতা একটী রমণীয়া রমণী বক্ষে করাঘাত করত রোদন করিতেছে। তপস্বিনী রমণীর অলৌকিক রূপরাশি দৃষ্টি করিয়া যারপর নাই বিস্ময়াম্বিতা হইলেন।

"এ সময় এমন রূপলাবণ্যবতী রমণী যমুনাপুলিনে কি জন্য? আর ইনি রোদন করিতেছেন বা কেন? দেখে তো ভদ্রমহিলা বলে বোধ হইতেছে—ইঁর সহিত কথা কওয়া কর্ত্তব্য।"

এইরূপ মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন—এদিকে বৃষ্টি ধরিল, মেঘ—পবন সব দূর করিয়া বহিতে লাগিল—নিশা কৌমুদীরূপ শুভ্র বসন পরিধান করিয়া স্বীয় নায়ক শশধরকে হাস্য করিয়া বলিতেছে, "নাথ! এ রজনীতে যে আপনার সহিত পুনরায় দেখা হইবে এরূপ মনে ছিল না।" চন্দ্রকিরণে তপস্বিনী দেখিলেন ধূলিবিলুণ্ঠিতা রমণী মূর্চ্ছিতা—অগ্রসর হইলেন—নিকটে গিয়া উপবেশন করিলেন—মূর্চ্ছিতা কামিনীর বদনে চন্দ্রকিরণ পড়াতে তাহার বদনের অতীব মনোহারিণী শোভা হইয়াছে। যেন সুধাকর নিজ করকিরণ কর প্রসারণ করিয়া কুমুদিনী ভ্রমে কামিনীর বদনে ক্রীড়া করি-

গেছে। রূপস্বিনী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হই-লেন। "একি! এখানে—সায়ংকালে—মুসলমান সম্রাটের প্রমোদকাননে—হিন্দুরমণী!" পাঠক মহাশয়! বোধ করি আপনি এই রমণীটী কে—কেনই বা এই দুর্যোগে যমুনাপুলিনে ক্রন্দন করিতেছিল—আর কেনই বা একণে মূর্চ্ছিতা, জানিতে অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন—কিন্তু এক্ষণে আপনাকে নিরাশ করিলাম, কিঞ্চিৎ বিলম্বের পর জানিতে পারিবেন—যদি রমণীর রূপের বিশেষ পরিচয় চাহেন তা আমি দিতে প্রস্তুত।

কামিনী দীর্ঘকায়—দুঃখই ইহার শরীর গ্রাস করিয়াছে—এমন কি দুঃখ—তা কামিনীই বলিতে পারেন। বর্ণ স্বর্ণের তুল্য—কিন্তু ধূলায় মলিন। "রমণি! এমন বর্ণ ধূলায় কালী করিতেছ কেন? ছি ছি তুমি বিলাসিনী [illegible] কর। অমন বর্ণ ধূলায় মলিন কোরো না"—বদন [illegible] ন্যায় নিষ্প্রভ কিন্তু পাণ্ডু বর্ণ—কাদম্বিনীকুলনিন্দিত কেশ রাশি—[illegible], [illegible]—ললাট দীর্ঘ—[illegible] তুলনারহিত—চক্ষু কুমুদিনীর ন্যায়—[illegible] মধ্য—অধরোষ্ঠ অতীব রমণীয়—কিন্তু হাস্যরহিত। কামিনি! একবার হাস্য করিয়া পাঠকের মন তুষ্ট কর—বুঝিছি, এ [illegible] হাসির সময় নয়—আমাদিগের প্রগল্ভতায় বিরক্ত হইলে—আমাদিগের মূর্খতায় হাসিলে—আহা—এ রূপের হাসি দেখেও আমাদিগের নয়ন যুড়াইল—তোমার প্রতি ভক্তিরসের সঞ্চার হইল—কি মুক্তাবিনিন্দিত দন্তশ্রেণী দর্শন করাইলে। পাঠক! আপনিও কি দেখেন বক্ষে রুধির বিন্দু স্বর্ণজড়িত মাণিকের ন্যায় বোধ হইতেছে—কিন্তু এ বক্ষে শোণিত দেখিয়া কে বাষ্পবেগ সম্বরণ করিতে পারে? পাঠক! এমন পাষাণহৃদয় কে আছে? হস্ত মৃণালসদৃশ—পদ কদলীবিনিন্দিত—বয়স ষোল বৎসর। একটি [illegible]। পাঠক! বোধ

হয় কামিনীর কপাল পুড়িয়াছে—নতুবা শ্বেত পেশোয়াজ কেন? উনি বিধবাই হউন আর নাই হউন, তা উনিই জানেন।

যাহা হউক আমাদিগের আর উহাকে মূর্চ্ছিতা রাখা কর্ত্তব্য নয়। "তপস্বিনি! দেখেন কি? উঁহার গাত্র স্পর্শ করুন—যাহাতে উঁহার চৈতন্ত হয় তাহার চেষ্টা পান। নিশা প্রায় শেষ হইল—যবনেরা দেখিলেই সর্ব্বনাশ হইবে—তোমার কি ভয় হইতেছে না?" না—কেন হইবে! ঈশ্বরের ব্রতে যিনি ব্রতী তাঁহার আবার ভয় কিসের? এ আমাদিগেরই মূর্খতা। তপস্বিনী মূর্চ্ছিতা রমণীকে স্পর্শ করিলে—রমণীর চেতন হইল, চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্যাল্ ক্যাল করিয়া তপস্বিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তপস্বিনী হেঁট হইয়া কামিনীর হস্ত ধরিয়া মুখের নিকট মুখ দিয়া বলিলেন—

"বৎসে! ভয় কি, বৎসে! ভয় কি।"

কামিনী আবার চক্ষু মুদিলেন—কিঞ্চিৎ পরে পুনরায় চাহিলেন—তপস্বিনী বলিলেন—"কুমারি! ভয় নাই, কুমারি! ভয় নাই।"

রমণী দেখিলেন একটী তপস্বিনী তাহাকে আশ্বাস দিতেছেন—শিহরিয়া উঠিয়া তপস্বিনীর হস্ত হইতে নিজ হস্ত সরাইয়া লইলেন।

তপস্বিনী বলিলেন—

"বৎসে! ভয় কি।"

কামিনী কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—

"মাতঃ! আমায় স্পর্শ করিবেন না। মাতঃ! এ পাপীয়সীর শরীর স্পর্শ করে আপনার নির্ম্মল হস্তকে দূষিত কর্ব্বেন না।" এই বলিয়া অনর্গল অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পাঠক! একি, কামিনী এমন কথা বলে কেন? ইনি কি পাপীয়সী? না, না—তাহা কখনই হইতে পারে না! দেখা যাক তপস্বিনী কি

বলেন। তপস্বিনী চমৎকৃতা হইলেন—ভাবিলেন "কি আশ্চর্য্য! এমন কমনীয়া কামিনীকে কি কখন কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে?" কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন। পুনরায় কামিনীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন—

"বৎসে! ক্ষান্ত হও, বৎসে! ক্ষান্ত হও—বৎসে! তোমার শরীর কখনই কোন পাপে কলুষিত করিতে পারে না—বৎসে! রোদন সম্বরণ কর—আমাকে বল তুমি কে? কেনই বা এমন সময়ে যমুনার ধারে রোদন করিতেছ?"

কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মাতঃ! আমার দুঃখের পরিসীমা নাই, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এক্ষণে আমার মৃত্যু হলেই আমি বাঁচি, আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।"

তপস্বিনী নয়নের জল সম্বরণ করিয়া বলিলেন—"বৎসে! তুমি এই নবীন বয়সে মৃত্যু কামনা করিতেছ কেন? তোমার এমন কি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে আমায় বল, তোমার মঙ্গল হইবে।"

কামিনী তপস্বিনীর চক্ষে জল দেখিয়া উত্তর করিলেন—"মাতঃ! আমায় ক্ষমা করুন, এ দুর্ভাগা আপনাকে কষ্ট দিলে—কাঁদালে—মাতঃ! আপনার পায়ে পড়ি, বলুন আপনি কে? আমার দুঃখে দুঃখিত হয় এ পৃথিবীতে এমন তো কেহই নাই।"

তপস্বিনী উত্তর করিলেন—"শুভে! দেখ্‌তে পাচ্চ তো আমি একটী সামান্ত তপস্বিনী—তপস্বিনী আর এক্ষণে কি অধিক পরিচয় দিতে পারে?"

কামিনী বলিলেন—"মাতঃ! ক্ষমা করুন, আপনার পরিচয় এক্ষণে আর আমি সবিশেষ জান্‌তে চাই না—মাতঃ! আপনাকে দেখে আমার মার কথা মনে পড়্‌লো—মাতঃ! আমার যে তিনি কি অপরাধে পরিত্যাগ করেছেন তা আমি বল্‌তে পারিনে। মাতঃ! এক্ষণে এ পৃথিবীতে তো আমার আর কেহই নাই।"

তপস্বিনী বলিলেন—"বৎসে! অবশ্য তোমার জননীর দর্শন পাবে, আর রোদন ক'রো না।"

কামিনী উত্তর করিলেন—'মাতঃ! এ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না—মাতঃ! জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র।' এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে কামিনীর মুখ শুষ্ক হইল, অনবরত অধর কাঁপিতে লাগিল—হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন—চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—যমুনার দৃষ্টি পড়িল—যমুনা তখনও কল কল শব্দে প্রবাহিতা—কি ভাবিলেন অপরিস্ফুট বচনে কি বলিলেন—পরে তপস্বিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"মাতঃ ঐ যমুনার জলে আজ আমার পাপ সমূহকে ধৌত করিব"—এই বলিয়া যমুনার সলিলে ঝাঁপ দিতে চেষ্টা করিলেন।

তপস্বিনী তাঁহাকে ধৃত করিয়া বলিলেন—"বৎসে! কর কি, কর কি।"

কামিনী বলিলেন "জননি! আমার বিদায় দিন—আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন"—

তপস্বিনী বলিলেন "কুমারি! আমার কর্ণ জুড়াল—আমায় অনেকেই জননী বলিতে ইচ্ছা করে কিন্তু আমার তাহাতে কখনই সুখানুভব হয় নাই।—অদ্য তোমার মুখে 'মাতঃ' সম্বোধন শ্রবণ করিয়া যারপর নাই আনন্দ অনুভব করিতেছি—আমি সর্ব্বত্যাগী, নিষ্কামী তথাচ পুনরায় আমার সংসারে মতি হইতেছে—তোমায় কোলে রাখিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

কামিনী বলিলেন "মাতঃ! আপনার দয়া আমি কখনই ভুলিতে পারিব না। এক্ষণে আমি বিদায় হইলাম" এই বলিয়া যমুনার জলে ঝাঁপ দিলেন।

তপস্বিনী যমুনায় অবতরণ করিয়া কামিনীকে ধৃত করিয়া বলিলেন "ছি ছি কর কি, কর কি।" পশ্চাৎ হইতে কে বলিল "কর—কি, কর কি" প্রতিধ্বনি বলিল "কি—কি"

Printed by S. C. B. at the Rajkoya Press

উভয়ে পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া জটাজুটধারী এক মহাপুরুষকে ঊর্দ্ধ হস্তে দণ্ডায়মান দৃষ্টি করিলেন—

কামিনী দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন—

"পিতঃ ক্ষমা করুন—পিতঃ আমারে ক্ষমা করুন—আমি আর কখনই এমন কর্ম্ম করিব না।"

এই বলিয়া সসব্যস্তে যমুনা হইতে উঠিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন—

তপস্বিনী দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন, এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন। "একি! এই রমণীটী জীবন ত্যাগ করিবার মানসে যমুনায় ঝাঁপ দিয়া ছিল কিন্তু ঐ মহাপুরুষকে দেখিবামাত্রই জীবন ত্যাগ করা দূরে থাকুক—আর কখনই জীবন ত্যাগ করিব না বলিয়া ঐ পরমহংসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে ইহার কারণ কি, কিছুই তো অনুভব করিতে পারিতেছি না।"

এইরূপ মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া তপস্বিনী পুনরায় ঐ জটাজুটধারী মহাপুরুষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—এবং ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন।—

এদিকে পরমহংস ঐ কামিনীর হস্ত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"বৎসে আর চিন্তা নাই—শীঘ্রই তোমার দুঃখ বিমোচন হইবে—আর বিলাপ করিও না—জীবন ত্যাগ করিতে উদ্যত হইও না—"

পরে তিনি তপস্বিনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—যেন কোথায় তপস্বিনীকে দেখিয়াছেন—পরিচিত ব্যক্তিকে হঠাৎ দৃষ্টি করিলে যেরূপ লোকে বিস্মিত হয়—ঐ মহাপুরুষও সেই রূপ বিস্মিত হইয়া তপস্বিনীর প্রতি বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—

তপস্বিনীও মহাপুরুষকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং চিনিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন।

"প্রভু! একি, এ তো কখনই মনে ছিল না যে, আপনার সহিত আবার আমার দেখা হইবে! দুঃখিনী আবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে সমর্থা হইবে।" এই বলিতে বলিতে তপস্বিনীর অঙ্গ লোমাঞ্চিত হইল—সুখদুঃখে শরীর বিকল করিল। তপস্বিনী দুঃখভার সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ মহাপুরুষের পদে মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিতা হইলেন।

কামিনী এই সকল অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা ও তপস্বিনীকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া অগাধ দুঃখ সাগরে নিমগ্না হইলেন—তপস্বিনীর ধরা-বিলুণ্ঠিত মস্তক নিজ অঙ্কে রাখিয়া—ঐ মহাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"পিতঃ একি?—ইনি মূর্চ্ছিতা হইলেন কেন?—ইনি কে?"

পরমহংস গদগদ স্বরে উত্তর করিলেন—

"বৎসে! এখন বলিবার সময় নহে, পরে জানিতে পারিবে। এখন চল, ইঁহাকে লইয়া আমার আশ্রমে গমন করি এবং যাহাতে ইঁহার চৈতন্য হয় তাহার চেষ্টা করিগে।"

রজনী বলিলেন—"আচ্ছা তাই চলুন—"

এই রূপ কথোপকথনের পর উভয়ে মূর্চ্ছিতা তপস্বিনীকে লইয়া মাহা-বাগ হইতে প্রস্থান করিলেন। রজনী ও ক্রমে করশা হইয়া আসিল—প্রভাত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উদয়াচলে দিনকর দেখা দিয়াছেন—নলিনীর বিরহে ক্রন্দন করিতে ছিলেন, তাই এখন উঁহার নয়নের অরুণ বর্ণ ঘোচে নাই। এখনও কি

বিচিত্র গতি! কোথায় সূর্য্য কোথায় সরোজিনী—তবুও এরূপ প্রগাঢ় প্রণয়। দিনকর প্রিয়ামিলনে প্রফুল্ল হইয়া হাস্য করিতেছে, এবং নিজ কর রূপ করপ্রসারণ করিয়া কমলিনীকে আলিঙ্গন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এদিকে হৃদয়দিবিকাসিনী নলিনী নিজ প্রাণেশ্বর প্রভাকরকে উদয়গিরিতে উপনীত দেখিয়া—আহ্লাদে মুখাবগুণ্ঠন খুলিয়া মুচ্‌কিয়া মুচ্‌কিয়া হাসিতেছে, আর উন্নত মস্তকে কুমুদিনীর দিকে চাহিয়া বলিতেছে—

"কেমন এখন তোমার রঙ্গরস কোথায়?" কুমুদিনী সরোজিনীর এরূপ গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া অভিমানে মুখে অধো করিতেছে—পবন কুসুমনিকরের গন্ধ অপহরণ করিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে—পক্ষিগণ বিভুগুণানুকীর্ত্তন করিতেছে, এবং জীবগণকে উঠিতে ও স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে বলিতেছে; কিন্তু এখনও পুরাতন দিল্লী নিস্তব্ধ—পথ জন-শূন্য। সকল বাটীরই দ্বার আবদ্ধ। কেবল একটি কন্যা একখানি নৈবিদ্যের থালা লইয়া দ্রুত পদে উত্তরাভিমুখে গমন করিতেছে। ক্রমে কুমারী একটী অর্দ্ধভাঙ্গা মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মন্দিরটি যে এক সময়ে অত্যন্ত বড় ছিল তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রাশি রাশি শ্বেত প্রস্তর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত, নাট্‌-মন্দিরের ছাদটি পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু চৌরাশিটা শ্বেত প্রস্তরের স্তম্ভে এক একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা সংযোজিত রহিয়াছে—মন্দিরের সম্মুখে একটী উদ্যান—পরে তোরণ, কিন্তু তোরণের এক্ষণে কিছুই চিহ্ন নাই। কেবল একদিকের একটি স্তম্ভ তখনও ভূমিসাৎ হয় নাই। এই মন্দিরটি যোগমায়ার। ইটিকে তখন মুসলমানেরা ধ্বংস করে নাই কেন? তাহার কারণ আছে—মুসলমানসম্রাটের সেনাধ্যক্ষ জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ তথায় পূজা করেন—তাঁহারই কথায় মুসলমানেরা মন্দিরটিকে তখন পর্য্যন্ত ধ্বংস করে নাই।

এক্ষণে দেখাযাক মন্দিরের সম্মুখে কুমারীটি দাঁড়াইয়া কি করিতেছে—

কুমারী মন্দিরের তোরণের নিকট দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছে, বোধ করি কাহার অপেক্ষা করিতেছে—কুমারী ক্ষণেক ভাবিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। নৈবিদ্যের থাল রাখিয়া কিঞ্চিৎ পরে পুনরায় মন্দিরের সম্মুখের পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাঠক মহাশয়! এ কুমারীটি কে? যদি আপনি জানিতে ইচ্ছা করেন—তাহা আমি আপনাকে বলিতে পারি। এ কুমারীটি ঐ মন্দিরের যোগমায়াদেবীর পূজকের কন্যা। যদি নাম জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাও বলিতে পারি—কন্যার নাম সুমতী। যদি কুমারীর রূপ ও প্রকৃতির বিষয় জানিতে চাহেন তাহাও জানুন—

সুমতীর বয়স ১৫ বৎসর, আড়া খুব বড়ও নয় খুব ছোটও নয়—মাঝারি; ক্ষীণাঙ্গী; বর্ণ ঠিক গোলাপফুলের ন্যায়—কিন্তু গোলাপগাছে কাঁটা আছে—সুমতীর হৃদয় কণ্টকশূন্য—সরলতাময়; মুখখানি প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায়; মস্তকে নিবিড়-নীরদ সদৃশ কেশগুলি শৈবালের ন্যায় তরঙ্গিত; কমলে শৈবাল অতীব মনোহর—ললাট চৌরস—কিন্তু খুব দীর্ঘ নয়—যেন সপ্তমীর শশধর; শ্যাম বর্ণ ভ্রূদুটী খুব আয়ত ও কুসুমধনুর ধনুর ন্যায় বক্র ও তীক্ষ্ণ—কটাক্ষমাত্রেই সকলের মন বিদ্ধ করে। চক্ষু দুটী খুব টানা—আয়ত; নয়নের পুত্তলি যেন নীলকান্ত মণির ন্যায় তরল; নয়নের পক্ষগুলি কিছু বড় বড়, পাছে তেমন চক্ষে ধূলা পড়িয়া উহা শ্রীহীন করে, বিধাতা তাই ভাবিয়াই বুঝি ঐরূপ পক্ষে আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন; নাসিকাটি অতিশয় সরল—নিম্ন ভাগ একটু বাঁকা; ওষ্ঠটি পাতলা—কিন্তু অধরটি কিঞ্চিৎ স্ফীত; দন্তগুলি মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল ও শুভ্র—হাসিলে বোধ হয় যেন দুপারী রক্তপের মধ্য মৃত্তিকার মালা বিন্যস্ত রহিয়াছে; চিবুকটি ক্ষুদ্র—মধ্যভাগ একটু টেপা, স্কন্ধদেশ ঈষৎ লম্বা; কুচযুগ ক্ষুদ্র ও দৃঢ়—পাছে ক্ষীণাঙ্গী ধারণ করিতে না পারে তাই ভাবিয়াই

বুঝি বিধাতা চুম্বককণা দুটী পেরেক দিয়া সুমতীর হৃদয়ে বিঁধে রাখিয়াছেন; মধ্যদেশ সূক্ষ্ম—এমনি বোধ হইতেছে বুঝি ভাঙ্গিয়াগেল; হস্তদ্বয় মৃণালের ন্যায়; অঙ্গুলি সকল কিঞ্চিৎ বেঁটে বেঁটে; পা দুখানি অতিশয় দুধে-পেতোনো; সুমতীর রূপও যেমন মনোহর, গুণ ও তেমনি রমণীয়।

সুমতীর অল্প বয়েসে তাহার বৃদ্ধ পিতার প্রতি যেরূপ ভক্তি তাহা প্রায় ঐরূপ অল্পবয়স্কা অন্য কোন রমণীর দেখা যায় না—সুমতীর মাতা সুমতীকে প্রসব করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। সুমতী পিতা বই আর কাহাকেও জানে না। গৃহে আর কেহ নাই, সুতরাং সুমতী গৃহস্থের সমস্ত কার্য্যই করে, বৃদ্ধ পিতাকে কিছুই করিতে দেয় না। তাই সুমতী যোগমায়ার পূজার আয়োজন করিবার নিমিত্ত অগ্রে এখানে উপস্থিত হইয়াছে।

এখন পাঠক মহাশয় বলুন দেখি, সুমতী মন্দিরের দ্বারে কাহার অপেক্ষা করিতেছে? তাহার পিতার না আর কোন ব্যক্তির! বোধ করি আপনি বলিতে পারিবেন না।

সুমতী আগ্রহের সহিত একবার এদিক একবার ওদিক দৃষ্টি করিতেছে, মধ্যে মধ্যে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে—বোধ করি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, সুমতী কার অপেক্ষা করিতেছে? সুমতীর মনে প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে। প্রণয়! তোমার জন্য, তোমার কাছে কাহারও নিস্তার নাই। সুমতী, কুমতী, বাচবিচারনাই—সকলকেই একসময়ে না এক-সময়ে কষ্ট দাও—এমন সুকোমলা সুমতীকে কষ্ট দিতে কি তোমার দুঃখ হইতেছে না? কেনই বা হইবে, তুমি অন্ধ—কিছুই দেখিতে পাও-না। তা না হইলে সুমতীর ওষ্ঠে ঘর্ম্মবিন্দু দেখিলেই তোমার ক্রন্দন করিতে হইত, সুমতীকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য তাঁহার প্রণয়ের পাত্রকে আনিয়া দিতে হইত। এখন যাক, ওসকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। তোমার স্বভাব যাইবার নয় ও তোমার অন্ধতা ঘুচিবার নয়। আহা!

সুমতীর প্রণয়ের পাত্র কে? তাঁহাকে ধন্ত। কিন্তু তাহাকে এখনও আমরা জানিতে পারিনাই।

ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও সুমতী ব্যতীত রাস্তায় আর কেহই নাই।

এ আবার কি!—রাস্তায় এ কে!—চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ—টলিতে টলিতে আসিতেছে। ইনি একজন মুসলমান, বয়স আন্দাজ ২৩ বৎসর, খর্ব্বকার শ্যামবর্ণ, অত্যন্ত কুশ্রী দেখিলেই একজন দুরাচার বলিয়া বোধ হয়, মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুমতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"সুমতি! যা বলেছিলাম?"

সুমতী লজ্জায় বিনম্রমুখী—গালের গোলাপি রং রক্তিমবর্ণ হইল—

মুসলমান সুমতীকে এরূপ অবস্থায় দণ্ডায়মানা দেখিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সহর্ষে সুমতীকে বলিল—

"সুমতি! তুমি আমার কথা তবে শুন্‌বে না?"

সুমতীর কথা নাই।

মুসলমান আর একটু অগ্রসর হইয়া সুমতীর হস্ত ধরিয়া বলিল—

"কেমন সুমতি! তবে তুমি আমার কথা শুন্‌বে না?"

মুসলমান সুমতীর হস্ত ধরিলে সুমতী চমকিয়া উঠিল, গভীর নিশাকালে যেমন কেহ কোন ভয়ানক কুস্বপ্ন দেখিলে নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে, সুমতীও সেরূপ চমকিয়া উঠিল—সুমতী কি গভীর চিন্তায় নিমগ্না?—তাহা সুমতীই বলিতে পারে। সুমতী মুসলমানের হস্ত হইতে নিজ হস্ত কাড়িয়া লইল এবং কিঞ্চিৎ সরিয়া দাঁড়াইল। ইহা দেখিয়া যবন বলিল—

"ওকি সুমতি! পালাও কেন?"

সুমতী কাতর স্বরে মুসলমানকে বলিল—

"হোসেন! আমি তোমার পায়ে পড়ি—" এই বলিতে বলিতে তাহার

কণ্ঠ রোধ হইল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। দুই চক্ষু দিয়া অনবরত শোকাশ্রু পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দুরাচার হোসেনআলির কষ্ট হইল না। একটু হাসিয়া পুনরায় সুমতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"দেখ সুমতি! তবে আমার কথা শুন্‌বে না?"

সুমতী নীরব।

যবন পুনরায় বলিল—"সুমতি! কি বল?"

সুমতী কাঁদিতে কাঁদিতে হোসেনের নিকট করযোড়ে বলিল—

"হোসেন! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বিরক্ত করো না—সদাই কেন তুমি আমাকে কষ্ট দাও—যাও—যাও—ঘরে যাও—" এইরূপ বলিতে বলিতে সুমতী মন্দিরের উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল। দুষ্টমতি হোসেন সুমতীকে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—

"সুমতি! সুমতি! তবে আমি সেই কথা বলে দেবো।"

সুমতী উদ্যান হইতে শেষ কথাটি শুনিয়া আড়ষ্ট! আর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না।

পাঠক! সুমতীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। আহা! সুমতীর এরূপ অবস্থা কেন হইল? আপনি যদ্যপি কোন সময়ে বিদ্যুতাঘাতে মুঞ্জরিত লতাকে শুষ্ক ও নষ্ট হইতে দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলেই সুমতীর অবস্থা কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন। সুমতি চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা, মুখ মলিন, পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু মুদ্রিত।

দুরাত্মা হোসেন আলি সুমতীর অবস্থা দর্শনে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল—

"সুমতি! এখনও আমার নিকট এসো—নহিলে তোমার বাবার কথা বলে দেবো।"

কথাটি শেষ হইতে না হইতেই সুমতী মন্দিরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল--দেখিলেই বোধ হয় সুমতী জ্ঞান শূন্য। সুমতী উপস্থিত হইলে হোসেন বলিতে লাগিল---

"আজ আমার সঙ্গে তোমায় যেতেই হইবে।"

সুমতী দুরাত্মা হোসেনের প্রস্তাবটী শুনিতে পাইল কি? না--না--সুমতী সেটি শুনিতে পায় নাই। সুমতী চিন্তায় মগ্না। এ প্রগাঢ় চিন্তা কিসের? কার সাধ্য অনুভব করে। যাহাহউক হোসেন আলি পুনরায় বলিল--

"সুমতি! বেলা হ'ল--এসো--আমার সঙ্গে শীঘ্র এসো।" এই বলিয়া পুনরায় হোসেন আলি সুমতীর হস্ত ধরিল--যবনস্পর্শনে সুমতীর দেহ জলিয়া উঠিল---প্রবল-হুতাশনস্পর্শনে শুষ্ক কাষ্ঠ যেরূপ জলিয়া উঠে, সুমতীর দেহও সেইরূপ জলিয়া উঠিল---রাগে অধর কাঁপিতে লাগিল। আহা! সুমতীর এরূপ কুপিত আস্তও দেখিতে অতিশয় রমণীয়। সবলে নিজ হস্ত কাড়িয়া লইয়া বলিতে লাগিল---

"নরাধম! যবন হয়ে ব্রাহ্মণ-কন্যাকে স্পর্শ কল্লি? দূর—হ, আমার সম্মুখ হতে দূর—হ।"

হোসেন আলি সুমতীকে বলিল---

"সুমতি! আমার উপেক্ষা করিলে, গালি দিলে---ইহার সমুচিত প্রতিফল অবশ্যই পাইবে। কাল তোমার পিতাকে——"

হোসেনের কথা শেষ হইতে না হইতেই, সুমতী বলিল---

"যা--যা--দূর--হ--আমার সামনে থেকে যা—আমার কপালে যা আছে তাই হবে।"

হোসেন আলি বলিল---

"বটে—এই আমি যাই—কিন্তু আমি একা যাব না--তোমায়

নিয়ে যাব।" এই বলিয়া দৃঢ়রূপে সুমতীর হস্ত ধরিয়া ছুটিতে লাগিল।

সুমতী কাঁদিতে কাঁদিতে "পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর," বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং ক্ষণকাল পরেই মূর্চ্ছিতা হইয়া রাজপথে পড়িয়া গেল।

পার্শ্বের বাগান হইতে ধস্ ধস্ করে কিসের শব্দ? কে একজন বেগে আসিতেছে—বোধ হয় আগন্তুক সুমতীর করুণ-কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছেন। আহা! তাহাই হউক, আগন্তুক আপনি যেই হউন সুমতীকে শীঘ্র পাপিষ্ঠ হোসেনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করুন্। আগন্তুক রাস্তার উপনীত হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলেন—পরে পশ্চিমদিকের তেমাথায় হোসেন আলি মূর্চ্ছিতা সুমতীকে ক্রোড়ে তুলিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছে দৃষ্টি করিলেন—যে দেখা—ওমনি হোসেন আলির নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন—

"দুরাচার! কাহার হৃদয়কানন হইতে এই মনোহর স্বর্ণলতা অপহরণ করে পালাচ্ছিস্?"—

হোসেন আলি বলিল—

"যেথায় যাই না তোর কি?"

আগন্তুক বলিলেন—

"স্বর্ণলতা পরিত্যাগ কর?—নচেৎ"—

"শালা কাফের—নচেৎ কিরে শালা।—" এই বলিয়া সুমতীকে রাস্তার পরিত্যাগ করিয়া সজোরে আগন্তুককে পদাঘাত করিল—

হোসেন আলির কটুবচনে ও পদাঘাতে আগন্তুকের সমস্ত শরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল—মুখ রক্তিমবর্ণ হইল, হস্তে যে যষ্টি ছিল—তদ্দ্বারা হোসেনের মস্তকে সজোরে একবার আঘাত করিলেন—হোসেন আলির মস্তক কাটিয়া গল্ গল্ করিয়া রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাস্তার তরে
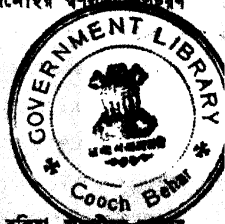
পড়িল ; পরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"দোহাই সম্রাটের—দোহাই আরেঙ্গজীবের—কাফেরে মৌলবি পীরআলীর বংশ লোপ করে।"

যে পুরাতন দিল্লীর পথ ইতিপূর্ব্বে জনশূন্য ছিল, তাহা মৌলবী পীর আলির নামে একেবারে পরিপূর্ণ—খড়াৎ খড়াৎ করিয়া বাতায়নের দ্বার সকল খুলিয়া মুসলমান-কুলমহিলাগণ মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল যে ব্যাপারটা কি ?—সমস্ত মুসলমানগণ কাহার হস্তে যষ্টি, কাহার ছুরিকা কাহার লৌহদণ্ড—সকলেই বেগে ঐ স্থানে আসিয়া উপনীত হইল, এবং হোসেনের দুর্গতি দেখিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইল। পরে দেখিল কে এক-জন তথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ইনিই এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সকলেই সুমতীর পরিত্রা-তাকে মারিতে উদ্যত হইল। হোসেনের দর্পহারী যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই উর্দ্ধহস্তে মুসলমানগণ তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে ; এক্ষণে উপায় কি ? কি করিলে স্বর্ণলতার জীবন রক্ষা হয়—কিসে তাঁহাকে দুর্ব্বিত্ত মুসলমানের হস্ত হইতে ত্রাণ করেন—এই ভাবিয়াই সুমতীর রক্ষাকর্ত্তা অস্থির—নিজের প্রাণের জন্য কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করিতেছেন না—কেবল ঐ কুমারীর জন্যই ভাবনা—নিমেষ মধ্যে একটি যুক্তি স্থির করিলেন—সে স্থান হইতে আন্দাজ একশত বিংশতি হস্ত অন্তরে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল—তিনি তথায় দৌড়িয়া গেলেন—সমস্ত মুসলমানগণও মার মার শব্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। সুমতীর পরিত্রাতা জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া কৌশল দ্বারা মুসলমানদিগের অস্ত্রাঘাত নিবারণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে যষ্টির ঠকাস্ ঠকাস্ শব্দে সুমতীর চেতন হইল—চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন—লোকারণ্য—পরে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে একজন লোককে সমস্ত মুসলমানেরা মারিবার চেষ্টা করিতেছে—পাবে নয়ন পড়িল—দেখি-

লেন—হোসেনআলির মস্তক দিয়া গল্ গল্ করিয়া রুধির পড়িতেছে—একটু প্রফুল্লিত হইলেন—আবার শোণিতস্রোত অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইলেন। আহা! সুমতীর এমনি কোমল স্বভাব যে, শত্রুর শোণিত স্রোতও চক্ষে দৃষ্টি করিতে পারিল না। সুমতী মুখ ফিরাইয়া পুনরায় ঐ ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিল—তখনও তিনি মুসলমানগণের সহিত যুঝিতেছেন; আগন্তুকের যুদ্ধকৌশল অবলোকন করিয়া সুমতী চমৎকৃতা হইল। আগন্তুকের বদন বিলোকন করিয়া সুমতী পুলকিত হইল; তখনই আবার বিষাদসাগরে নিমগ্না হইল—ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিতে লাগিল।

হঠাৎ ঐ বটবৃক্ষের অন্তরাল হইতে একজন মুসলমান সুমতীর পরিত্রাতার মস্তকে আঘাত করিবার মানসে যষ্টি উত্তোলন করিল। ইহা দেখিয়া সুমতী "কর কি! কর কি!!" বলিয়া করুণস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সুমতীর বারণ কে শুনিবে? মুসলমান ঐ আগন্তুকের মস্তকে সজোরে প্রহার করিল—হোসেনের স্তায় সুমতীর পরিত্রাতারও মস্তক হইতে অনর্গল রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল—আগন্তুক বিচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন—ইহা দেখিয়া সুমতী "কি হ'ল কি হ'ল" বলিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইল।—

এদিকে চতুর্দ্দিক হইতে রাজপ্রহরিগণ "থাম্ থাম্" বলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং গোলযোগ থামাইয়া দিল। ইত্যবসরে জলপূর্ণ ঘট হস্তে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বটবৃক্ষতলে সুমতীর পরিত্রাতাকে মূর্চ্ছিত দৃষ্টি করিলেন।

যুবকের বয়স আন্দাজ ১৯ বৎসর, ওষ্ঠে ও চিবুকে নবলোমরাজি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—বর্ণ অতসীফুলের স্তায়—শ্যাম কেশ—আয়ত লোচন—সুদীর্ঘ ললাট—উন্নত নাসিকা—বিশাল বক্ষ—হস্তপদ দৃঢ় ও সুগোল—দেখিলেই একজন বলবান্ পুরুষ বলিয়া বোধ হয়—পরিচ্ছদে একজন সম্ভ্রান্ত যোদ্ধার

হিন্দু বলিয়া বোধ হইতেছে। বৃদ্ধ সেখানকার সকল হিন্দুকেই চেনেন, কিন্তু আগন্তুককে কখনই দেখেন নাই—তাহাতেই বোধ হয় ইনি বিদেশী—ইনি বিদেশীই হউন আর নাই হউন—বৃদ্ধ ইঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। বৃদ্ধের বটবৃক্ষের দক্ষিণদিকে দৃষ্টি পড়িল—তথায় হোসেনকে অচেতন দৃষ্টি করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—ভয়ে জড়সড়—তথা হইতে প্রস্থান করিবার মানসে পশ্চাৎ ফিরিতে পূর্ব্বদিকে একটি স্বর্ণলতা দৃষ্টি করিলেন। হোসেনআলিকে দেখিয়া অন্যমনা হইয়াছেন—তাই বুঝি এখনও স্বর্ণলতাকে চিনিতে পারিতেছেন না। বৃদ্ধ আর একবার স্বর্ণলতার দিকে চাহিয়া দ্রুতবেগে তাহার নিকট উপনীত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াউঠিলেন—

"একি! একি! আমার সুমতীকে—আমার জীবনসর্ব্বস্ব সুমতীকে—কে বিনষ্ট করে?"—

বৃদ্ধ অধীর হইয়া সুমতীর নিকট পতিত হইল—ধূলিবিলুণ্ঠিত—অনবরত শোকাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

পাঠকমহাশয়! বোধ করি এই বৃদ্ধটিকে আপনি জানিতে পারিয়াছেন। ইনিই সুমতীর বৃদ্ধ পিতা—যোগমায়ার পূজক। ক্ষণকাল পরে বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া ঘটস্থিত জল দ্বারা সুমতীর মুখে সেচন করিতে লাগিলেন। আহা! সুমতীর বদনে বারিবিন্দু, নলিনীতে নীহারের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, ক্ষণকাল পরে সুমতীর চেতন হইল—নয়ন উন্মীলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল।

"পরিত্রাণ কর, আমায় পরিত্রাণ কর!" এই বলিয়া পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিল। সুমতীর পিতা নিজ দুহিতার মস্তক নিজ অঙ্কে রাখিয়া সুমতীর মুখের নিকট মুখ দিয়া বলিলেন—

"ভয় কি মা—তোমার ভয় কি মা—তুমি যে আমার কোলেরয়েছ মা—চাও মা—তোমার পিতা তোমাকে চাইতে বল্‌চে মা!"

যুবতী চাহিলেন—পিতাকে দেখিয়া আহ্লাদে বৃদ্ধের গণ্ডদেশ নিজ মৃণাল ভুজ দ্বারা বেষ্টন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "বাবা"

বৃদ্ধ তাহার মুখের নিকট মুখ দিয়া বলিলেন—

"কেন মা"

যুবতী বলিল—

"বাবা! আমার বড় ভয় কচ্চে"।—

বৃদ্ধ বলিলেন—

"ভয় কি মা"

যুবতী বলিল—

"বাবা, বাবা"

বৃদ্ধ বলিলেন—

"কেন মা, ওমন কচ্চ কেন মা, ভয় কি মা—দেখ—চতুর্দ্দিকে রাজপ্রহরিগণ দাঁড়াইয়ে রয়েছে, কোন ভয় নাই মা, স্থির হও মা।"

এ দিকে রাজপ্রহরিগণ সমস্ত লোক তাড়াইয়া দুই খান রুমাল দিয়া হোসেনআলির ও হিন্দুযুবকের মস্তক বাঁধিয়া দিল এবং বৃদ্ধের ঘটিস্থিত সলিল দ্বারা উভয়কে চেতন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগের চেতন হইল না। ইহাতে প্রহরিনায়ক তাহার সহচরদিগকে বলিল। "তোমরা শীঘ্রই ইহাদিগকে হাকিম সাহেবের বাটীতে লইয়া যাও।" ইহাতে সহচরেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া যুবক ও হোসেনআলিকে ধরাধরি করিয়া যুবতী ও বৃদ্ধের সম্মুখস্থ শুঁড়ি রাস্তায় প্রবেশ করিতেছে এমন সময় যুবতী ঐ মূর্চ্ছিত যুবককে পুনরায় দৃষ্টি করিল। দেখিবামাত্র যুবতীর মুখ শুষ্ক হইল—একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল, পিতার দিকে চাহিল—বৃদ্ধ তখন ঐ যুবক ও হোসেনআলিকে দৃষ্টি করিতেছিলেন, অবসর পাইয়া যুবতী পুনরায় ঐ যুবকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,

[illegible] মিলল [illegible]

লাগিল—সুতরাং মূর্চ্ছিত হইল।

বৃদ্ধ যুবতীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"একি একি সুমতি! সুমতি!" যুবতীর সাড়া নাই, শব্দ নাই, সেনা-নায়ক দ্রুত তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল "এ আবার কি!" বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল,

"মহাশয় একি?"

বৃদ্ধ বলিলেন "রহমন! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে-"

রহমন বলিল—

"মহাশয় আপনার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে?"

বৃদ্ধ মূর্চ্ছিতা যুবতীকে দেখাইয়া বলিলেন—

"এই দেখ না"

রহমন বলিল—"তাইতো ব্যাপারটা কি?"

বৃদ্ধ বলিলেন "আমি কিছুই জানি না।"

বৃদ্ধ রহমনের সহিত এত কথা কেন কহিতেছেন—বোধ হয় ইহার সহিত বিশেষ আলাপ আছে—বস্তুত তাহাই বটে। রহমন সকল মুসলমানের মতন নহে—হিন্দুদিগকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করে না—দেখিতেও বেশ সুপুরুষ, অতিশয় নম্র, পরোপকারী—কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ইহাকে ভাল বাসেন।

রহমন বৃদ্ধকে বলিল—

"মহাশয় এ কুমারীটি কে?"

বৃদ্ধ বলিলেন—

"রহমন! ইটি আমার অন্ধকারগৃহের একমাত্র বর্ত্তিকা—দুহিতা—" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন—

[illegible]

“[illegible]”

বৃদ্ধ রহমনের কথায় উত্তর করিলেন—

“[illegible] আমি ভাবি মা !” যুবতী [illegible] মূর্চ্ছার আয়োজন করিতে আসিয়াছিল এইবার বাধি। যুবতীর বদন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বৃদ্ধ করুণস্বরে বলিলেন “রহমন ! দেখ দেখ, আমার বাছার কি দশা ঘটেছে, মুখ শুকিয়ে গেছে—আহা ! বাছার সোণার বর্ণ কালি হয়েছে—সুমতি ! সুমতি !! সুমতি!!!—মা ! দেখ মা ! তোমার বৃদ্ধ পিতাকে দেখ মা ! উত্তর দিচ্ছোনা কেন মা ! মা তুমি যে আমার কষ্ট দেখ্‌তে পার না মা—তবে কেন এখন আমায় কষ্ট দিচ্ছো মা—ধূলায় পড়ে কেন তোমার অঙ্গ কালি কুচ্ছো মা—ওঠো মা—ওঠো—একবার পিতা বলে আমার সন্তাপিত প্রাণ শীতল কর।” এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বৃদ্ধ শোকে অধীর হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

রহমন বৃদ্ধকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নিজেও কাঁদিতে ছিলেন একণে বৃদ্ধকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন “এখন উপায় কি।” ঘটস্থ জল লইয়া বৃদ্ধের মুখে দিবেন এমন সময় মনে পড়িল যে, তিনি মুসলমান, ব্রাহ্মণের মুখে কিরূপে জল দিবেন। ওমনি জল মৃত্তিকায় ফেলিয়া দিলেন—বৃদ্ধের কপোলদেশ নিজ হস্ত দিয়া সম্মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন। সুমতীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল, যুবতীকে বাতাহতা লতার ন্যায় ভূমিতে পতিতা দেখিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, আহা ! বৃদ্ধ যে তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া মূর্চ্ছিত হবে তাহার বিচিত্র কি ! আহা ! তোমার এরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া আমার যে মনে কি কষ্ট হচ্ছে তা বিধাতাই জানেন। সুলোচনে ! তোমার চারুবদনের রমণীয় কান্তিনিকরে বৃদ্ধের যে হৃদয় কানন আলোকিত করিতে আর

বুঝি বিধাতার বিড়ম্বনায় সেইহৃদয় শোকরূপতামসে আচ্ছন্ন করিলে। আহা! তোমার নয়নদ্বয় যে স্থির হয়েছে, আহা! তোমার সুবর্ণদেহপিঞ্জর হতে কি প্রাণ পক্ষী পলায়ন করেছে! এখন কি করি, কি করি! বৃদ্ধের [illegible]তা চেতন হইল না এবং এই কুমারীকে না স্পর্শ করেও নয়, পরস্ত্রী [illegible] পাপগ্রস্থ হতে হয়—কিন্ত ইঁহাকে না স্পর্শ করেও নয় "হে ধর্ম, তুমি সাক্ষী, হে আল্লা তোমার সম্মুখে এই কুমারীটীকে স্বীয় ভগ্নীজ্ঞানে স্পর্শ করিলাম" এই বলিয়া সুমতীকে রহমন স্পর্শ করিল—হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া দেখিল তখন প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতেছে; ইহা দেখিয়া রহমন সহর্ষে বলিল না না—ইহার প্রাণ পাখী এখন পলায়ন করিতে পারে নাই—তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল——

"সুমতি! ওঠোনা—"

সুমতী চক্ষু মেলিলেন—

রহমন বলিল—"ভগ্নি! তোমার ভয় নাই—"

সুমতী বলিল—"আমার বাবা কোথায়?"

রহমন বলিল—"এই যে তিনি।"

সুমতী বৃদ্ধকে মূর্চ্ছিত দৃষ্টি করিয়া বলিল—

"অ্যাঁ একি সর্ব্বনাশ—বাবা—বাবা—"

রহমন বলিল—

"ভগ্নি! উতলা হওনা ভয় নাই—"

সুমতী বলিল—

"বাবাকে কে বিনাশ করে?—বাবা—বাবা—" বলিয়া সুমতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল—

রহমন বলিল—

"ভগ্নি চিন্তা করিও না, তোমার পিতা মূর্চ্ছা গেছেন।"

সুমতী বলিল।

"মহাশয় এখন উপায় কি? কি করে পিতার চৈতন্ত হব?"

রহমন বলিল--

"ভগ্নি! যদি আমার অনুমতি কর তা হলে এসো তোমার পিতাকে লয়ে মন্দিরে গমন করি এবং একজন বৈদ্য ডাকিয়া তাঁহার চৈতন্যের উপায় করিগে।

সুমতী রহমনের আপাদ মস্তক অবলোকন করিয়া বিস্মিতা হইল, মনে মনে বলিতে লাগিল "আহা! এই মুসলমানের স্বভাবটি কি নির্ম্মল, দুরাচার হোসেনআলির ঠিক বিপরীত" এইরূপ মনে চিন্তা করিয়া রহমনকে বলিল—"মহাশয়! আপনার দয়া আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না"—

~~হোসেন আলি~~ রহমন বলিল—"ভগ্নি! এ তো মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আর আমি তোমার পিতার যে একজন আশ্রিত লোক বোধকরি তাহা তুমি জান না।"

রহমন সুমতীকে বলিল—"এক্ষণে আর দেরি কর্‌বার প্রয়োজন নাই বেলা হইতেছে—রৌদ্রের উত্তাপ বাড়িতেছে—এই বেলা চল শীঘ্র শীঘ্র ইঁহাকে লইয়া যাই—

সুমতী রহমনকে বলিল—

"আচ্ছা চলুন।"

এই বলিয়া উভয়ে বৃদ্ধকে ধরাধরি করিয়া মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রহমন সুমতীকে বলিল—"ভগ্নি! এখন তুমি ইঁহাকে মন্দিরের ভিতর লইয়া যাও, আল্লা আমাকে নীচ যবন করিয়াছে—"

কথাটি শেষ হইতে না হইতেই সুমতী বলিল—

"এ কি কথা মহাশয়, আপনার সেরূপ সরলতা প্রায় কোন হিন্দুরই আপনার সহিত তুলনা হয় না—মহাশয় আপনার অমায়িকতা কখনই ভুলিতে পারিব না—এক্ষণে একজন বৈদ্য—"

রহমন বলিল—

"হাঁ—হাঁ, এই আমি যাই—একজন বৈদ্যকে নিয়ে এলেম বলে।" এই বলিয়া রহমন বৈদ্যের উদ্দেশে চলিয়া গেল—কিন্তু যতক্ষন সুমতীকে দেখা গিয়েছিল, রহমন পশ্চাৎ ফিরিয়া বার বার সুমতীর দিকে দেখিয়াছিল—

রহমন চলিয়া গেলে পর, সুমতী পিতাকে লইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে দিন সুমতী মূর্চ্ছিত বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া যোগমায়ার মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তার পরদিন রাত্রি অষ্ট ঘটিকার সময় রায়প্রথুরার একটি কক্ষে পাঠক মহাশয় আপনাকে দৃষ্টি করিতে হইবে। রায়প্রথুরার নামটি স্মৃতি-পথে পতিত হইলেই পৃথুরাজকে স্মরণ হয়—তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ মনে পড়ে—তাঁহার প্রণয়িণী সংযুক্তার সৌন্দর্য্যমালা মানসে উদয় হয়। হায়! হিন্দুদিগের সে অবস্থা কোথায় গেল—পৃথুরাজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কোথায় রহিল! পৃথুরাজ সংযুক্তার সহিত যে গৃহে প্রেমালাপ করিতেন, সেই কক্ষ একণে মুসলমানের হইয়াছে। যাই হউক, ও চিন্তা করিলে আর কি হইবে, সময়ের কালচক্র কেহই এড়াইতে পারে না।

রায়প্রথুরার ঐ কক্ষটিতে একটি রমণী বসিয়া আছেন। কক্ষটি বড় প্রশস্ত নয়, ছয়টি বাতায়নবিশিষ্ট—পূর্ব্বে তিনটি, পশ্চিমে তিনটি। দ্বার দুইটি—উত্তরে একটি ও দক্ষিণে একটি। কক্ষটি অতিশয় সজ্জিত, সমস্ত ভিত্তি-গুলি কারচোপের কাজ করা, লালরংয়ের মকমলে মোড়া। শ্বেত প্রস্তরের টেবিলের উপর স্বর্ণ, রৌপ্য ও চীনের খেলেনা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। চারিটি

কোণে টেপায়ের উপর চারিটি বড় বড় ফুলের তোড়া রহিয়াছে, দেয়ালের স্থানে স্থানে বড় বড় স্বর্ণমণ্ডিত চিত্রপট রহিয়াছে—একখানি মুজাপুরের নানা রঙ্গের কারপেট পাতা—তদুপরে কারুকর্ম্মখচিত মকমলের আসন বিশিষ্ট কউচ ও কেদেরা সকল শ্রেণিবদ্ধ রহিয়াছে। উত্তর দিকের দ্বারের পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড আলমারি রহিয়াছে, ঐ ঘরে নানা রংএর স্ফাটিকের ঝাড় ও দেয়ালগিরী শোভা পাইতেছে; কিন্তু এগুলিতে আলো দেওয়া হয় নাই। কেবল একটি শামাদানে একটী মোমের বাতি জ্বলিতেছে এবং সম্মুখস্থ মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ঘরের পশ্চিম দিকের বাতায়ন দিয়া শশাঙ্কের কিরণমালা কক্ষে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং অনতিদূরে লালকোট দুর্গের বড় বড় স্তম্ভ সকল দেখা যাইতেছে। কুমারী ঐ পশ্চিম দিকের বাতায়ন দিয়া লালকোট দুর্গ অবলোকন করিতেছে এবং ঐ লালকোট দুর্গের রক্তিম বর্ণ প্রাচির সমূহে চন্দ্রকিরণের মনোহর শোভা সন্দর্শণ করিতেছে। কুমারীর বয়স আন্দাজ ২১ বৎসর—অতিশয় সুশ্রী—মুখখানি এমনি রমণীয় যে প্রায় সেরূপ কান্তিবিশিষ্ট বদন দেখা যায় না। এক এক বার হাসিতেছে এবং মুক্তার ন্যায় শুভ্র ও উজ্জল দন্তপাতি প্রকাশ পাইতেছে—আহা! দন্তগুলির এমনি শোভা, যেন অধরোষ্ঠ রূপ দুইছড়া প্রবালের মালার মধ্যে মুক্তার হার—হাসিটী দেখিলেই আবার দেখিতে ইচ্ছা করে এবং যতবার দেখা যায় ততই দেখিবার লালসা বৃদ্ধি হইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়—নয়নের অপাঙ্গ অতিশয় মনোহর—শিরীষ ফুলের বাণের তুল্য—যিনি একবার তাহার কটাক্ষ দৃষ্টি করিয়াছেন—তিনি আর পৃথিবীর কিছুই দেখিতে চাহেন না—বানাঘাতে হৃদয় জর জর তবুও আবার দেখি—সুন্দরী আবার কটাক্ষ করুক—এই কেবল ইচ্ছা হয়। গঠন নির্দোষ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিশয় কোমল। রমণীর কুচদ্বয়ের শোভা বর্ণনা করা যায় না—যেন সোনারবলিরূপ

একটি মৃণালে যুগল সরোজিনী ফুটিয়া রহিয়াছে—যেখানে একটি মৃণালে দুইটি প্রস্ফুটিত পদ্ম সেইখানেই অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে একটি মৃণালে যুগল পদ্ম দেখা যাইতেছে, তবে রমণীরত্নের হৃদয়রত্নের নিম্নে কি অমূল্যরত্ন লুকাইত আছে?—মহারত্ন—সে রত্নটি কি? প্রণয়!! সেই জন্যই বুঝি প্রেমিকেরা অমূল্যরত্ন লাভ করিবার মানসে সর্ব্বদাই প্রণয়িণীদিগের হৃদয় হইতে প্রফুল্ল পদ্মদ্বয় উৎপাটন করিবার চেষ্টা করেন—যাহা হউক আমাদিগের কামিনীর হৃদয়ে দুইটি অতীব সুন্দর সরোজিনী প্রস্ফুটিতা।

একটি মুকুতাখচিত হরিত রংঙের ক্রেপের পেশোয়াজ পরিধৃতা, যেন মদনের হেমন্তের নীহার মণ্ডিত দুর্ব্বাদলের জালের ন্যায় বোধ হইতেছে। কোমল হস্তে এক গাছি স্বর্ণমণ্ডিত লোহা এবং হীরকের বলয় এই মাত্র অলঙ্কার।—কর্ণে দুইটি নীলকান্তমণির দুল—যেন প্রস্ফুটিত নলিনীর কাছে দুইটি নীলপদ্মের কুঁড়ি রহিয়াছে—নাসিকার ডাঁটিতে একটি মুকুতা দুলিতেছে—মুকুতা ঐরূপ মনোহর ওষ্ঠাধর চুম্বন করিয়াই বুঝি গর্ব্বিত হইয়া দুলিতেছে, আবার গণ্ডে চুম্বন করিবার মানসে এদিক ওদিক নড়িতেছে, পদে এক জোড়া ফিরঙ্গী রঙ্গের পাদুকা—সেপাইদিগের পদের আগড় নয়! বড় ঘরের স্ত্রীলোকেরা যে রমণীর পাদুকা ব্যাভার করেন, এ সেই পাদুকা। কুমারীর আড়া মাঝারি—দোহারা—কুমারী একবার করে বাতায়নের দিকে দৃষ্টি করিতেছে—আবার একখানি বড় আদর্শের উপর দৃষ্টি করিতেছে। আদর্শে নিজ রূপরাশি দৃষ্টি করিয়া হাসিতেছে এবং নিজ চম্পকবিনিন্দিত অঙ্গুলির দ্বারা কুন্তলগুলি টানিতেছে—কিন্তু কুন্তলগুলি এমনি কুঞ্চিত যে কিছুতেই সোজা হইতেছে না—এমন সময় চন্দ্রকিরণ রোধ হইল ইহার কারণ কি? তখন তো নিশানাথ তারকামালায় সজ্জিত হইয়া স্বীয় প্রিয়া নিশার সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেছেন? রমণী ফিরিয়া দেখিল—কে একজন বাতায়নের দ্বার দিয়া

কক্ষে প্রবেশ করিল। রমণী দেখিয়াই মুখ ফিরাইল। যুবকের বয়স উর্দ্ধবিংশতি বৎসর, ওষ্ঠে ও চিবুকে নবলোমরাজি দেখা যাইতেছে—সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গকান্তি—ন্যায় কেশ—আয়তলোচন—সুদীর্ঘ ললাট—উন্নত নাসিকা—বিশালবক্ষ—একখানি মস্তকে রুমাল বাঁধা রহিয়াছে। একজন তরুণ বয়স্ক উচ্চশ্রেণীর মুসলমান যুবকের ন্যায় পরিচ্ছদ,—ফিরজা রংএর চাপকান বেগুনি রংএর যোড়াসা পাগড়ি, খুব ঢিলা ইজের, একখানি বারাণসি কটিবন্ধ—তহাতে একখানি ক্ষুদ্র অসি সংলগ্ন—পদে এক যোড়া যোরির জুতা। ইহাকে দেখিবা মাত্র যুবতীর পরিত্রাতার অবয়ব মনে পড়ে—বোধ হয় ইনিই তিনি—না—তাহা কেমন করিয়া হইবে, তিনি হিন্দু, ইনি মুসলমান। যাহা হউক, যুবক দেখিলেন কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইল। এদিকে চন্দ্রকিরণ পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিল। যুবক বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া গৃহের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, পরে কৌচের উপর রমণীকে ঐরূপ ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া দ্রুত নিকটে আসিয়া করযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন—"প্রিয়ে"! রমণীর কথা নাই—যুবক তাহার পার্শ্বে বসিয়া পুনরায় বলিল "হৃদয়েশ্বরি" তবুও রমণীর কথা নাই—বরং দ্বিতীয় সম্বোধনে রমণী আরো একটু অধিক মুখ ফিরাইল।—তখন যুবক মনে মনে স্থির করিলেন, কুমারীর মান হইয়াছে। অকস্মাৎ মান কেন হইল? কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না—দেখিলেন বিষম মান—ভয়ানক মান—রমণীর বিধুবদন বহিয়া বারিধারা পড়িতেছে। যুবক বিবেচনা করিলেন এ মান সহজে যাবার নয়। কিসে যায়? কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেন—পরে রমণীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন—

"প্রাণেশ্বরি! এ দাসের প্রতি প্রতিকূল কেন? দাসের কি অপরাধ হইয়াছে?" কামিনীর তবুও কথা নাই—তখনও রোদন করিতেছে যুবক বলিলেন—

"মানসরঞ্জিনি! [illegible] অধরে [illegible] চপলার [illegible] করিয়াছে এবং আষাঢ়ের জলধারার ন্যায় নেত্রধারাও পড়িতেছে [illegible] চপলার অভাব। বিধুবদনি! এ নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতেছি কেন? মেঘ রহিয়াছে—বারি পড়িতেছে—কিন্তু চপলার অনুদ্দেশ। সুধামুখি! এ অসদ্ভাব রাখ কেন? একটিবার চারু চন্দ্রানন উত্তোলন করিয়া ঈষৎ হাস্যে চপলার অভাব দূর কর।" কামিনী এ কথাটি শ্রবণ করিয়া একটু হাস্য করিলেন। আহা! হাসিটুকু কি সুন্দর—রমণীয়—মনোহর। যেন হাসির জ্যোতিতে মেঘমালা তিরোহিত হইল—বারিবর্ষণও কমিয়া গেল। যুবক প্রফুল্লিত হইলেন, ভাবিলেন বুঝি মান গেল; কিন্তু এটি যুবকের ভ্রম। রমণীর তখনও মান যায় নাই, কামিনী পুনরায় নতশিরা হইল। ইহা দেখিয়া যুবকেরও মন দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইল! অগাধ সাগর—অকূল সাগর। যুবক মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। "এক্ষণে উপায় কি? কিসে মানিনীর মান ভঞ্জন করি?" অপরিস্ফুট বচনে বলিলেন—"শেষ উপায়টি অবলম্বন করি।" এ শেষ উপায়টা কি? বোধ করি সকলে জানিতে পারিয়াছেন, যদি প্রেমিক হন তো অনেক বার ভুগিয়াছেন, যদি কাব্যরসাস্বাদী হন তো অনেক বার পড়িয়াছেন। মানিনীর পদে ধরা—যুবক প্রেমিকের চূড়ান্ত, [illegible] হইতে উঠিয়া কামিনীর কোমল চরণযুগল ধরিয়া বলিলেন—"সুবদনি! এখনও কি মান গেল না?"

কামিনী বলিল—"কেন যাবে—"

যুবক সহর্ষে উঠিয়া পুনরায় তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। নিজ দক্ষিণ বাহু দ্বারা ক্ষীণাঙ্গীর ক্ষীণ মধ্যদেশ আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—"প্রিয়ে! দাসের কি অপরাধ হইয়াছে?"

কামিনী বলিল—"তা কি তুমি জান না—"

যুবক আবার অধর চুম্বন করিয়া বলিলেন—"[illegible] জানি না।"

কামিনীর অধর চুম্বন করাতে তাহার বদনের মনোহর শোভা আরো অধিক মনোহর হইল। গণ্ডের গোলাপী রং রক্তিম বর্ণ হইল, পুনরায় গোলাপী, তৎপরে রক্তিম বর্ণ, তৎপরে গোলাপী, ঘোর গোলাপী, রক্তিম বর্ণ এইরূপ তড়িতের গতির ন্যায় গোলাপী হইতে রক্তিম, রক্তিম হইতে গোলাপী কিছুকাল হইতে লাগিল। অধর উঠিতে ও নাবিতে লাগিল। কামিনী মৃদুস্বরে বলিল—

"যাও যাও আর তোমার ভালবাসা জানাতে হবে না।"

যুবক কামিনীর গণ্ডদেশে পুনরায় একটি চুম্বন করিয়া বলিলেন—"হামিরাণ! আমাকে মাপ কর। তাই দেখ না আমার এই মাথা কাটিয়া গিয়াছিল, সেই জন্য তোমার কাছে গত রজনীতে আসিতে পারি নাই।"

এই কথাতে হামিরাণ যুবকের মস্তক প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে সত্য সত্যই তাহার মস্তকে একখানি রুমাল বাঁধা রহিয়াছে। দেখিয়া হামিরাণ বলিল—"রঞ্জন তাই তো, ইস্, কি করে মাথা কেটে গেছে?

রঞ্জন বলিলেন—"হামিরাণ সে অনেক কথা।" এই কথা বলিয়া রঞ্জন হামিরাণের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া বসিলেন। ইহাদিগের পরস্পরের ভাব অবলোকন করিলে কে না বোধ করিবে যে তাহারা গত বিষয় বিস্মরণ করিয়াছেন, ভবের ভাবনা সমূহ ভুলিয়াছেন, বিচ্ছেদ যন্ত্রণা বিসর্জ্জন করিতেছেন এবং উভয়ে উভয়ের প্রেমে তন্ময় হইয়াছেন? কিছুকাল এই ভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া উভয়ে তথা হইতে উঠিয়া পার্শ্বের গৃহে গমন করিলেন।

* * * * *

* * * * *
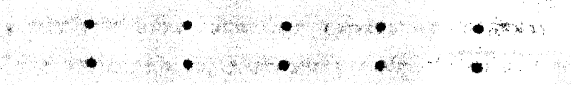
অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ঐ বহুবাতায়ন সংযুক্ত কক্ষের দ্বারে কে গুম্ গুম্ করিয়া অনবরত আঘাত করিতে লাগিল।

এদিকে শয়নগৃহ হইতে হামিরাণ ও রঞ্জন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া ঐ বহুবাতায়ন বিশিষ্ট গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। হামিরাণের কেশ বিশৃঙ্খল, দেহ ঘর্ম্মযুক্ত, রঞ্জনেরও সেইরূপ। কেবল রঞ্জন কাঁপিতেছে। কেন কাঁপিতেছে এখনি জানিতে পারিবেন। রঞ্জন কাঁপিতে কাঁপিতে হামিরাণকে বলিল—"এখন উপায় কি?"

দ্বারে গুম্ গুম্ শব্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

রঞ্জন বলিল—"একণে উপায়?"

হামিরাণ বলিল—"হয়েছে।" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি রঞ্জনকে আলমারী খুলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিল, রঞ্জন তাহাই করিল।

হামিরাণ আলমারীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে দ্বারে গুম্ গুম্ করিয়া শব্দ হইতেছিল, সেই দ্বারটি মুক্ত করিয়া নিজ চক্ষু দুটি মুছিতে লাগিল। লোকে নিদ্রা হইতে উঠিয়া করদ্বারা যেরূপ চক্ষু ঘর্ষণ করে, হামিরাণও সেইরূপ করিতে লাগিল। দ্বার উন্মুক্ত হইলেই মস্তকে রুমাল বাঁধা একটি লোক টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল এবং হামিরাণকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"হামিরাণ! ছি ছি তোমার এত ঘুম।"

হামিরাণ বলিল—"আজ হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে ছিলাম।" পরে হামিরাণ বলিল—"হোসেন! তোমার প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? কাল না প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে আর সুরা পান করিবে না, তবে কেন আজ আবার তোমার এ দশা?"

হোসেন বলিল—"হামিরাণ! সুরা আমি কখনও ত্যাগ করিতে পারিব না। এতে প্রাণ থাক আর যাক।" এই বলিয়া হোসেন আমি

হামিরাণের হস্ত ধরিয়া একখানি কৌচের উপর বসিল এবং তাহার গণ্ডদেশে একবার চুম্বন করিল, কিন্তু হামিরাণের দিকে চাহিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে ইহাতে হামিরাণের সুখ কি দুঃখ হইল। এক্ষণে আর হামিরাণ সেরূপ সুখ হইল না, বরং মুখে বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু এ বিরক্তির কারণ কি ? প্রণয় আর মদন। হে অনঙ্গ। তোমায় ধন্য ! তুমি অনঙ্গ, তবুও সহস্র অঙ্গের কার্য্য কর। তোমার অঙ্গ থাকিলে না জানি আর কত করিতে। ভাগ্যে তোমাকে মহেশ অনঙ্গ করিয়াছিল তাই রক্ষা, নহিলে সর্ব্বনাশ হইত। হামিরাণ হোসেনআলির সহধর্মিণী, কিন্তু কেন হোসেনের প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষিণী নহে, ইহার কারণ তো আমরা জানিতে পারিয়াছি—হামিরাণ যুবকের প্রেমভিখারিণী—প্রণয়িণী, যুবকের সুখে সুখ,দুঃখে দুঃখ, আরামে আরাম—যদি হামিরাণের কাছে যুবক না থাকে দুঃখে—অসীম দুঃখে নিমগ্ন হয়—শয়নে শান্তি থাকে না, উপবেশন ভাল লাগে না—দুর্জ্জয় মানে সদাই আচ্ছন্ন থাকে, সেই জন্যই হামিরাণের যুবকের কাছে এতো অভিমান। হামিরাণ যুবককে প্রাণের সহিত ভাল বাসে, জীবনের অপেক্ষা প্রিয়জ্ঞান করে—তাই যুবকের কাছে ঐরূপ দুর্জ্জয় মান করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে হামিরাণের সে ভাব নাই, কিসে হোসেনআলিকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবে—কতক্ষণে আবার যুবকের বাক্যরূপ পীযুষ পান করিবে, সেই ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত সেই কারণে হোসেনের আলিঙ্গনে বিরক্ত। কিন্তু হামিরাণের বিরক্তি ভাব হোসেনআলি স্বভাব বালকস্বভাবপ্রযুক্ত বুঝিতে পারিল না।

হোসেনআলি হামিরাণের কণ্ঠদেশ ধারণ করিল। হামিরাণ নিজ ভাব গোপন করিয়া বলিল—"হোসেন!"—

হোসেনআলি বলিল—"প্রিয়ে"

হামিরাণ বলিল। "হোসেন তুমি আমায় ভালবাস ?"

হোসেন বলিল "প্রাণের চেয়ে"—

হোসেন তোমার এ মিথ্যা কথা বলিতে লজ্জা হইল না, তুমি যত হামিরাণকে ভাল বাস তাতো আমরা জানিতে পারিয়াছি—গতকল্য যুবতীর প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছ তাহা কি এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছ—লোকে সময়ে সকল বিস্মৃত হইলেও হইতে পারে—কিন্তু তোমার সে আপত্তি খাটিবে না।

হামিরাণ একটু হাসিয়া বলিল—"নাথ বটে! আমায় তুমি প্রাণের চেয়ে ভাল বাস এতে আর কোন সন্দেহ নাই?"

হোসেন বলিল—"না একটুও না।"

হামিরাণ বলিল—"আচ্ছা আমি তোমাকে যা বলিব তা তুমি করিবে?"

হোসেন বলিল—"এখনি।"

হামিরাণ বলিল আচ্ছা আমাদিগের বাগানের স্বর্ণ ফোয়ারার সন্নিকটে গোলাপ গাছে যে গোলাপটি ফুটিয়া রহিয়াছে সেইটি আমায় আনিয়া দিতে পার?"

হোসেন বলিল—"কোনটি—সেই বিকালে যেটি আমরা দেখিতে ছিলাম"—

হামিরাণ বলিল—"হাঁ সেইটিই বটে"—

"এই আমি আনিয়া দিলাম বলে"—এই বলিয়া হোসেন [illegible] হইতে প্রস্থান করিল ও হোসেনের পশ্চাৎ পুনরায় দ্বার পড়িল। হোসেনের পদের শব্দ ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল—

হোসেনের পদশব্দ যেমন শেষ হইল—হামিরাণ অমনি তাড়াতাড়ি সেই আলমারির নিকট আসিয়া আলমারির দ্বার মুক্ত করিল। যুবক তথায় কষ্ট পাইতেছিল—বিমুক্ত হইয়া হামিরাণকে পুনরায় চুম্বন করিল—হামিরাণও যুবককে একটি চুম্বন করিল, তার পরে বলিল "পালাও [illegible] এখনি আসিবে"—

যুবক বাতায়নের নিকট যাইবে—এমন সময়ে যে দ্বার দিয়া হোসেন-আলি বাহিরে গিয়াছিল—সেই দ্বারের কাছে কার যেমন পদের শব্দ শুনা গেল—হাবিরাণ তাড়াতাড়ি দরজার নিকট উপস্থিত হইয়া দরজার চাবি বন্ধ করিল এবং যুবককে হস্ত নাড়িয়া শীঘ্র গৃহ হইতে প্রস্থান করিতে বলিল। যুবকের প্রাণের ভয় নাই—হাবিরাণকে কি করে পরিত্যাগ করিব—তাই ভাবিতেছে—হাবিরাণের মোহনমূর্ত্তি এক দৃষ্টে দেখিতেছে। পুনরায় দ্বারের বাহিরে পদশব্দ হইল, হাবিরাণ ইঙ্গিত দ্বারায় বলিল, "পালাও পালাও"

তবুও যুবক যাইতেছে না—হাবিরাণ ত্রস্ত যুবকের নিকট আসিয়া বলিল—"নাথ কর কি এখনি সর্ব্বনাশ হবে"—

যুবক বলিল—"প্রিয়ে তোমায় ছেড়ে যেতে প্রাণ চাহিতেছে না, কেবলি মনে হচ্চে যে তোমায় আর দেখ্‌তে পাব না।" পুনরায় যেন দ্বারের বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল—ইহা শ্রবণ করিয়া হাবিরাণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যুবককে বলিল "নাথ পালাও পালাও"—

যুবক বলিল—"তবে যাই।" এই বলিয়া হাবিরাণের হস্তে একটি চুম্বন করিয়া যে বাতায়ন দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই বাতায়ন দিয়া পুনরায় প্রস্থান করিল। যুবক কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে পর হাবিরাণ দ্বার উন্মুক্ত করিল; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কেবল সোপান দিয়া কে যেন নিম্নে চলিয়া গেল, এইটি তাহার অনুভূত হইল। হাবিরাণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—"কে হঠাৎ নিম্নে চলিয়া গেল? হোসেনের ভৃত্য সোলিমান কি? তাই বা কেমন করে হবে—তাহাকে তো বাজার পাঠাইয়াছি—তবে কি হোসেন"—হোসেনের নামটি উল্লেখ করিয়াই হাবিরাণ ভয়ে জড় সড় হইল। "যদি হোসেন ফুল আন্‌তে না গিয়া ঐ স্থান থেকে সকল শুনে থাকে তা হলেই তো

সর্ব্বনাশ !" এইটি ভাবিতে ভাবিতে হাবিরাণ একেবারে ভয়ে অধীর হইল। কপোলদেশে ও ওষ্ঠে ঘর্ম্ম বিন্দু সমূহ মুক্তার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। হাবিরাণ এ দিক ও দিক বেড়াইতে লাগিল। একমাত্র যুবক যে বাতায়ন দিয়া কক্ষ হইতে প্রস্থান করিয়াছে সেই বাতায়নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দেখিল যুবক প্রস্থান করে নাই, তখনও বাতায়নের পার্শ্বস্থ আম্র বৃক্ষে বসিয়া আছে। যুবককে দেখিয়া বলিল— "রঞ্জন ! ছি ছি, এখনও তুমি যাও নাই ? হোসেন দেখিলেই সর্ব্বনাশ হবে। সে দুরাচার ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলেই আমাদিগের প্রাণ যাবে। আমার যায় ক্ষতি নাই, তোমার গেলে আমার দশা কি হবে ?" রঞ্জন বলিল—"হাবিরাণ ! আজ তোমায় ছেড়ে যেতে আমার মন চাচ্চে না। প্রিয়ে ! যেন তোমার কি বিপদ ঘটিবে, কেবল এই মনে ভয় হচ্চে।" হাবিরাণ বলিল—"রঞ্জন ! আমার জন্য তোমার কোন চিন্তা কত্তে হবেনা—তুমি পালাও—হোসেন দেখিলেই সর্ব্বনাশ হবে।" রঞ্জন বলিল—"আচ্ছা যাই।" এই বলিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া প্রস্থান করিল।

হাবিরাণ সেই গবাক্ষ দিয়া যতক্ষণ যুবককে দেখা গিয়াছিল, ততক্ষণ অনিমেষ লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিল। যুবক [illegible] গলি ঘুঁজি রাস্তায় প্রবেশ করিলে পর, হাবিরাণ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল হোসেন ফুল হস্তে দণ্ডায়মান। হোসেনকে দেখিয়াই হাবিরাণ শিহরিয়া উঠিল। হোসেন হাবিরাণের এরূপ ভাব অবলোকন করিয়া বলিল—"ওকি হাবিরাণ, অমন করে শিহরে উঠলে কেন ?" হাবিরাণ বলিল—"না, কৈ না, চমকে উঠবো কেন ?—আমার গোলাপ—" হোসেন বলিল—"এই নাও !" এই বলিয়া একটি গোলাপ হাবিরাণের হস্তে দিল এবং হাবিরাণের দিকে এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল

[illegible]

[illegible] দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। [illegible] তাহার দিকে আসিয়া একটু হাস্য [illegible] যেন—"

যুবক ঐ ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল—[illegible] পর বলিল "মহাশয় [illegible] আপনাকে চিনতে পারছিনা—"

ঐ ব্যক্তি যুবককে বলিল, "আপনি আমায় জানেন না কিন্তু আমি আপনাকে বেশ জানি।"

যুবক বলিল—"তা হতে পারে" এই বলিয়া যুবক তথা হইতে প্রস্থান করিবার চেষ্টা করিলে—ঐ ব্যক্তি বলিল—"মহাশয় যান কোথা।" যুবক বলিল "কেন গৃহে"—ঐ ব্যক্তি বলিল "হামিরণের কথা কি, করিলেন—" হামিরাণের নাম শ্রবণমাত্র যুবক চমকিয়া উঠিল এবং ঐ ব্যক্তির আপাদ মস্তক চন্দ্রকিরণে অবলোকন করিয়া দেখিল—যে ঐ ব্যক্তির বয়স আন্দাজ ২২ বৎসর, বেশ সুপুরুষ, তাহাকে সে স্থানে কখন দেখেন নাই—ঐ ব্যক্তি কিরূপে হামিরাণের সহিত তাহার গুপ্ত প্রণয় জানিতে পারিল। রঞ্জন বিস্মিত হইয়া বলিল—"মহাশয় কি বলেন—হামি[illegible]র কথা কি? হামিরাণ কে?—ঐ ব্যক্তি একটু হাস্য করিয়া বলিল—"আপনি [illegible] জানেন না হামিরাণ কে?—হোসেনআলির সহধর্ম্মিণী—কুলটা—[illegible] প্রেম-ভিখারিণী।"

রঞ্জন বলিল—"কি তোর এতো বড় স্পর্দ্ধা "হামিরণকে কুলটা বলিস।" ঐ ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল—বলিল "তবে বাকি আপনি হামিরণকে জানেন না—"রঞ্জন আপনার ফাঁদে আপনি পড়িল। এবং ঐ ব্যক্তিকে বলিল "মহাশয় দেখতে পাচ্ছি আপনি আমায় [illegible] জানেন কিন্তু আমি আপনাকে চিনতে পারছিনা, অতএব বলুন আপনি কে—"

[illegible]

[illegible]

“হুজুর আপনি যদি আমার সঙ্গে [illegible]—তাহলে আর [illegible] লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই?”

রঞ্জন বলিল “যা আমি করবই তার না—কি এক বড় শর্ত—তাহাকে বাঁধিবার কথা—আমি যে জানিস”—এই বলিয়া রঞ্জন ঐ ব্যক্তিকে জোরে পদাঘাত করিল।

ইহাতে ঐ ব্যক্তি বলিল—“আর আপনার নিস্তার নাই” এই বলিয়া একটি বাঁশির আওয়াজ করিল, বাঁশির আওয়াজ শেষ হইতে না হইতেই চারি জন অস্ত্রধারী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, রঞ্জন ইহা দেখিয়া আপনার কটিবন্ধনী হইতে ক্ষুদ্র অসি খানি বাহির করিয়া দাঁড়াইল। একজন অস্ত্রধারী রঞ্জনকে অসি প্রহার করিবার মানসে অসি উত্তোলন করিলে—রঞ্জন নিজ ক্ষুদ্র অসির দ্বারা ঐ অস্ত্রধারীর অসি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং তাহাকে স্বীয় অসির দ্বারা আঘাত করিল। অসির আঘাতে ঐ ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইল দেখিয়া সকলে ধর ধর বলিয়া রঞ্জনের দিকে ধাবিত হইলে, রঞ্জন নিমেষ মধ্যে নিকটবর্তী একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া দৃষ্টি পথের অতীত হইল। ইহা দেখিয়া চারিজন অস্ত্রধারীও চারিটি অশ্বে আরোহণ করিয়া রঞ্জনের পশ্চাৎ ধাবিত হইল—যে ব্যক্তি প্রথমে রঞ্জনের সহিত কথা কহিয়াছিল সেই ব্যক্তি পুনরায় বাঁশি বাজাইল। ক্ষণকাল পরে দুই জন অস্ত্রধারী আসিয়া উপস্থিত হইল—ঐ ব্যক্তি ঐ অস্ত্রধারীদ্বয়কে ভূমিশায়িত ব্যক্তিকে দেখাইয়া বলিল “ইহাকে লইয়া আমার সঙ্গে এসো” এই বলিয়া অগ্রে ঐ ব্যক্তি চলিল। অস্ত্রধারীদ্বয় ঐ আহত ব্যক্তিকে লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হোসেনজাফির গৃহাভিমুখে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন মধ্যাহ্ন সময়ে যখন মরীচিমালী কিরণমালায় বালুকারাশি উত্তপ্ত করিয়াছেন, জীবগণ তৃষ্ণায় কাতর বারি অন্বেষণে ও পানে তৎপর এবং লোকেরা স্ব স্ব শীতল গৃহে শান্তিদূর করিবার নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—সেই মধ্যাহ্ন সময়ে একজন অশ্বারোহীযুবক ইন্দ্রপ্রস্থের দুর্গম কাননে উপস্থিত হইয়া ইতস্তত নেত্রপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হায়! মৃগটা কোথায় পালাল—দেখিতে দেখিতে নয়নপথের বাহির হইল—সহচরেরা সকলেই পশ্চাদ্ভাগে পড়িয়াছে তৃষ্ণায় মুখ শুষ্ক হইল—কোথায় একটু জল পাই-পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে।" পুনরায় দৃষ্টিপাত করিয়া অদূরবর্ত্তী একটি কুটীর নিরীক্ষণ করিলেন—কুটীরের সম্মুখে একটি তপস্বিনী বসিয়া আছেন—অশ্বারোহী নিজ ঘোটকের স্কন্ধদেশ চাপড়াইয়া বলিলেন—"জাফির! অদ্য একটা সামান্য মৃগের নিকট পরাস্ত হইলে—ছি ছি আর কোন মুখে বাদসাজাদের দ্বারের সম্মুখীন হইবে। এখন চল ঐ তপস্বিনীকে জিজ্ঞাসা করিগে যদি উনি মৃগটাকে চলে যেতে দেখিয়া থাকেন। জাফির যেন তার প্রভুর আজ্ঞা বুঝিতে পারিয়া স্কন্ধ নাড়িয়া তাঁহার কথার উত্তর প্রদান করিয়া তপস্বিনীর নিকট উপস্থিত হইল।

তপস্বিনী দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে একজন অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইল—অশ্বারোহীর বয়স আন্দাজ ২৫ বৎসর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কৃশ, দীর্ঘকায়, মুখ খানি অতিশয় সুশ্রী, কিন্তু অবয়ব দেখিলেই একজন অহঙ্কারী বলিয়া বোধ হয়, চক্ষু বড়ও নয়, ছোটও নয়—মাঝারি—কিন্তু অতিশয় উজ্জ্বল—দেখিলেই ভয়ানক ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলিয়া বোধ হয়। তপস্বিনী দেখিয়া

তাঁহাকে অম্বরাধিপতি রাজা জয় সিংহ বলিয়া চিনিতে পারিলেন ?—বিরক্ত হইলেন, ক্রমশঃ মুখ ফিরাইলেন।

পাঠক মহাশয়! বোধ করি আপনি এই তপস্বিনীকে চিনিতে পারিয়াছেন—ইনিই সেই তপস্বিনী, যিনি যমুনা তীরে পরমহংসের পদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং উপরিউক্ত কুটীরটীই পরমহংসের আশ্রম, কিন্তু পরমহংসকে আমরা আশ্রমে দেখিতে পাইলাম না, সেই কুমারীও তথায় নাই—কেবল তপস্বিনী বসিয়া আছেন।

রাজা জয় সিংহ তপস্বিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনি! একটী মৃগকে এইস্থান দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছেন?" তপস্বিনী তাঁহার কথার উত্তর না দেওয়াতে রাজা জয়সিংহ রুষ্ট হইয়া তপস্বিনীকে কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"তপস্বিনি! আমার কথা কি বুঝিতে পারিতেছেন না—আপনি একটী মৃগকে এই স্থান দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছেন কি? কি, আমার কথায় উপেক্ষা—আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ হইতেছে না?"

তপস্বিনী বলিলেন,—"কেন হইবে?"

রাজা জয়সিংহ বলিলেন—"বোধ করি আমি কে আপনি জানেন না?"

তপস্বিনী বলিলেন—"বেশ জানি—তুমি যবনদাস, দুরাত্মা আওরঙ্গজীবের ক্রীতদাস!"

জয় সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"কি, সামান্য নারীর মুখে দুর্ব্যবহার-জনক অম্বরাধিপতি জয় সিংহকে এতবড় কথা!"

তপস্বিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"হবে না কেন—রে মূর্খ যবন-কুলাঙ্গার, তুই আবার অম্বরাধিপতি কি করে, দুরাত্মা আওরঙ্গজীবের ক্রীতদাস কি কখন অম্বরের অধীশ্বর হইতে পারে?"

জয়সিংহ বলিলেন—"কি, সামান্য তপস্বিনীর মুখে আত্মশ্লাঘিক[illegible]

জয়সিংহ ও তাহার পূজ্যপাদ সম্রাট [illegible]?"

তপস্বিনী বলিলেন—"হে আর্য্যকুলকলঙ্ক! অরে কুলাঙ্গার! [illegible] জীব আবার সম্রাট্ কার—"

জয়সিংহ তপস্বিনীকে বলিলেন—"কেন তোমার?"

তপস্বিনী বলিলেন—"যবনাধিপতি আমাদিগের সম্রাট্ নহে—"

জয়সিংহ সাতিশয় কুপিত হইয়া বলিলেন—"কি, সামান্য তপস্বিনীর মুখে রাজবিদ্রোহিতার কথা?. কি বলি তুই তপস্বিনী; তাহা না হইলে তোকে ইহার সমুচিত প্রতিফল এই তরবারির নিকট অবশ্যই পাইতে হইত—" এই বলিয়া মণিখচিত সুবর্ণের কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাষণ করিলেন।

তপস্বিনী দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"এই যে তুমি, তরবারি নিষ্কাষণ করিয়া তোমার বীরত্বের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিলে—আমার ন্যায় সামান্যা তপস্বিনীর প্রতি তরবারি উত্তোলন করিতে কি তোমার একটুও লজ্জা বোধ হইল না? রে হিন্দুকুলকণ্টক! তুই কি একেবারে হিন্দুধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিস্! তপস্বিনীকে হত্যা করিবার জন্য ভয় হইল না,—লজ্জা হইল না—যা—যা দূর—হ, আমার সম্মুখ হইতে দূর—হ" এই বলিয়া তপস্বিনী [illegible] কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুটীর দ্বার রুদ্ধ করিলেন। জয়সিংহ তপস্বিনীকে এইরূপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং আপনাকে আপনি তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"আমায় ধিক্! এক জন সামান্যা তপস্বিনীর যেরূপ স্বাধীনতা আছে আমার তাহা নাই—তপস্বিনি! আপনি সত্যই বলিয়াছেন—আমি অবশ্য রাজ্যের যোগ্য নহি—আমি যথার্থই ধর্ম্মকুলকুলাঙ্গার—হিন্দুকুলকণ্টক,—তপস্বিনি! আপনাকে ধন্য! আপনি আজ আমায় শিক্ষা দিলেন, বিজাতীয় [illegible] হইয়া

যবনের দাসত্ব করিতে আমার লজ্জা নাই, আমার [illegible] স্ত্রী-হত্যা—তপস্বিনী হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, আমায় ধিক্! অগ্রে তপস্বিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। তিনি আমার ন্যায় হতভাগ্যের বদন বিলোকন করিতে বোধ করি সমর্থা হইবেন না, সেই কারণেই বুঝি এইরূপে কুটীরে প্রবেশ করিলেন। যাহাহউক আর এক বার উঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই হইবে।" এই কথা বলিয়া জয়সিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিয়া বলিলেন—মাতঃ! আমায় ক্ষমা করুন—এক বার দ্বার উদ্ঘাটন করুন। তিনি এই বলিয়া বারবার দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলেন না—কুটীরের দ্বারের পার্শ্ব দিয়া সমস্ত কুটীরাভ্যন্তর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও তপস্বিনীকে দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে জয়সিংহ অতিশয় বিস্ময়াম্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"তপস্বিনী কোথায় গেলেন, তপস্বিনী ত কুটীরের ভিতর নাই—একি! আমি স্বপ্ন দেখিলাম না কি? না—স্বপ্নই বা কি প্রকারে বলি। দিনের বেলা,—এই তিনি আমার সাক্ষাতে উপস্থিতা ছিলেন।" এইরূপ বলিতে বলিতে জয়সিংহ কুটীরের দ্বার একটু জোরে ঠেলিলেন, ঠেলিবামাত্র দ্বার খুলিয়া গেল। দেখিলেন কুটীর মধ্যে কেহই নাই। জয়সিংহ এদিক্ ওদিক্ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন কুটীর মধ্যে কেবলমাত্র একটি অগ্নিকুণ্ডে কতকগুলি কাষ্ঠ জ্বলিতেছে—কুণ্ডের নিকটে কমণ্ডলু, অক্ষমালা, আর কতকগুলি পুষ্প এইমাত্র রহিয়াছে. জয়সিংহ অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন এবং আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন—"একি, আমি কি বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দেখিলাম?—বনদেবী আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন না কি? কিছুই তো স্থির করিতে পারিতেছি না, যাহাহউক এ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার।" এই বলিয়া তিনি এক বার সর্ব্বদেবের প্রতি

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—•❋•—

রূপনগরের রাজসভায় কিসের গোল। নিষ্কাষিত অসি হস্তে দণ্ডায়মান এঁরা দুইজন কে? সম্মুখে সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তিটিই বা কে? এবং ঐ যোদ্ধৃদ্বয়কে ধৃত করিয়া রহিয়াছে এ আটজন ব্যক্তিই বা কে? পাঠক মহাশয়! ইন্দ্রপ্রস্থের দুর্গম বনের মধ্যে অম্বরাধিপতি জয়সিংহ ও তপস্বিনীর কথোপকথন, জয়সিংহকে তপস্বিনীর তিরস্কার, জয়সিংহের কোপ, তপস্বিনীর অন্তর্ধান, জয়সিংহের অন্বেষণ—অশ্বারোহীদিগের উপস্থিতি, গুপ্তপরামর্শ, দুইজনের কুটীর দ্বারে অবস্থিতি, জয়সিংহ ও অপর বীরত্রয়ের শুভ্র অশ্বারোহীর অন্বেষণার্থ ইন্দ্রপ্রস্থের নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ, এই সকলই শুনিতে ও দেখিতে ছিলেন—কিন্তু ঐ সময়েই আপনাকে রাজস্থানের মধ্যবর্ত্তী রূপনগরের রাজসভায় কি গোলযোগ হইতেছে তাহা দেখিতে হইবে—ইহাতে আপনার কষ্ট নাই—ইন্দ্রপ্রস্থের দুর্গম কানন হইতে রূপনগরে যাইতে সময়ের আবশ্যক নাই—কোন যানের অনুসন্ধান করিবারও প্রয়োজন নাই—ঐ গোলযোগের স্থানে নিষ্কাষিত অসির চাকচিক্য দেখিবারও কোন বাধা নাই—কোন ভয়ও নাই—অতএব দেখুন ব্যাপারটা কি? ইঁহারা সকলেই বা কে?

যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন ইনিই রূপনগরের অধীশ্বর বিক্রমকেতু, যে দুইজন অসিহস্তে দণ্ডায়মান আছেন—উঁহাদিগের মধ্যে একজন বিক্রমকেতুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপসিংহ—অপর ব্যক্তি দিল্লীশ্বর আওরেঙ্গজীবের সেনাধ্যক্ষ দেলেয়ার খাঁ বলিয়া রূপনগরের রাজার নিকট পরিচিত হইয়াছেন। রূপনগরের রাজসিংহাসনাধিকারী বিক্রমকেতুর দক্ষিণে প্রতাপের

আসন নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু দিল্লীশ্বরের সেনাপতি আসিয়া উপস্থিত হও-য়াতে, বিক্রমকেতু সেলেমার খাঁকে প্রতাপের আসনে বসাইয়া, তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন—এমন সময় প্রতাপ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার আসনে একজন যবন বসিয়া রহিয়াছে। প্রতাপ একে যবনগণকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করেন, তাহাতে আবার তাঁহার আসনে যবনকে উপবিষ্ট দেখিয়া একেবারে জলিয়া উঠিলেন, এবং বিক্রমকেতুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ অবলোকন করিতেছি কেন? বিশুদ্ধ সূর্য্যবংশাবতংস বিক্রপাকের পুত্র প্রতাপের আসনে যবন কেন? যবনকে আসন পরিত্যাগ করিয়া অন্ত আসনে উপবেশন করিতে বলুন, নচেৎ এই হস্তে যবনের দর্পের সমুচিত প্রতিফল এখনি দিব।"

বিক্রমকেতু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের এইরূপ গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভীত হইলেন, এবং তাঁহাকে নিষেধ করিবেন এমন সময় সেলেমার খাঁ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি বালকের মুখে এতবড় কথা? পুরাপাদ অওরঙ্গজীবের সেনাধ্যক্ষের প্রতি এরূপ ব্যবহার? রে বালক! তোর উদ্ধত স্বভাবের ফলভোগ কর," এই বলিয়া নিজ অসি নিষ্কাষণ করিয়া প্রতাপের দিকে ধাবমান হইলেন। প্রতাপও একটু হাসিয়া বলিলেন—"দেখা যাক কে অসিচালনে বালক।" এই বলিয়া নিজ অসিখানি কোষ হইতে বাহির করিলেন। বিক্রমকেতু এই ব্যাপার দেখিয়া ভীত হইয়া সভাসদ্গণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"তোমরা দেখ কি, উভয়কে নিরস্ত কর" সভাগণ সেলেমার ও প্রতাপকে ধরিয়া বলিল "মহাশয়েরা করেন কি, আপনারা করেন কি," সভাস্থ সকলেই "কর কি কর কি" বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল।—রূপনগরের রাজগৃহে এই গোলযোগ।

রূপনগরের রাজগৃহে কিসের গোলযোগ ও রাজগৃহে কাহারা রহিয়াছেন—একণে আমরা জানিতে পারিয়াছি—ইঁহাদিগের রূপ ও স্বভাবের বিশেষ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

বিক্রমকেতু দেখিতে অতি সুপুরুষ, সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়সুখে সুখী, সমস্ত হিন্দুরাজাদিগের সহিত একত্র হইয়া পাছে যবন বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়া নিজ আমোদের ব্যাঘাত হয়, সেই জন্যই অগ্রে যবনগণের সহিত সন্ধি করিয়াছেন, যবন সম্রাট যাহাতে তুষ্ট থাকেন তাহাই করিতে প্রস্তুত—সেই জন্যই দেলেরার খাঁকে এত সমাদরের সহিত সম্মান করিয়া প্রতাপের আসনে বসাইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

প্রতাপ সিংহ, দীর্ঘকায়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখের গঠন অতীব রমনীয়, ললাট দীর্ঘ, চক্ষু হরিণ নয়ন সদৃশ অতিশয় টানা—চঞ্চল, দেখিলেই বোধ হয় ইঁহার স্বভাব সরলতাময়, নাসিকা দোষ রহিত, অধরোষ্ঠ অতীব কমনীয়, আস্য সর্ব্বদাই হাস্যপূর্ণ, বদনে পরোপকারিতার চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে, বাস্তবিক ইনি সর্ব্বদাই পরের উপকার করিয়া থাকেন; গ্রীবা বেশ সুগোল; ভুজদ্বয় বিশাল; বক্ষস্থল দর্শনমাত্রে এক জন বিশিষ্ট বলশালী ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। ফলে ইঁহার তুল্য সাহসী ও বলশালী ব্যক্তি রূপনগরে অতি বিরল। উরুযুগল কঠিন, বয়স ২১ বৎসর, স্বভাব অতিশয় কোমল, স্বদেশানুরাগে পরিপূর্ণ। প্রতাপের সর্ব্বদাই চিন্তা কিসে হিন্দুদিগের কীর্ত্তিকলাপ পুনরায় ভারতে সংস্থাপিত হইবে, কিসে যবনগণ বিলোড়িত হইবে। কতদিনে হিন্দুগণ পুনরায় স্বাধীনতার বিমল আনন্দ অনুভব করিবে, কতদিনে ভারত নিষ্কণ্টক হইবে, কেবল এই ভাবনাতেই নিমগ্ন। প্রতাপ বিক্রমকেতুর কন্যা চপলাদেবীকে অতিশয় স্নেহ করেন—প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান করেন, সেই জন্য সিংহাসনাপহারী খুল্লতাত বিক্রমকেতুকে কিছুই বলেন না। সেই নিমিত্তই

খুল্লতাতের এরূপ ছুক্রিয়াকলাপ দৃষ্টি করিয়াও তথায় রহিয়াছেন ও তাঁহার দুর্বাক্য সহ্য করিতেছেন।

সেলেমার খাঁ কিঞ্চিৎ খর্ব্বকায়—হৃষ্ট গৌর বর্ণ—চক্ষু দুটি ছোট ছোট, কিন্তু অতিশয় উজ্জ্বল—দেখিলেই সর্প বা বাজপক্ষীর চক্ষু মনে পড়ে, সর্পের স্বভাব যেরূপ খলতায় পরিপূর্ণ, ইঁহার স্বভাবও তততোধিক খলতায় পরিপূর্ণ; শ্মশ্রু সুদীর্ঘ—অতিশয় ঘন ও স্থূল, ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ এবং উজ্জ্বল, নিম্নদেশ ঈষৎ কুঞ্চিত। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় উত্তম—সুগোল—নিটোল—দৃঢ়। বয়স আন্দাজ ২৫।২৬ বৎসর, ইঁহাকে দেখিলেই দাম্ভিকের একশেষ, দুষ্কর্ম্ম ও পাপের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া বোধ হয়।

প্রতাপ সিংহ অন্য এক জন মুসলমানকে তাঁহার আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, দুঃখে ও রাগে ক্ষুব্ধ হইয়া, খুল্লতাত বিক্রমকেতুকে সম্বোধন করিয়া ঐরূপ বলিয়াছিলেন। একণে প্রতাপ অত্যাসদ্গণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, পুনরায় বিক্রমকেতুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তাত! আপনার সম্মুখে আমার আসনে এক জন বিধর্ম্মী উপবিষ্ট থাকাতে, আমার যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হইতেছে তাহা আমি এক মুখে বলিতে পারিতেছি না; আমার আর এ স্থানে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না; অদ্যই আমি অন্যত্র গমন করিব। ক্ষত্রীয়কুলসম্ভূত হইয়া কিরূপে এরূপ অবমাননা সহ্য করি।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার শরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। পুনরায় বলিলেন,—"কি আপনি বিধর্ম্মী যবনগণের সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া আমাদিগের কুলধর্ম্ম লোপ করিলেন, আমাদিগের বিশুদ্ধ বংশে কলঙ্কার্পণ করিলেন?"

রূপনগরাধিপতি বিক্রমকেতু স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং প্রহরিগণকে তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারাগারে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। রাজ আজ্ঞানুসারে প্রহরিগণ

প্রতাপ সিংহকে ধৃত করিবার মানসে সম্মুখীন হইলে, প্রতাপ সিংহ সভাসদ্গণের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রহরিগণকে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"থাম্, যবনের সম্মুখে আমার অবমাননা করিস্ না।" এই বলিয়া পুনঃ নিজ অসি চালন করিতে লাগিলেন।

রাজদরবারে ভয়ানক গোল উপস্থিত হইল। এ দিকে রূপনগরাধিপ বিক্রমকেতু প্রহরিগণকে আদেশ করিতেছেন, ওদিকে প্রতাপ প্রহরীগণকে নিষেধ করিতেছেন। প্রহরিগণ রাজাজ্ঞায় প্রতাপকে ধরিতে আসিলে, প্রতাপ ক্রোধান্ধ হইয়া দুই জন প্রহরীকে অসি আঘাতে ভূমিশায়ী করিলেন। বিক্রমকেতু দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"কি আমার সম্মুখে আমার প্রহরী হত্যা! কে আছিস্ সকলে ইহাকে বন্ধন কর।" এই কথা শুনিবামাত্র অনেক প্রহরী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সকলে মিলিয়া প্রতাপকে ধৃত করিল।

প্রতাপ অনেকের প্রাণবিনাশ করিতে হয় এই বিবেচনা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। এবং নিজ খুল্লতাত কর্তৃক যবন সম্মুখে এরূপ অবমানিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণের পর ক্রন্দনে ক্ষান্ত হইয়া বিক্রমকেতুকে বলিলেন,—"এই খুল্লতাতের কার্য্যই বটে! পিতা কি এই জন্যই আপনাকে রাজ্য ভার দিয়া গিয়াছিলেন, আমার যে পিতা যবন নামে জলিয়া উঠিতেন—যে পিতা যবনবিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সমরক্ষেত্রে অসি হস্তে স্বর্গে গিয়াছেন, আপনি আমার সেই পিতার সিংহাসন অপবিত্র করিলেন—কোথায় তারত নির্ব্বল করিবেন, তা না হইয়া যবনের শুশ্রূষায় নিযুক্ত—ধিক্ আপনাকে, ধিক্ আপনার পুরুষত্বে, আমাদিগের যে পূর্ব্বপুরুষ হরিত্রা ঘাটে, আকবরের সেনাগণের রুধিরে শয্যা, শবে উপধান করিয়া অখণ্ড কীর্ত্তিকলাপ লাভ করিয়াছিলেন, আজ কি না সেই কীর্ত্তিস্তম্ভ আপনার ন্যায় ভীরু দ্বারা একে বারে সম্পূর্ণ

হইয়া আপনি জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদিগের বিশুদ্ধকুল কেন কলঙ্কিত করিলেন, আপনি না জন্মাইলে আমাদের কুল কখনই কলঙ্কিত হইত না।"

বিক্রমকেতু প্রতাপের এবম্প্রকার তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার সম্মুখ হইতে শীঘ্র কারাগারে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

প্রহরিগণ প্রতাপকে লইয়া প্রস্থান করিবে এমন সময় প্রতাপ নিজ তরবারি ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দেলেয়ার খাঁকে বলিলেন—"যবন! আজ তোমার সমুচিত শাস্তি বিধান করিতে পারিলাম না, ইহার শাস্তি শীঘ্রই পাইবে, এক্ষণে এই নাও আমার তরবারি গ্রহণ কর, তোমার সহিত পরে দেখা হইবে।" প্রতাপের এইরূপ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেলেয়ার খাঁর চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, অধর কাঁপিতে লাগিল—সমস্ত শরীর স্ফীত হইল। পরে তিনি গম্ভীরস্বরে প্রতাপ সিংহকে বলিলেন—"বালক! বিশুদ্ধ মহাত্মর বংশজাত—দেলেয়ার যুদ্ধে কাতর নহে, প্রাণের ভয় রাখে না, যে দিন তোর সুবিধা হইবে আমি সেই দিনই তোর আশা একেবারে পূর্ণ করিব।" এই বলিয়া দেলেয়ার খাঁ প্রতাপের তরবারি কুড়াইয়া লইলেন। প্রহরিগণ প্রতাপকে লইয়া প্রস্থান করিল।

দেলেয়ার খাঁর তখন চক্ষু আরক্তবর্ণ, তখনও সমস্ত শরীর রাগে কাঁপিতেছে—বিক্রমকেতুর দিকে দৃষ্টি পড়িল, দেখিলেন বিক্রমকেতু অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। দেলেয়ার খাঁ সকোপ দৃষ্টিতে বিক্রমকেতুর দিকে ক্ষণেক চাহিয়া বলিলেন,—"বিক্রমকেতু! এ শুধু আমাকে অবমাননা করা হয় নাই, আমার পূজ্যপাদ সম্রাট্ ভুবন বিখ্যাত আওরেঙ্গজীবেরও বংশগৌরবের অবমাননা করা হইয়াছে? কি এতো বড় স্পর্দ্ধা, এক জন সামান্ত বাইপীরদারের সন্তান হইয়া, আমার অবজ্ঞা

করে? বিক্রমকেতু! তোমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত, রূপনগর বিরূপ করিয়া জল গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া বিক্রমকেতুর সম্মুখে উন্নত গ্রীবায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিক্রমকেতু দেলেয়ার খাঁর এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন, এবং তাঁহাকে ঐ ভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া শশব্যস্তে দেলেয়ারের হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"বীরবর ক্ষমা করুন; আসন পরিগ্রহ করুন, একটি সামান্য বালকের কথায় আপনি রাগ প্রকাশ করিবেন না। আমার দণ্ডের স্বরূপ কিঞ্চিৎ উপহার গ্রহণ করুন?" এই বলিয়া নিজ কণ্ঠস্থিত অমূল্য মণিময় হার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

দেলেয়ার খাঁ হস্তে হার পাইয়া বলিলেন,—"আমার পূজ্যপাদ সম্রাটের মানের মূল্য কি এই সামান্য একছড়া হার।"

বিক্রমকেতু ভীত হইয়া দেলেয়ার খাঁকে বলিলেন,—"বীরবর! আমি আপনার উপর ভার দিলাম, আপনি বিবেচনা করিয়া আমায় যে দণ্ড বিধান করিবেন, আমি তাহাতেই সম্মত হইব।"

দেলেয়ার, বিক্রমকেতুর কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"এ ভাল কথা, আমি যাহা বলিব তুমি তাহা করিবে তো?"

বিক্রমকেতু বলিলেন,—"আপনি বলিয়াই দেখুন না কেন?"

এইরূপ কথোপকথনের পর দেলেয়ার খাঁ পুনরায় আসনে উপবেশন করিলেন এবং বাম হস্তে দক্ষিণ হস্ত মর্দন করিতে করিতে বিক্রমকেতুকে বলিলেন,—

"প্রথমতঃ প্রতাপ সিংহকে আমার হস্তে দিতে হইবে, আমি তাহাকে আমাদিগের একটি দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিব—সে অতি ভয়ানক বালক, তাহার স্বভাব রাজবিদ্রোহিতায় পরিপূর্ণ।"

বিক্রমকেতু বলিলেন,—

"আচ্ছা আমি প্রতাপকে আপনার হস্তে দিলাম, কিন্তু আপনি অঙ্গীকার করুন যে, আপনি তাহার প্রাণ বিনাশ করিবেন না।"

দেলেয়ার খাঁ বলিলেন—"এখন অঙ্গীকার করিতে পারিতেছি না, কিন্তু এইমাত্র বলিতে পারি যে, যাহা ভাল হইবে তাহাই করিব।"

বিক্রমকেতু বলিলেন,—"আচ্ছা ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

দেলেয়ার খাঁ বলিলেন,—"দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের প্রীতির আকর স্বরূপ আপনার নিকট যে বস্তু আছে, তাহা আমার সঙ্গে দিতে হইবে?"

বিক্রমকেতু দেলেয়ার খাঁর কথায় সাতিশয় বিস্মিত হইলেন—এমন কি বস্তু, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। হঠাৎ তাঁহার বাম চক্ষু স্পন্দন করিতে লাগিল, বোধ করিলেন যেন কোন অমঙ্গল উপস্থিত। দিনকরের প্রখর কিরণনিকর গবাক্ষ দিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার নয়ন নিপতিত হইবা মাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন; বোধ করিলেন, যেন দিনকর তাঁহাকে কোপন দৃষ্টিতে দর্শন করিতে-ছেন,—ভাবিলেন তাঁহাদিগের আদিপুরুষ সূর্য্যদেব, হঠাৎ এ ভাব কেন ধারণ করিলেন, আবার ভাবিলেন, বৃথা কেন অমঙ্গল চিন্তা করি, আমার কি অমঙ্গল ঘটিতে পারে; ক্রমে ঘোর ভাবনা মেঘে তাঁহার কল্পনা-রূপ অম্বর পথ সমাচ্ছন্ন করিল; আর কিছুই ভাবিতে পারিলেন না, স্থির হইয়া, এক দৃষ্টিতে দেলেয়ারখাঁর দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণের পর দেলেয়ার খাঁকে বলিলেন,—"মহাশয়! সে বস্তুটি কি?"

দেলেয়ার খাঁ বিক্রমকেতুর এরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"মহাশয়! চিন্তা করিবেন না, আমরা আপনার রাজ্য চাহি না, ধন চাহি না, রাজবিগ্রহে কোন সৈন্য সাহায্যও চাহি না। কেবল—"

বিক্রমকেতু উপরি উক্ত কথাগুলি শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লিত হইলেন,

ভাবনাসমূহ দূর করিলেন। দেলেয়ার খাঁকে সহর্ষে বলিলেন,—"[illegible], তবে কেবল বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন কেন? কেবল কি চান বলুন?"

দেলেয়ার বিক্রমকেতুকে বলিলেন,—মহাশয়! কেবল আপনার সুরূপা কন্যা চম্পামিলাকে আমার সঙ্গে—"

বিক্রমকেতু যবন মুখে তাঁহার দুহিতার নাম শ্রবণমাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, এবং আরক্ত নয়নে দেলেয়ার খাঁর দিকে চাহিয়া তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই বলিলেন,—"থাম্"

দেলেয়ার খাঁ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমি যাহা চাহিব আপনি তাহা দিবেন, তবে এখন থামিব কেন?"

বিক্রমকেতু গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"কি এতো বড় স্পর্দ্ধা?"

দেলেয়ার খাঁ বলিলেন—"কার?"

বিক্রমকেতু দেলেয়ার খাঁকে বলিলেন—"কেন তোর?"

দেলেয়ার খাঁ বলিলেন—"কিসে?"

বিক্রমকেতু দেলেয়ার খাঁকে বলিলেন—"কি আবার আমায় পরিহাস?"

দেলেয়ার খাঁ বলিলেন—"সে আবার কি?"

বিক্রমকেতু বলিলেন—"কি! বামন হয়ে চাঁদে হাত?"

দেলেয়ার খাঁ বলিলেন—"মহাশয় সে বামন নহে।"

বিক্রমকেতু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—তবে কে?"

দেলেয়ার খাঁ বলিলেন,—"সম্রাটবর অওরেঙ্গজীব আপনার দুহিতার হস্ত কামনা করেন, আমি সেই অভিপ্রায়েই আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আপনার নিকট যাচ্‌ঞা করিতে হইল না, আপনি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত, দুহিতারত্ন দান করিয়া সম্রাট্‌বরের প্রীতি সম্পাদন করুন, ও বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সুখে, নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন।"

বিক্রমকেতু অপ্সরেশ্বরীর নাম শ্রবণ মাত্র ভীত হইয়া স্থির নয়নে সেলেমার খাঁর দিকে চাহিয়া রহিলেন, শোকে ও ভয়ে বাক্‌শূন্য হই-লেন। নিশ্বাস রোধ হইল। বিক্রমকেতুকে একণে দর্শন করিলে বোধ হয় না যে উনি একজন মনুষ্য, প্রস্তর নির্ম্মিত পুত্তলিকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সেলেমার খাঁ বিক্রমকেতুর এরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া করতালি দিয়া বলিলেন,—“মহাশয়! ভাবচেন কি? একণে কি অনুমতি হয়?”

সেলেমার খাঁর করতালিতে বিক্রমকেতুর চেতন হইল, এবং সেলে-মার খাঁর প্রতি আরক্তনয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—“তা কখনই হইবে না।”

সেলেমার খাঁ বলিলেন,—“সহমানে না হইলে তরবারির জোরে হইবে। বিক্রমকেতু! তোমাকে তিন দিবস সময় দিলাম, বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিয়া বিবেচনা কর, রূপনগর বিরূপ দৃষ্টি করা, সকলকে করাল কাল-কবলে নিপতিত করা, সমস্ত ছার খার করা ভাল, না সুচারুহাসিনী চম্পানিলাকে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করা ভাল? এই নাও তোমার হার, তুমি পুনরায় গ্রহণ কর, আমার হারে প্রয়োজন নাই” এই বলিয়া বিক্রমকেতুর হস্তে হার প্রত্যার্পণ করিলেন। “একণে আমি বিদায় হইলাম” বলিয়া সেলেমার খাঁ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সেলেমার খাঁ প্রস্থান করিলে পর, বিক্রমকেতু সভাসদ্‌গণকে বলি-লেন,—একি যবনের লোভ শূন্যতা না অমূল্য মণিময় হারেও মন উঠিল না।” যাহা হউক চম্পানিলা যেন এই বিষয় ঘূণাক্ষরে জানিতে না পারে।” এই কথা বলিবার পর, গাত্রোত্থান করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। বিক্রমকেতু রাজসভার পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

বিক্রমকেতু সেই প্রকোষ্ঠে একাকী একবার এদিক্ একবার ওদিক্ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।—কখন দ্রুতপদে, কখন ধীরে ধীরে, কখন মুদ্রিত চক্ষে, কখন উন্মুক্ত স্থির নয়নে, কখন বা ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বিচরণ করিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—"এখন করি কি? এ দিকে প্রাণের চম্পানিলাকে যবনে দান করিয়া নিজ উদ্দীপ্ত কুলগৌরব চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত, ও দিকে সমস্ত ঐশ্বর্য্যের ক্ষয়, রূপনগর বিরূপ, রাজ্য জনশূন্য, ও স্বজন সহিত যবন হস্তে একেবারে বিধ্বংশ,—এখন কোন দিক্ রাখি?" এ প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিবার জন্য পুনরায় বিচরণ করিতে লাগিলেন; ক্ষণকালের পর পুনরায় বেড়াইতে ক্ষান্ত হইলেন, এবং নিজ কপোলদেশ হইতে ঘর্ম্মবারী উন্মোচন করিয়া বলিলেন,—"কিছুই তো স্থির করিতে পারিতেছি না।" একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"অহো! কুললক্ষ্মী কি একেবারে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, রাজপুত্র হইয়া কিরূপে আপনার কুলগৌরব কলঙ্কিত করিব। হায়! কেন আমি প্রতাপের কথা শুনিলাম না, কেন তাহার বাক্য উপেক্ষা করিয়াছিলাম; প্রতাপ! প্রতাপ!! নামটি স্মৃতিপথে পতিত হইলেই আমার মনে উৎসাহের উদয় হয়, প্রতাপ! তোমার পরামর্শ উপেক্ষা করিবার ফল অবশ্যই আমাকে ভোগ করিতে হইবে।" হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন, এবং উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ভ্রাতঃ! ক্ষমা করুন, ভ্রাতঃ আমায় ক্ষমা করুন, আপনার পুত্র প্রতাপকে কারারুদ্ধ করিয়া আমি পাষণ্ডের কার্য্য করিয়াছি। ভ্রাতঃ বিরূপাক্ষ! ভ্রাতঃ বিরূপাক্ষ! আপনি আমার উপেক্ষা করিলেন, আমার কাপুরুষত্ব দর্শন করিয়া ত্যাগ করিলেন—নিজ অঙ্গে যবনের তরবারি চিহ্নসমূহ দেখাইলেন, ভ্রাত! না না আমি অবশ্যই—একি! কোই আপনি কোথায়?

রাণা উর্দ্ধে কিংকর্ত্তব্য চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন,—"কৈ উর্দ্ধে কেহই তো নাই, আমি কি বলিতেছিলাম, আমি কি সব দেখিলাম?" এই বলিয়া পুনরায় দ্রুতপদ বিক্ষেপে ক্ষণকাল বিচরণ করিয়া বিক্রমকেতু তথা হইতে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নিশা উপস্থিত, প্রকৃতির সমস্ত বস্তুই ঘোর অন্ধকারে আবৃত; বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, রূপনগরের রাজপথে প্রায় কেহই চলিতেছে না, যাহাদিগের বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে তাহারাই এ সময়ে গৃহের বাহির হইয়াছে। রূপনগরের রাজপথ দিয়া জনৈক ব্যক্তি সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া দ্রুতপদে রাজ-অন্তঃপুরের সম্মুখে একটি বটবৃক্ষের তলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে রাজ-অন্তঃপুরের একটি কক্ষের দিকে কেবল চাহিয়া রহিলেন। এ ব্যক্তিটি কে, কেনই বা ঐরূপ প্রচ্ছন্নভাবে ঐ স্থানে দণ্ডায়মান, ঐ স্থান হইতে দেখিতেছেনই বা কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে এক্ষণে আমরা অপারক, কেবল শেষোক্ত প্রশ্নটির উত্তর আমরা দিতে পারি। ঐ ব্যক্তি চন্দ্রাবতীর গৃহের বাতায়ন প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছেন, চন্দ্রাবতীকে দেখিতে বলিয়াই বুঝি ঐ স্থানে ঐরূপ ভাবে দণ্ডায়মান। এক্ষণে দেখা যাউক, অন্তঃপুর মধ্যে চন্দ্রাবতীর কক্ষে কেহ আছেন কি, [illegible] একটি কামিনী দুগ্ধফেননিভ দুগ্ধফেনসম শয্যায় নিদ্রিতা, যাঁহাকে দেখিলেই ষোড়শী যুবতী বলিয়া বোধ হয়। আহা! [illegible]

[illegible] পাঠক মহাশয়! আপনি যদি কখন একটি [illegible]
বিকশিত শতদলিনী দেখিয়া থাকেন, তবেই কথঞ্চিৎ [illegible]-
পরি নিদ্রিতা রমণীর বদনের [illegible] অনুভব করিতে পারিবেন।
রমণীর বদনের শোভা অনুপম—অতুল্য, মুখ খানি যেন শারদ
সরের বিকচ নলিনী, নয়ন মুদ্রিত রহিয়াছে কিন্ত দীর্ঘ শ্যামবর্ণ
পক্ষ দেখিলেই বোধ হয়, বুঝি বিধাতা হরিণীর নয়নদ্বয় চুরি
করিয়া দীর্ঘ ও ঘন পক্ষরূপ বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছেন।
নাসিকা দেখিলেই আমাদিগের মৃণ্ময়ী দুর্গার কথা মনে পড়ে, ওষ্ঠাধর
দেখিয়া আর কখন সরস সুপক্ক বিম্বফল দেখিতে ইচ্ছা হয় না। চিবুক
অতিশয় মনোহর, কর্ণ দুটি ছোট ছোট, সুচিকণ কুঞ্চিত কুন্তল হৃদয়োপরি
পতিত। হস্তদ্বয় শিরীষ পুষ্পের ন্যায় কোমল ও সরল, অঙ্গুলিগুলি
চাঁপাফুলের কলির ন্যায়, হৃদয়োপরি ঐ দুটি কি?—গিরি, না তাহা কখনই
হইতে পারে না,—এরূপ কোমলাঙ্গী কি কখন হৃদয়ে গিরিবর ধারণ
করিতে পারেন;—তবে কি? এ দুটি অনঙ্গের বিজয়দুন্দুভি। মধ্যদেশ
অতিশয় ক্ষীণ, পা দুখানি ছোট ছোট। পাঠক! এ পদের বিক্ষেপে মহা-
কবি কালিদাসের বর্ণিত হিমাদ্রি দুহিতা উমার চরণযুগল স্মরণ হয়।
পর্য্যঙ্কের উভয় পার্শ্বে দুই জন চামরবাহিনী সুবর্ণমণ্ডিত চামর
ব্যজন করিতেছে আর কুমারীর অলৌকিক রূপরাশি দৃষ্টি করিতেছে।

কামিনী একটী ঘোর বেগুনি রংয়ের সাটিনের পেসোয়াজ পরিহিতা।
পেসোয়াজের প্রায় সমস্ত স্থানই মুক্তাখচিত, মুক্তার থাবা, মুক্তার
ঝুমকা, তাহার মধ্যে মধ্যে হীরা, পান্না, চুনি সংযোজিত; ঐ রূপ সুরঞ্জিত
[illegible] [illegible] এরূপ পেসোয়াজ থাকিলে তাহার রমণীয়তা, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] একখানি মুক্তাখচিত [illegible] [illegible] [illegible]
রমণীর বিজয়দুন্দুভি দুইটী আবরিত করিয়া উপধানোপরি বিকশিত রহিয়াছে।

[illegible]

নাসিকায় একটী নথনি, তাহাতে তিনটি বড় বড় মুক্তা [illegible] নীলকান্ত মণি. কণ্ঠে এক ছড়া চুনরি সঙ্গ মুক্তার মালা ও নানা [illegible] মণি সংযোজিত এক ছড়া চিক, হস্তে হীরকের বলয় এবং দুই গাছি করিয়া হীরকের চুড়ি।

এমন সময় দ্রুতপদ সঞ্চারে আর এক জন মহিলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং কুমারীর শয্যার নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"সখি এখনি ঘুমালে?" পাঠক মহাশয়! বোধ করি আপনি জানিতে পারিয়াছেন ঐ নিদ্রিতা কুমারীটী কে, ইনিই রূপনগরাধিপতির কন্যা চম্পানিলা। যে কামিনী আসিয়া পর্য্যাঙ্ক পার্শ্বে উপস্থিত, ইনি চম্পানিলার প্রিয় সখী প্রবীণা। প্রবীণার রূপও প্রায় চম্পানিলার মতন কেবল ওষ্ঠটী কিঞ্চিৎ স্ফীত আর বর্ণ ঈষৎ ফিকে, অঙ্গুলিগুলি কিছু বড় বড়, ইঁহারও বয়স ১৬ বৎসর। প্রবীণার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার চম্পানিলার মতন, কেবল মুক্তবেণী ও পদে দুই গাছি স্বর্ণের ঝাঁকাম মল।

প্রবীণা পুনরায় চম্পানিলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়সখি! এর মধ্যেই ঘুমালে? এই বলিয়া চম্পানিলার গাত্র স্পর্শ করিলেন, চম্পানিলার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; চাহিয়া বলিলেন,—"কি সখি প্রবীণে এসো ভাই এসো বোসো।" প্রবীণা তবুও দণ্ডায়মানা, নয়নবারিতে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিয়া চম্পানিলা শশব্যস্তে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"ভাই কাঁদচো কেন?" প্রবীণা তখনও নীরব। চম্পানিলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া শয্যায় বসিলেন এবং প্রবীণার হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসাইলেন এবং আপনার ওড়নার কোণ দিয়া নয়নের জল মুছিয়া দিয়া বলিলেন,—"ভাই কাঁদচো কেন?"

প্রবীণা চম্পানিলার গলা ধরিয়া বলিলেন,—"ভাই দাদার [illegible]"

চম্পকলিকাও প্রমীলার ক্রন্দন শুনিয়া বলিলেন—"কেন, কেন দিদি কি হয়েছে?"

"মহারাজ বাবাকে কারারুদ্ধ করেছেন"—বলিয়া প্রমীলা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

"বাবাকে পিতা কারারুদ্ধ করেছেন কেন?" জিজ্ঞাসা করিয়া চম্পকলিকাও কাঁদিতে লাগিলেন।

"কেন তা, আমি জানি না।" এই মাত্র প্রমীলার উত্তর।

উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া অনবরত কাঁদিতে লাগিলেন।

আহা! এ কুমারী দুইটীর অন্তঃকরণ যে কিরূপ সরলতার পরিপূর্ণ, পবিত্র আলোকে পরিশোভিত তাহা আমরা সম্যকরূপে লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি না। আহা! প্রতাপসিংহকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে শ্রবণ অবধি প্রমীলা কাঁদিতেছেন চম্পলিকাও কাঁদিতেছেন।

হে বিধাতঃ! তোমায় আমরা শত শত, সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি, তুমি রমণীর সৃষ্টি করিয়া যে সংসারের কত উপকার করিয়াছ তাহা আমরা এক মুখে বলিতে পারি না।

রমণীর হৃদয় সরলতা, দয়া ও করুণা-পূর্ণ; সংসারের জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির দুঃখেও দুঃখিত। কাহাকেও ক্রন্দন করিতে দেখিলে তাহাদিগেরও নয়ন দিয়া করুণাশ্রু নির্গত হইয়া হৃদয় প্লাবিত হয়। যখন আমরা কোন ভয়ানক পীড়ায় আক্রান্ত হই, এমন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্রি আমাদিগের মন প্রাণ শূন্য হয়, রমণীরাই আশ্বাসবাক্যে আমাদিগের আশা পরিবর্দ্ধিত হয়। যখন আমরা ভরসাবিহীন হই, তাহাদিগেরই বদন বিলোকন করিয়া আমাদিগের ভরসা পুনর্জীবিত হয়। যখন আমরা ভয়ানক দুরবস্থায় পতিত হই যখন পরিজনবর্গ সকলেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করে, কেবল রমণীই.

[illegible] পৃথিবীর [illegible]
[illegible]
[illegible]
চেষ্টা করে। [illegible]
সেই [illegible] পরিত্যাগ [illegible]
দিগকে পরিত্যাগ করে না।

যেরূপ রমণী তাঁহাদের ভর্তার লোকান্তরে পৃথিবীর সমস্ত সুখ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া চিরদুঃখিনী, চিরমলিনা হইয়া কালাতিপাত করে, ভূমণ্ডলে আর সেরূপ কে পারে? কিন্তু হায়! প্রায়ই সেখানকার পুরুষেরা রমণীগণকে কষ্ট দিতে পারিলে আর ছাড়েনা; কেহ বেশ্যাগমনে নিজ ষোড়শীভার্য্যার চিরকষ্ট, কেহবা সুরাপানে সতত উন্মত্ত থাকিয়া নিজ প্রনয়িণীর চির-ক্লেশ সমুৎপন্ন করে। রমণি! যতই কেন আমরা তোমাদিগের সুখের নিমিত্ত চেষ্টা পাই না, যতই কেন যত্ন করি না কিন্তু তোমাদিগের ধার আমরা কিছুতেই শুধিতে পারিব না।

চম্পানলিনা ও প্রবীণা অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ঐরূপ গলা ধরাধরি করিয়া ক্রন্দন করিলেন,—প্রথমে চম্পানলিনা বলিলেন,—"ভাই এখন উপায়।" প্রবীণার মুখ নড়িল, কি উত্তর দিলেন কিছুই বুঝা গেল না।

ইত্যবসরে ঐ কক্ষের পার্শ্বস্থ একটি দ্বার উদ্ঘাটনের শব্দ হইল। উভয়েই পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, বিক্রমকেতু দ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহারা কাছে গিয়া বিক্রমকেতুকে প্রণাম করিলেন, উভয়ের নয়ন দিয়া তখনও বাষ্পবারি প্রবাহিত।

বিক্রমকেতু উভয়কে আশির্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "[illegible] তোমাদিগের মঙ্গল করুন।" পরে তাঁহাদিগের চক্ষে জল দেখিয়া বলিলেন, "চম্পানলিনা আজি কাঁদছো কেন মা? প্রবীণা তুমিও যে রোদন করিতেছ?"

বিক্রমকেতু এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার কথার উত্তর স্বরূপ উভয়ের নয়ন দিয়া বারিধারা আরো বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

বিক্রমকেতু উভয়ের ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, উহারা কেন রোদন করিতেছে। এখন কি বলিয়া দুহিতা [illegible]মীলাকে শান্ত করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। [illegible]ক কণ্ডুয়ন করিয়া অবনত গ্রীবায় ভাবিতে লাগিলেন।

প্রতাপ! ভাগ্যে চম্পানিলা ও প্রমীলা তোমার দুঃখে দুঃখিতা, ভাগ্যে উহাদিগের হৃদয় নয়ননীরে প্লাবিত, তাই বোধকরি তোমার মুক্তির উপায় হইল। বোধ হয় তুমি পুনরায় স্বাধীনতারূপ সচ্ছ সলিলে সন্তরণ করিতে সক্ষম হইবে। চম্পানিলে! প্রমীলে! তোমাদিগকে ধন্যবাদ করি। বিক্রমকেতুর পাষাণ হৃদয় যে তোমরা নয়ন সলিলে আর্দ্র করিতে সক্ষম হইবে এরূপ আমরা মনে করি নাই, বিক্রমকেতুর নয়ন হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া তাঁহার পাষাণ হৃদয় প্লাবিত করিবে, আমরা একবারও এরূপ মনে করিনাই। ফলে বিক্রমকেতুও তাঁহাদিগের সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

চম্পানিলা পিতাকে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহা[illegible] স্কন্ধদেশ বাহুলতায় পরিবেষ্টন করিয়া বলিলেন,—"বাবা বাবা! আপনি [illegible]চেন কেন?"

"বাছা! তোমাদের আশাপূর্ণ করিতে পারিব না বলিয়া ক্রন্দন করিতেছি, প্রতাপকে বিনাদোষে কারারুদ্ধ করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহা ব্যতীত অন্য উপায় দেখিলাম না,, অন্য উপায়ও তো কিছু নাই।" বিক্রমকেতু এই বলিয়া শান্ত হইলেন, পর্যাঙ্কে উপবেশন করিলেন এবং চামরধারিণীদ্বয়কে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিতে বলিলেন।

চম্পানিলা নিজ পিতা বিক্রমকেতুর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; প্রমীলাকে নিজপার্শ্বে বসাইলেন। চম্পানিলা পিতার স্কন্ধদেশ মুখান ভুজবায়

আবদার করিয়া বলিলেন, "বাবা! বাবা!! আপনি কি ভুলিয়াছিলেন, তবে কেন বিনাপরাধে বাবাকে কারারুদ্ধ করিলেন, [illegible] করা ব্যতীত অন্য উপায়ই বা নাই কিসে—কিসেরই উপায়?

বিক্রমকেতু চম্পানিলা কর্তৃক এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলেও [illegible] উত্তর না দিয়া বলিলেন,—"আমাদিগের ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত।"

পিতার অকস্মাৎ বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া চম্পানিলা বলিলেন,—"কঁ্যা! আপনার কি বিপদ?" একথার উত্তর স্বরূপ বিক্রমকেতু একটী দীর্ঘনিশ্বাস নিক্ষেপ করিলেন।

প্রমীলা বলিলেন,—"মহারাজ! দেশে কি কোন বিদ্রোহ উপস্থিত?"

বিক্রমকেতু প্রমীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এবার বোধ হয় এতদিনের পর স্বপ্নবার বিফল হইল, আমাদিগের সকলকেই [illegible] প্রাণে পতিত হইতে হইল।"

চম্পানিলা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন "বাবা! বাবা! [illegible] হেন কেন।"

প্রমীলা বলিলেন "মহারাজ এমন কথাও কি বলিতে আছে।"

বিক্রমকেতু চম্পানিলাকে বলিলেন,—"বৎসে! দুরাত্মা আওরেঙ্গজীব আমাদিগকে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

"দুরাত্মা মুসলমানদিগের এমনি বুদ্ধিই হইয়াছে বটে, তথাপি আমরা আপনাকে নিষেধ করিয়াছিলাম যে, দুরাত্মা আওরেঙ্গজীবের সহিত সন্ধি করিবেন না, তাহার বশীভূত হইবেন না—তাত আপনি শুনিলেন না।"

চম্পানিলা এইকথা বলিয়া পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। প্রমীলা বলিলেন,—

"মহারাজ! আজ মুসলমানদিগের আক্রমণে বুঝিলেন [illegible] আপনি [illegible]—[illegible] হইবে [illegible]

পিতাও জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন, দুরাত্মা যবনগণ কি কুলনন্দিনীর হার ধার্য করিবে, এর কি কিছুই উপায় নাই?"

প্রমীলা বলিলেন,—

"প্রিয়সখি! এর একটি মাত্র উপায় আছে।"

চম্পানিলা বলিলেন,—"সে উপায় টি কি?"

প্রমীলা বলিলেন,—"দাদা, আর উদয়পুরের অধীশ্বর রাজসিংহ।"

উদয়পুরের অধীশ্বরের নাম শুনিবামাত্র চম্পানিলার গাত্র লোমাঞ্চিত হইল, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং একটি বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রমীলাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে আসিলেন। চম্পানিলা অবনত বদনে বলিলেন,—"সখি! পিতা যেরূপ ক্রোধপরায়ণ, তিনি কি সম্মত হইবেন?"

প্রমীলা বলিলেন,—

"না হলেই বা চলিবে কেন?"

সম্মুখস্থ বটবৃক্ষের তলায় চম্পানিলার দৃষ্টি পড়িল, এবং জনৈক বস্ত্রাবৃত ব্যক্তিকে ঐ স্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনি প্রমীলাকে বলিলেন,—

"সখি! দেখ দেখ ও কি?"

প্রমীলা বলিলেন,—"ভাই! কই কি?"

ওই ব্যক্তি তাঁহাদিগের কথা শুনিতে পাইয়াই বুঝি বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন।

চম্পানিলা বলিলেন,—" ঐ যে বৃক্ষতলায়?" বৃক্ষতলায় পুনর্ব্বার দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—"ভাই তো কিছুই তো নাই।"

প্রমীলা বলিলেন—"ভাই তো কি বলিতেছিলে?"

চম্পানিলা বলিলেন—"ভাই কে যেন ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, তোমাকে যেমন দেখাব অমনি কোথায় চলিয়া গেল।"

প্রবীণা হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"তবে হয় তো সে চোর, চুরি করিবার অভিপ্রায়ে ঐখানে অপেক্ষা করিতেছিল ?"

চম্পানিলা কিছু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"কি চুরি করিবার জন্য চোর অপেক্ষা করিতেছিল ?"

প্রবীণা বলিলেন,—

"কেন ভাই এখানে তো রত্নের অপ্রতুল নাই, আমাদিগের মহারাজের যে অমূল্য রত্ন আছে তাহারি মনরত্ন চুরি করিবার মানসেই বুঝি চোর ঐ খানে অবস্থিতি করিতেছিল।" এই বলিয়া প্রবীণা চম্পানিলার গলদেশ ধরিয়া একটু হাস্য করিলেন।

চম্পানিলাও একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"ভাই এখন পরিহাস রাখ, প্রবীণে! চলনা ভাই আমরা দাদার সঙ্গে দেখা করে আসি ?"

প্রবীণা আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—

"ভাই আমায় জিজ্ঞাসা কচ্চো কেন ? এখনি চল কারাপতি অবশ্যই দাদার সহিত আমাদিগকে দেখা করিতে দিবেন, না দিলে মুদ্রা আছে।"

চম্পানিলা বলিলেন,—

"সখি, মুদ্রার কি হবে ?"

প্রবীণা বলিলেন,—

"সখি কি না হয়, সকলই হবে।"

চম্পানিলা বলিলেন,—

"মুদ্রার কি এমনি শক্তি আছে।"

প্রবীণা বলিলেন,—

"সখি! মুদ্রার এমনি মোহিনী শক্তি যে, সে আবাল বৃদ্ধ সকলকেই কটাক্ষ মাত্রে মোহিত করিতে পারে।"

চম্পানিলা বলিলেন,—"বল কি।"

প্রমীলা বলিলেন,—

"তা না তো কি, মুদ্রায় কি না হয়, সখি! আমাদিগের কায়াপক্ষিরও এক শত স্বর্ণ মুদ্রায় যুধিষ্ঠিরত্ব ঘুচাইয়া দিতে পারি।"

চম্পানিলা বলিলেন,—

"ভাই! তবেত বেশ হয়েছে, এসো আমরা কিঞ্চিৎ মুদ্রা লয়ে যাই।"

প্রমীলা একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"ভাই! সে জন্য আর তোমায় কষ্ট পেতে হবে না, আমি তাহা সঙ্গে আনিয়াছি।"

এই বলিয়া পেসোয়াজের ভিতর হইতে এক খানি রুমাল বাঁধা কতক গুলি স্বর্ণ মুদ্রা হস্তে বাজাইয়া চম্পানিলাকে দেখাইলেন।

চম্পানিলা বলিলেন,—

"সখি! তুমি বড় বুদ্ধিমতী, বিপদে আপদে সকল সময়েই তোমার বুদ্ধি স্থির থাকে, একটি না একটি কৌশল উদ্ভাবন করিতে পার। যাহাহউক আর দেরি করিবার প্রয়োজন নাই, চল শীঘ্র দাদার নিকট গমন করি।"

প্রমীলা বলিলেন,—

"ভাই আর একটি মজা আছে"

চম্পানিলা বলিলেন,—"কি, ?"

প্রমীলা চম্পানিলার কর্ণে কি বলিলেন। চম্পানিলা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সহর্ষে বলিলেন,—"বেশ, বেশ এখনি" পরে একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"আমিত বলেছি যে তুমি কত কৌশলই জান, চল চল আর দেরি করিবার প্রয়োজন নাই।"

প্রমীলা বলিলেন,—

"সখি চল।"

এই বলিয়া উভয়ে শয়ন গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম-পরিচ্ছেদ।

চম্পানিলা ও প্রমীলা যে সময় প্রস্থান করিলেন, সেই সময় পুরাতন দিল্লীর আমনকাননের একটি উত্তম সজ্জিত গৃহে হোসেনআলি, ও হামিরাণ একখানি মখমলের আসন আবৃত কৌচের উপর বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

হোসেনআলি নিজ প্রমোদ উদ্যানের নাম আমনকানন রাখিয়াছেন। উদ্যানটি অতিশয় মনোহর। নানাবিধ ফলের বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ উদ্যানের স্থানে স্থানে সংযোজিত। এক শ্রেণীর বৃক্ষের শাখা সমূহ অপর শ্রেণীর বৃক্ষের শাখার সহিত সম্মিলিত হইয়া তলদেশ অন্ধকারে আবৃত করিয়াছে। এমন কি দিনের বেলায়ও দিনকরের প্রখর কর সম্যক্‌রূপে সেই স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। এক দিকে ফুলের বাগান। গোলাপ গাছে নানাবর্ণের গোলাপ ফুটিয়া যেন হাস্ত করিতেছে। মধ্যে একটি ফোয়ারা দিয়া অনবরত সুস্নিগ্ধ, সুসৌরভ বারিকণা মুক্তার ন্যায় ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছে। অপর দিক আবার জাতি, যুঁতি, মল্লিকা মালতী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। সম্মুখে শ্বেত প্রস্তরের একটি অট্টালিকা। এই অট্টালিকাটি অতিশয় সজ্জিত। হোসেনআলি ও হামিরাণ এই প্রমোদ প্রাসাদেরই একটি কক্ষে কথোপকথন করিতেছেন।

হোসেনআলি হামিরাণের গণ্ডদেশ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"প্রণয়িনি! প্রণয়ের প্রথা কি?"

হামিরাণ বলিলেন,—"প্রাণেশ! প্রণয়ের প্রথা প্রেমপরিশোধ।"

হোসেনআলি বলিলেন,—"হামিরাণ! যে পরিশোধ করে না?"

"হামিরাণ বলিলেন,—সে প্রণয়ের পথে কখনই পদার্পণ করে নাই?"

হোসেনআলি বলিলেন,—"হৃদয়েশ্বরি! অঙ্গনাগণের অত্যুৎকৃষ্ট অলঙ্কার কি?"

হামিরাণ এ প্রশ্নটির উত্তর দিবার পূর্ব্বে হোসেনআলির বদনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। হোসেনআলির এ প্রশ্নের অর্থ কি? অবগত হইবেন বলিয়াই দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু হোসেনআলির মনের অভিপ্রায় কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না।

হোসেনআলি বলিলেন,—"প্রিয়ে! কি ভাবচো আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে তুমি কি অপারক?"

হামিরাণ,—"কেন আমি অপারক হিসে; রমণীগণের রূপই তাহাদিগের প্রকৃত আভরণ।"

হোসেনআলি বলিলেন,—"আর কি?"

হামিরাণ বলিলেন,—"আর—আর—তাহাদিগের স্বভাব, আর—প্রকৃতি।"

হোসেনআলি সম্মুখস্থ টেবিলের উপর হইতে একটি গ্লাস লইয়া সুরা ঢালিয়া পান করিলেন। পরে বলিলেন,—"স্বভাব কিরূপ শুনি না?"

হামিরাণ শিহরিয়া উঠিলেন, পুনরায় হোসেনআলির মুখপানে চাহিলেন এবং তাঁহার নয়ন দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে দৃষ্টি করিলেন, পুনর্ব্বার তাঁহার বদন প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু এবারে হোসেনআলির বদন হাস্যপূর্ণ।

পরে ভাবিয়া বলিলেন,—"হোসেন! তুকতাক কি [illegible] হইতে পারে?"

হোসেনআলি বলিলেন,—"তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।" পরে তিনি টেবিল হইতে এক গেলাস মিছ্রির সরবৎ লইয়া হামিরাণকে বলিলেন,—"এই নাও তুমি এইটুকু পান কর।"

হামিরাণ সেই সরবৎ টুকু পান করিলেন, হোসেনআলিও পুনর্ব্বার এক গেলাস সুরা পান করিলেন।

"হামিরাণ বলিলেন,—"হোসেন! তুমি আজ আমায় আনন্দকাননে আনিয়াছ আজ আমার সহিত একত্রে রহিয়াছ, এতে যে আমার কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইতেছে তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার বিবাহ অবধি কোন দিন পাঁচ ঘণ্টা তোমার সহিত একত্রে থাকি নাই, কিন্তু আজ সমস্ত দিন ও রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত একত্রে রহিয়াছি, এ আনন্দ রাখা যায় না?"

হামিরাণের আনন্দানুভব সকলই অলিক, তাঁহার হৃদয়ে মজনেরই মোহন মূর্ত্তি অহোরাত্রি জাগিতেছে, কিন্তু হোসেনকে ভুলাইবার তরে মিথ্যা কথা বলিতে লজ্জা হইল না। তাঁহার হৃদয় সরলতা অভাবে কাল-কূট পরিপূর্ণ। হোসেনআলি পুনর্ব্বার সুরাপান করিলেন। হায়! হোসেন-আলি যত বার মদিরা পান করিতেছেন, তত তাঁহার পান লালসা বৃদ্ধি হইতেছে।

সুরাদেবি! না—না—রাক্ষসি! তোমার যে কিরূপ মোহিনী শক্তি আছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। তোমার মোহিনী মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া লোকে যে কতরূপ কষ্ট পায় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। লোকে জানিয়া শুনিয়া যে তোমার ভীষণ পদে পুষ্পাঞ্জলির স্বরূপ তাহাদিগের মান, মর্য্যাদা, এবং স্বাস্থ্য সমর্পণ করিয়া চিরক্লেশ সহ্য করে, তাহার

কারণ তোমার মোহিনী আকর্ষণী শক্তি ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?

সুরা সাগর সদৃশ ভীষণাকার ধারণ করিয়া, সমস্ত রাজ্যে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার প্রবল প্রবাহে জীবের ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, আনন্দ ও স্বাস্থ্য ভাসিয়া সুরার অগাধ উদরে বিলীন হইতেছে।

সুরা রাক্ষসি! তোমার প্রভাবে সর্ব্বদাই পাপাগার পরিপূর্ণ। কবিরাজগণের চিরানন্দ এবং নানা রোগের জীবন আহ্লাদ।

সর্ব্বনাশি! সুরা রাক্ষসি! তোমার কৃপাতেই ভিখারির অপ্রতুল নাই, দারিদ্রতার অভাব নাই।

তোমার যেখানে আবির্ভাব সেই স্থলই পাপের বাসস্থান, বিবিধ হত্যার দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ এবং যন্ত্রণার ভীষণ রাজ্য।

সুরা! তুমিই রোগ, শোক, দুঃখ ও বিবিধ ব্যাধির জননী, যেখানে অতি দুঃখ, অতি দরিদ্রতা সেই স্থানেই তোমার ভয়ানক প্রভাব।

হোসেনআলি পুনরায় এক গেলাস সুরাপান করিলেন। পরে হামিরাণের মুখচুম্বনং করিয়া তাহাকে হৃদয়ে স্থাপন করিলেন। এ কি! হামিরাণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন কেন? হোসেনের বক্ষ রুধিরে প্লাবিত কেন?

হোসেন হামিরাণকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন, দক্ষিণ হস্তে আরক্ত ছুরিকা, কৌচ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হামিরাণের মুখ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"পাপিয়সি! পীরআলির বংশে কলঙ্ক?"

এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে?

হামিরাণ অচৈতন্য, স্থিরনেত্র, আড়ষ্ট, হৃদয় দিয়া রুধির ধারা গল্ গল্ করিয়া প্রবাহিত।

শোণিত স্রোত দেখিয়া হোসেনের জ্ঞান হইল, তাড়াতাড়ি নিজ ওড়না দিয়া হামিরাণের হৃদয় জড়াইয়া দিলেন এবং ভীত হইয়া আপনা আপনি

বলিতে লাগিলেন "হাঁ! কি করিলাম, একেবারে বিনাশ করিলাম; হামিরাণের হৃদয়ে হস্ত দিয়া দেখিলেন, হৃদয় স্পন্দন রহিত, বদন প্রতি দৃষ্টি করিয়া বোধ হইল যেন হামিরাণ অনিমেষ নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর যেন উপেক্ষা করিয়া বলিতেছেন,—"ছি—ছি—অসহায় রমণীকে বিনাশ করিতে কি তোমার লজ্জা হইল না, তোমার স্বভাব দোষেই আমার এই দশা, তাকি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ; ছি, ছি, হোসেন—ছি—ছি"। হোসেনআলি চমকিয়া উঠিলেন, ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় হামিরাণের বদন প্রতি সভয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, হামিরাণ সেইরূপেই চাহিয়া রহিয়াছে। হোসেন নিজ মনের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কিং কর্ত্তব্য, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। রজনী ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই গৃহ ব্যতীত আনন্দ-কানন ঘোর অন্ধকারে আবৃত। গৃহের আলোকসমূহ ক্রমে প্রভাহীন হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল যেন রজনী নিবিড় অন্ধকাররূপ করাল কাল মুখ ব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। শিহরিয়া উঠিলেন, ললাট হইতে টস্ টস্ করিয়া ঘর্ম্ম বিন্দু বক্ষদেশে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহার পরিচ্ছদ ঘর্ম্মে ভিজিয়া গেল।

রজনি! তোমার ভীষণাকার দেখিয়া কে না ভীত হয়, যে নিষ্ঠুর দুরাচার শোণিতলোভী দিবসে সাগ্রহে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই নিজ অভিলাষ সুসিদ্ধ করিয়া তোমার ভীষণাকার অবলোকন করিয়া পুনরায় ভয়ে জড় সড় হয়।

রজনীদেবি! তুমি পাপের চিরবান্ধবী, তোমার সাহায্যেই দুষ্ট লোকে তাহাদিগের দুষ্টাভিলাষ পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়। তুমিই পাপের একমাত্র সহকারিণী। দিবসে হোসেনআলি কখনই এরূপ হত্যা করিতে সাহসী হইত না। এখন ওকথা যাক; হোসেনআলি একটি আলোক হস্তে লইয়া

অপর একটি গৃহে প্রবেশ করিবেন এই মানসে অগ্রসর হইলেন। আলোকজ্যোতি একটি বাতায়নে পতিত হওয়ায় বোধ হইল যেন একটী কামিনী উঁকি মারিয়া কক্ষ মধ্যে কি দৃষ্টি করিতেছে। হোসেনআলি শিহরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর একটু কাঁপিলেই আলোকটি ভূমিতে পতিত হইয়া নির্ব্বাণ হইত। মুখ ব্যাদান এবং কুঞ্চিত হস্ত উত্তোলন করিয়া অনিমেষনয়নে পুনরায় বাতায়ন প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু এবারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অনেকক্ষণ ঐরূপ চাহিয়া থাকিয়া অপনাআপনি বলিতে লাগিলেন,—"না—না—সে এত রাত্রিতে কি করিয়া আসিবে, ইহা অসম্ভব।" পরে আস্তে আস্তে সেই বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া উৎকণ্ঠার সহিত বাহিরে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হস্ত দিয়া ললাটদেশের ঘর্ম্ম বিন্দু মুছিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। এবং সেই আলোকটি লইয়া অপর একটী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অনেক ক্ষণের পর এক খানি কুদালি লইয়া পুনরায় সেই কক্ষে আগমন করিলেন। তিনি আবার বাতায়নের দিকে চাহিলেন, বোধ হইল, কে যেন তড়িতের ন্যায় সরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সে স্থান হইতে আর একটি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন; নিজ চাপকানের বগলি হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া তদ্দ্বারা দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। পুনরায় দ্বারটি বন্ধ করিয়া, চারটি সোপান অবতরণ পূর্ব্বক এক হস্তে কুদালি অপর হস্তে আলোক লইয়া দ্রুতপদে ফলের বাগানে প্রবেশ করিলেন এবং আলোকটী ভূমিতে রাখিয়া কুদালির দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। এক ঘণ্টা কাল ঐরূপ অবিশ্রান্ত মৃত্তিকা খননের পর তাড়াতাড়ি সেই দ্বার পুনরায় উদ্ঘাটন করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তথায় এক

মার্শ মলিয়া শান করিবার পর হামিরাণকে ওড়না ও পেসোয়াজ দ্বারা জড়াইয়া স্কন্ধে লইলেন। সেই দ্বারদিয়া পুনরায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া ফলের বাগানে উপস্থিত হইলেন এবং হামিরাণকে সেই গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র মৃত্তিকা চাপা দিতে লাগিলেন। পার্শ্বের বৃক্ষের নিকট খস্ খস্ করিয়া কাহার পদ শব্দ হইল, হোসেনআলি শিহরিয়া উঠিলেন, মুখ ফিরাইলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। হোসেনআলি তাড়াতাড়ি সমস্ত মৃত্তিকা গর্ত্ত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কুদালি ও আলোক লইয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

হোসেনআলি প্রস্থান করিলে পর, বৃক্ষের তলায় খস্ খস্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল; কে যেন হস্ত দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতেছে ঐরূপ শব্দ অনুভূত হইতে লাগিল, কিন্তু কে যে ঐরূপে অন্ধকারে মৃত্তিকা খনন করিতেছে, কেনই বা খনন করিতেছে তাহা আমরা কি করিয়া এক্ষণে বলিতে পারি; অন্ধকারে—ভয়ানক অন্ধকারে—সকলই আবৃত, যাহাহউক কিছুকাল ঐখানে ঐরূপ শব্দ হইতে লাগিল।

এ দিকে ক্রমে ক্রমে অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল, আকাশে শশধর আসিয়া কুমুদিনীর সাক্ষাৎ লাভ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ বাগান হইতে একটী কামিনী দ্রুতপদে আনন্দকানন অতিক্রম করিয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক জন ব্যক্তিকে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া তিনি ঐ ব্যক্তির দিকে দৌড়িয়া গেলেন।

কামিনী শশব্যস্তে ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—"মহাশয় খুন! মহাশয় খুন হইয়াছে।" ঐ ব্যক্তি আশ্চর্য্য হইয়া কামিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কামিনীকে বিশেষরূপে দেখিবেন বলিয়া তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন, কিন্তু

কামিনী একটী বৃক্ষের আড়ালে দণ্ডায়মান, সেই জন্য তাহাকে ভালরূপ দেখিতে পাইলেন না।

ঐ ব্যক্তি কামিনীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"ভয় কি, কে খুন হইয়াছে বলুন।"

কামিনী ঐ ব্যক্তির আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন,—

"মহাশয়, ঐ বাগানে একটী কামিনী হত্যা হইয়াছে।"

ঐ ব্যক্তি বলিলেন,—"বটে বটে কে রমণীকে হত্যা করিয়াছে?"

কামিনী ঐ আগন্তুকের কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর বরিলেন,—

"মহাশয়! হোসেনআলি তাহার সহধর্ম্মিণীকে হত্যা করিয়াছে। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত আগমন করেন বোধ করি কামিনীকে বাঁচাইলেও বাঁচাইতে পারি!"

ঐ ব্যক্তি বলিলেন,—"হোসেন কে? আর তুমি কিরূপে কামিনীকে বাঁচাইবে?"

কামিনী বলিলেন,—মহাশয়! হোসেন একজন নিষ্ঠুর যবন, আর কি করিয়া বাঁচাইব সে অনেক কথা এখন বলিবার সময় নহে, পরে জানিতে পারিবেন, এখন আসুন।" এই কথা বলিয়া ঐ কামিনী দ্রুত-পদে আনন্দকাননের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ ব্যক্তি কামিনীর এরূপ প্রকার কথা শুনিয়া চমৎকৃত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কামিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন।

কামিনী ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন,—"মহাশয়! শীঘ্র এই দিকে আসুন।" এই বলিয়া যেখানে হোসেনআলি তাঁহার সহধর্ম্মিণী হামিরণকে গোর দিয়াছিলেন সেই দিকে দৌড়িয়া গেলেন। ঐ ব্যক্তিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন।

এদিকে ক্রমে নিশাদেবীর মান ভাঙ্গিল, শশধরের সুধামাখা বদনে তমোময় মুখাবগুণ্ঠন খুলিয়া হাস্য করিলেন, হাসিতে কৌমুদীর প্রকাশ হইল। নিশার সহচরী কুমুদেরাও প্রিয়সখীর সুখে সুখি হইয়া হাসিতে লাগিল আর নিশার সহ নিশাপতির পুনর্মিলন দেখিয়া সকলেই প্রফুল্লিত হইল। প্রকৃতি পুত্রবধূকে পুত্রের অঙ্কে উপবিষ্ট দেখিয়া যারপর নাই পরিতুষ্ট হইয়া প্রশান্তভাব ধারণ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে ঐ রমণী ও আগন্তুক ব্যক্তি উভয়ে হামিরাণকে ধরাধরি করিয়া আনন্দকানন হইতে বহির্গত হইলেন। ক্রমে তাঁহারা যোগমায়া দেবীর মন্দির অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূরে একটি একতলা বাটীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

ঐ বাটীর সম্মুখে কামিনী ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন,—

"মহাশয়! আসুন এই আমাদিগের বাটী।"

ঐ ব্যক্তি বাটীটি নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন বিশেষ ঐ কামিনীর ব্যবহারে বিমোহিত হইয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ অভিলাষে বলিলেন,—"তবে ভালই হইয়াছে, চল আমরা ইহাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করি।"

কামিনী বলিলেন,—"তবে আসুন।" উভয়ে হামিরাণকে ধরাধরি করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহদ্বারে পদশব্দ শ্রবণ করিয়া গৃহের ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল,—"কেও সুমতী, সুমতী?"

কামিনী বলিলেন,—"হাঁ বাবা আমি," এই কথা বলিবার পর উভয়ে হামিরাণকে লইয়া একটী ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। একখানি পর্য্যঙ্কের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ পর্য্যঙ্কে হামিরাণকে শয়ান করাইলেন। গৃহে একটী প্রদীপ জ্বলিতে ছিল, সেই প্রদীপের আলোকে সুমতী সমভিব্যাহারীকে নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং আপনাপনি বলিয়া উঠিলেন,—"অ্যাঁ! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি!" এই বলিয়া ঐ যুবকের দিকে পুনর্ব্বার চাহিতাই

অমনি আবার নতাননা হইলেন। যুবক সুমতীর মনোগত ভাব অবগত হইয়া অগ্রসর হইয়া সুমতীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"সুন্দরি! আমি কখনই মনে করি নাই যে—যে—যে।"

সুমতী ঐ যুবকের হস্ত হইতে নিজ হস্ত অপসৃত করিলেন; বিরক্ত হইয়া কি? না, যদি বিরক্ত হইতেন, তাহা হইলে বদনে বিরক্তির চিহ্নসমূহ প্রকাশ পাইত। আনন্দিত হইয়া কি? না, তাহা হইলেই বা অমন করিয়া হস্ত সরাইয়া লইবেন কেন? তবে কি? সুমতী না আনন্দিত না বিরক্ত অথচ প্রফুল্ল। এ অবস্থাটী লেখনি দ্বারা ব্যক্ত করা বড় কঠীন, যুবতীরাই এ অবস্থাটী অনুভব করিতে পারেন। অপরিচিত অথচ হৃদয় যার জন্য সর্ব্বদাই কাতর, মনে যাহার মোহনমূর্ত্তি সর্ব্বদাই জাগরিত, সেই ব্যক্তির সহিত হঠাৎ এক ঘরে নির্জ্জনে, নিশাকালে, সাক্ষাৎ হইলে যেরূপ পবিত্র প্রণয়পূর্ণ প্রেমিকার মানসে এক অব্যক্ত ভাবের উদয় হয় সুমতীর মানসে এক্ষণে সেই ভাবের উদয় হইয়াছে।

পাঠকমহাশয়! আপনি বোধ করি এক্ষণে জানিতে পারিয়াছেন, যে সুমতীর প্রণয়পাত্র কে? সুমতী কাহার জন্য যোগমায়াদেবীর মন্দির-তোরণে সে দিবস অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমতী বলিলেন,—"আমি শীঘ্র পরমহংস ঠাকুরকে লইয়া আসি, আপনি এই খানে অপেক্ষা করুন;" এই বলিয়া সুমতী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

যুবক মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন সুমতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবেন কি না, কিঞ্চিৎ ভাবিয়া স্থির করিলেন যে তাঁহার তথায় অবস্থিতি করাই উচিত। এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া যুবক পর্য্যঙ্কের নিকট উপনীত হইয়া হামিরাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে হামিরাণের হৃদয় স্পর্শ করিয়া দেখিলেন যে, তাহার হৃদয় ধুক ধুক করিতেছে। যুবক অত্যন্ত পুলকিত হইলেন সম্মুখের একটী কলসী হইতে কিঞ্চিৎ বারি আনিয়া হামিরাণের

বদনে দিলেন, পরে নিজ হস্ত দিয়া হামিরাণের হস্তপদ ও ললাটদেশ মার্জ্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার কিছুতেই চেতন হইল না।

কিছু সময় পরে সুমতী ও জটাজটধারী একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুমতী ঐ পরমহংসকে বলিলেন,—"পিতঃ! এই দেখুন?" বলিয়া হামিরাণকে দেখাইয়া দিলেন।

পরমহংস ও সুমতী হামিরাণ যে পর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন সেই পর্য্যঙ্কের নিকট অগ্রসর হইলেন। সুমতী পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া হামিরাণের হৃদয় হইতে একখানি ওড়না ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খুলিলেন। পরে পোসাকটি ছিঁড়িয়া দিলেন। তখনও হৃদয় দিয়া একটু একটু রুধির পড়িতেছে। সুমতী রুধির দেখিয়া পরমহংসের মুখপানে চাহিলেন। পরমহংস সুমতীর মুখখানি দেখিয়া তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"বৎসে ভয় কি? এ কুমারীটী পুনর্জ্জীবিত হইবে?"

সুমতী পুলকিত হইয়া বলিলেন,—

"পিতঃ, আপনার বচন মিথ্যা হইবার নয়?"

পরমহংস সুমতীকে বলিলেন,—

"বৎসে! শীঘ্র একটি প্রস্তরের পাত্র আনয়ন কর।"

সুমতী "যে আজ্ঞা" বলিয়া একটি শ্বেত প্রস্তরের পাত্র কুলঙ্গির উপর হইতে আনয়ন করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন।

পরমহংস একটু ভস্ম বাহির করিয়া সুমতীকে বলিলেন,—"বৎসে একটু জলে এই টুকু গুলিয়া যে স্থান দিয়া রুধির নির্গত হইতেছে সেইস্থানে দাও।"

ঐ যুবক একটু জল আনিয়া সুমতীর হস্তে দিলেন। সুমতী সেই জল দিয়া মহাপুরুষদত্ত ভস্ম গুলিয়া হামিরাণের হৃদয়ে মাখাইয়া দিলেন. কিছু ক্ষণের মধ্যে রুধিরস্রোত বন্ধ হইল।

পরমহংস পুনরায় আর একটু ভষ্ম সুমতীর হস্তে দিয়া বলিলেন,—

"বৎসে, আর ভয় নাই, কুমারী আরোগ্য লাভ করিয়াছে; তুমি এই চূর্ণ একটু জলে গুলিয়া কুমারীর বদনে ঢালিয়া দাও এখনি চৈতন্ত হইবে।"

সুমতী সেই চূর্ণ জলে গুলিয়া হামিরাণের মুখে ঢালিয়া দিলেন, ক্ষণেকপরেই হামিরাণ বলিয়া উঠিলেন,—"কর কি, কর কি, রক্ষন! রক্ষন! দেখ দেখ হোসেন আমার দশা কি করিল।" এই বলিয়া হামিরাণ চক্ষু মেলিলেন, পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

মহাপুরুষ দেখিয়া সুমতীকে বলিলেন,—

"বৎসে, ইহাকে কিছুকাল এইরূপে থাকিতে দাও, আর কোন ভয় নাই।" পুনরায় সুমতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বৎসে! আজ তোমার পিতা কেমন আছেন?"

সুমতী বলিলেন,—

"পিতঃ! আপনার অনুগ্রহে বাবা আজ ভাল আছেন, একবার তাঁহাকে দেখিবেন না?"

পরমহংস বলিলেন,—

"চল বৎসে তোমার পিতাকে দেখিয়া আসি।"

সুমতী বলিলেন,—

"আসুন" এই বলিয়া সুমতী গৃহ হইতে বাহির হইলেন, তাঁহার পশ্চাতে ঐ মহাপুরুষ। তৎপশ্চাতে ঐ যুবক বাহিরে আসিলেন। মহাপুরুষ ঐ যুবককে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া বলিলেন,—"দেখ তুমি এই খানে অপেক্ষা কর, কুমারী জল চাহিলে উহাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দিও, আর এক খানি পাতলা কাপড় দিয়া কুমারীর হৃদয় জড়াইয়া দাও; আমরা এখনি আসিতেছি।"

যুবক পরমহংসের কথা ঠেলিতে পারিলেন না, ... ক্ষ নিদ্রিতা, পার্শ্বে
হইলেন।

পরমহংস ও যুবতী অপর গৃহে চলিয়া গেলেন। ... করিয়া প্রগাঢ়

যুবক হামিরাণের পর্য্যঙ্কের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হামিরাণ চক্ষু মেলিলেন, এবং যুবককে দেখিয়া বলিলেন,—"একটু জল।"

যুবক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একটু জল আনিয়া তাহার মুখে দিলেন।

হামিরাণ কিঞ্চিৎ পান করিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

যুবক সেই কক্ষে এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

যুবক প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন—এ চিন্তা কিসের, তাহা যুবকই জানেন।

কিছুক্ষণ বেড়াইয়া মনে মনে কি বলিতে লাগিলেন। কি বলিলেন। মনের কথা বলা বড় সহজ ব্যাপার নহে, তবে লোকের মুখভঙ্গি, ঘাড় নাড়া প্রভৃতিতে মনের কতকটা ভাব প্রকাশ পায়, যুবকের মুখখানি দেখিলেই বুঝা যায়, যেন তিনি মনে একটি কি প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিসের প্রতিজ্ঞা, কেন করিলেন, তাহা যুবক ভিন্ন আর কে বলিতে পারে।

যুবক পুনরায় হামিরাণের পর্য্যঙ্কের নিকট উপনীত হইয়া দেখিলেন হামিরাণ নয়ন মেলিয়াছে।

হামিরাণ যুবককে দেখিয়া বলিলেন,—"আর একটু জল।"

যুবক একটু জল আনিয়া তাহার বদনে ঢালিয়া দিবার জন্য পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার মুখে জল ঢালিয়া দিলেন।

হামিরাণ জল পান করিয়া পুনরায় যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে "রতন! রতন!" বলিয়া বাহুলতা দ্বারা যুবকের কণ্ঠদেশ আকর্ষণ করিলেন।

পরমহংস পুনরায় আশ্চর্য্য।

"বৎসে, আর [illegible]স করিয়া কিসের শব্দ হইল।

এই চূর্ণ একটী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, একটী কুমারী দেয়ালে মস্তক রাখিয়া মূর্চ্ছিতা। জ্ঞান করিয়া প্রদীপের আলোকে দেখিলেন, কুমারীটি কে? সুমতী, এমন অবস্থায় কেন, বোধ হয় পিতার কোন অমঙ্গল উপস্থিত—না—তাহা হইলে সুমতী হামিরাণের গৃহে আসিবে কেন। যুবক উঠিবেন মনে করিলেন, কিন্তু হামিরাণ তাহার স্কন্ধদেশ এরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন যে কিছুতেই স্বীয় স্কন্ধদেশ হামিরাণের বাহু হইতে বিমুক্ত করিতে পারিলেন না।

হামিরাণ বলিয়া উঠিলেন—"রঞ্জন! রঞ্জন!! পুনরায় দেখা হইবে মনে ছিল না, আঃ কোথায় যাও, থাক, থাক, আমার নিকট হইতে যেওনা যেওনা—উঃ বড় ভয়, হোসেন—হোসেন—ঐ আস্‌চে!" বলিয়া হামিরাণ পুনরায় অচৈতন্য হইলেন। যুবক তাঁহার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া সুমতীর নিকট আসিয়া দেখিলেন সুমতী মূর্চ্ছিতা। কি করেন, ও দিকে হামিরাণ এ দিকে সুমতী মূর্চ্ছিতা। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া সুমতীকে তুলিবেন, এমন সময় সেই মহাপুরুষ আসিয়া বলিলেন,—"একি সুমতী মূর্চ্ছিতা কেন?"

যুবক বলিলেন,—

"পিতঃ! কেন মূর্চ্ছিতা বলিতে পারি না।"

পরমহংস বলিলেন,—

"এসো সুমতীকে অন্য গৃহে লইয়া যাই।"

যুবক বলিলেন,—

"যে আজ্ঞা।"

এই বলিয়া উভয়ে সুমতীকে ধরাধরি করিয়া তথা হইতে লইয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বেলা অপরাহ্ন, হামিরাণ সেই কক্ষের সেই পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত; পার্শ্বে সুমতী উপবিষ্টা। সুমতী বাম করে বাম গণ্ড সংস্থাপন করিয়া একাগ্র চিন্তায় নিমগ্না, যেন শিব-পদাঙ্ক সরোজিনী বক্ষে ধরান রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে, সুমতী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হামিরাণের নিদ্রিতানন অবলোকন করিলেন,—পুনরায় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া একখানি মাঝারি আদর্শে নিজ মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে মুকুরখানি পুনরায় ভূমিতে রাখিয়া হামিরাণের মুখপানে চাহিলেন, অনেকক্ষণ হামিরাণের বদন একদৃষ্টে বিলোকন করিয়া আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন,—"কেন আমারও ত আনন হামিরাণের তুল্য, আমারও নয়ন হামিরাণের মতন।" এই বলিয়া পুনরায় আদর্শখানি গ্রহণ করিয়া তাহাতে মুখ দেখিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দর্পণখানি হস্তে রাখিয়া একটু হাস্য করিলেন এবং হামিরাণের বদন প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—

"ওষ্ঠাধর হামিরাণের অপেক্ষা আমার—আমার—আমার" কথাটি শেষ করিতে পারিলেন না, একটু লজ্জিতা হইলেন এবং আদর্শখানি ভূমিতে রাখিয়া দিলেন। পুনরায় হামিরাণের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, হামিরাণ চক্ষু মেলিয়াছে। সুমতী হামিরাণকে চাহিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন,—

"ভাই তোমার আর কোন অসুখ নাই?"

হামিরাণ, সুমতীর কথার উত্তর দিতে পারিলেন না,—তাহার মুখ পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন,—

"একি আমি কোথায়! আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম, রঞ্জন! রঞ্জন কোথায়! এই না রঞ্জন ছিল, এই না রঞ্জন আমায় জল দিতেছিল?"

সুমতী বলিলেন,—"ভাই কোন চিন্তা নাই তুমি আমাদের বাটিতে আছ। তুমি কোন স্বপ্ন দেখ নাই, গত রাত্রিতে তোমার রঞ্জন'—

সুমতী এই বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। পুনরায় বলিলেন,—"তোমার রঞ্জন তোমার কাছে ছিলেন সত্য, তিনি এখনি আসিবেন, পিতা বলিয়াছেন যে, তিনি সন্ধ্যার সময় আসিবেন, সন্ধ্যা ত প্রায় হইল।"

হামিরাণ সুমতীর মুখ পানে চাহিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—

"হোসেন"

সুমতী বলিলেন,—

"ভাই সে ভয় তোমার করিতে হইবে না, সে দুরাচার এখানে আসিতে পারিবে না। তুমি কিছু আহার কর, দুই প্রহর বেলা হইল কিছুই আহার কর নাই।"

এই বলিয়া সুমতী এক বাটি দুগ্ধ আনিয়া হামিরাণের মুখের কাছে ধরিল, হামিরাণ দুগ্ধটুকু পান করিলেন।

সুমতী হামিরাণকে বলিলেন,—

"ভাই সন্ধ্যা হইয়াছে, আমি একটি প্রদীপ জ্বালিয়া আনি।"

এই বলিয়া সুমতী সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সুমতী কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে পর তাহার অনতিবিলম্বে একজন যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যুবককে দেখিবামাত্র হামিরাণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন,—"রঞ্জন! রঞ্জন!! এসো—এসো এখানে বসো" যুবক আশ্চর্য্য হইয়া অগ্রসর হইলেন এবং হামিরাণের পর্য্যঙ্কের নিকট দাঁড়াইয়া হামিরাণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"ভদ্রে! তোমার ভুল হইতেছে।"

হামিরাণ যুবকের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অনেকক্ষণ চাহিয়া যুবকের হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"ছি-ছি রঞ্জন! পরিহাস— আমার পরিহাস—একি পরিহাসের সময়?" এই বলিয়া দুই করে যুবকের হস্ত ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যুবক কহিলেন,—

"ওতে! আমার হস্ত পরিত্যাগ কর।"

হামিরাণ যুবকের কথা শ্রবণ করিয়া সজল নয়নে বলিলেন,—

"এ-জীবন থাকিতে কখনই না। রঞ্জন! ছি-ছি, এই তোমার ভালবাসা! তুমি না সে দিবস বলিয়াছিলে যে তুমি আমায় কখনই পরিত্যাগ করিবে না, এত অল্পকালের মধ্যে সকলই ভুলিয়া গিয়াছ? যাহার জন্য লোকলাজ পরিত্যাগ করিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়াছি, যাহার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি, যাহার জন্য স্বামিসহবাস-সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, যাহার জন্য আমার এই দশা—" এই বলিয়া হৃদয়ে ছুরিকাঘাত-চিহ্ন দেখাইয়া দিলেন। "সেই কিনা অনায়াসে, অক্লেশে আমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে! ছি-ছি রঞ্জন, আগে জানিতাম না যে পুরুষের হৃদয় পাষাণ নির্মিত, অন্তর শঠতায় পরিপূর্ণ। আগে যদি জানিতাম তোমার মন এরূপ খলতায় পরিপূর্ণ, তাহাহইলে কি কখন তোমার প্রলোভনে ভুলিয়া তোমার করে জীবন, যৌবন, মন সকলই সমর্পণ করি।" এই বলিয়া হামিরাণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নেত্রবারিতে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দ্বারে প্রদীপ হস্তে যুবতী চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান।

যুবকও হামিরাণের এবম্প্রকার বচনে আশ্চর্য্য! কামিনীর এই তরুণ বয়সে হৃদয় এতাধিক পাপে পরিপূর্ণ জানিয়া অতিশয় দুঃখের সহিত তাঁহাকে বলিলেন,—

"ভদ্রে! আমি রঞ্জন নহি, তোমার ভ্রম হইতেছে।"

যুবকের কথা শ্রবণ করিয়া সুমতীর জ্ঞান হইল—শিহরিয়া উঠিলেন, প্রদীপটি হস্ত হইতে ভূমিতে পতিত হইল। সুমতী শিহরিয়া উঠিলেন কেন? ভয়ে—না আনন্দে—? কিসের আনন্দ? যুবক মন্দ নহে।

হাম্বিরাণ যুবকের প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য; সুমিষ্ট সুমধুর স্বরে বিমোহিত।

সুমতী পুনরায় প্রদীপটি আনিয়া আনিয়া হাস্তপূর্ণ আননে পর্য্যঙ্কের নিকট উপস্থিত।

যুবক সুমতীকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“সুন্দরি! তোমার আজ কোন অসুখ নাই। কাল তোমাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া বড়ই ভাবিত হইয়াছিলাম। তোমার পিতা মহাশয় কেমন আছেন?” সুমতী বলিলেন,—

“আমি আছি ভাল, পিতাও আছেন ভাল, প্রত্যূষে মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, আর কোন ভয় নাই।”

সুমতী প্রদীপটি একটি পিতলের পিলসুজের উপর রাখিলেন।

যুবক সুমতীকে বলিলেন,—

“শুভে! তোমার পিতার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি।”

সুমতী বলিলেন,—

“আসুন।”

এই বলিয়া সুমতী অগ্রে, যুবক তাঁহার পশ্চাতে, উভয়ে সেই গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

হাম্বিরাণ একণে একাকিনী কক্ষে রহিয়াছেন, তিনি উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন, পর্য্যঙ্কের ছোত্রি, তাহাতে একটি মশারি সংযোজিত, ওড়ান, এই মাত্র দেখিলেন ও কক্ষের একটি পার্শ্বে নেত্রপাত করিয়া প্রদীপটি জ্বলিতেছে দৃষ্টি করিলেন। অপর পার্শ্বে ফিরিয়া শয়ন করিলেন

এবং একটি কুলুঙ্গিতে একটি পিত্তলের কলসী রহিয়াছে দৃষ্টি করিলেন, পুনর্ব্বার আবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন,—

"ছি-ছি কি করিলাম! অজানিত, অপরিচিত, তাহার কাছে সকলই বলিয়া ফেলিলাম, ছি—ছি ছি।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন,—

"আমার কি এতই ভ্রম হইল!" অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"না-না ভ্রম কখনই না, হইতেও পারে না; সেই ওষ্ঠে ও চিবুকে নবলোমরাজি, সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গকান্তি, শ্যাম কেশ, আয়তলোচন, সুদীর্ঘ ললাট, উন্নত নাসিকা, বিশাল বক্ষ, আড়া ও সেই একই রকম সেই বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর সকলই সেইরূপ; সেই বলিয়াছিল মস্তক কাটিয়া গিয়াছে এখন ও তাহার মস্তকে রুমাল বাঁধা রহিয়াছে। রঞ্জন! তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি।" এই বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

রঞ্জন! বুঝিয়াছি---সকলই বুঝিয়াছি, পুরাতনে আর তোমার রুচি নাই; নূতন রক্তের অভিলাষী, তাই এই কৌশল, আমি রঞ্জন নহি; ভাল দেখিব, তুমি কত কৌশল শিখিয়াছ, দেখিব তুমি কেমন করিয়া নূতন রক্ত লাভ কর, আমি দেখিব---দেখিব---দেখিব।"

হামিরাণের মুনিজন মুগ্ধকারী নয়ন এক্ষণে ধূর্জটির নয়ন সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। সেই মোহন মূর্ত্তি এক অলৌকিক ভয়ানক ভাব ধারণ করিল। দীপটি হটাৎ নির্ব্বাণ হইল, কক্ষ অন্ধকারে পরিপূর্ণ। বিধাতা বুঝি অমন মনোহারিনীর এরূপ ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিতে দেবেন না বলিয়াই পবনবলে প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

অন্ত গৃহে সুমতীর পিতা একটি শয্যায় শয়ান—শয্যার সম্মুখে যুবক ও সুমতী দণ্ডায়মান। বৃদ্ধ যুবককে দেখিয়া বলিলেন,—

"এসো বাপু বসো।"

যুবক বৃদ্ধের শয্যায় উপবেশন করিলেন, সুমতীও বসিলেন।

বৃদ্ধ যুবককে বলিলেন,—

"বাপু তোমার মস্তকের ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে কি?"।

যুবক বলিলেন,—

"মহাশয়! আপনার আশীর্বাদে অনেক আরোগ্য হইয়াছে।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—

"বাপু! তুমি আমার সর্ব্বস্বধন সুমতীকে সে দিবস দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে যে কষ্ট সহ্য করিয়াছ, তাহার ধার আমি কখনই শুধিতে পারিব না।"

যুবক বলিলেন,—

"মহাশয়! আপনি সে জন্ত চিন্তা করিবেন না, আমি কি করিয়াছি, কি করিতে পারি, সেই এক মাত্র পরমেশ্বরই আপনার দুহিতাকে দুরাত্মার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—

"বাপু! যবনহস্ত হইতে কি করিয়া মুক্ত হইলে; হোসেন যেরূপ ভয়ানক লোক, তাহার কর হইতে যে তুমি যোগমায়ার কৃপায় পরিত্রাণ পাইয়াছ ইহাই পরমানন্দের বিষয়।"

যুবক বলিলেন,—

"মহাশয়! আপনার দুহিতাকে যে দুরাত্মা সে দিবস কষ্ট দিয়াছিল সে কি এই হোসেন, যে আনন্দকাননে গত নিশিতে তাহার প্রণয়িনীর

প্রাণ বিনাশ করিবার নিমিত্ত হাতে ছুরিকা বাঁধিয়া ছদ্মবেশে লুকাইয়া রাখিয়াছিল?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—

"বাপু! হাঁ হাঁ এ সেই হোসেন।"

বৃদ্ধ পুনরায় যুবককে বলিলেন,—

"বাপু! সে দিবস যুবতীর পরিত্রাণ করিয়াছ, অতএব অপর একটী কামিনীর জীবন দান দিয়াছ।

যুবক বলিলেন,—

"মহাশয়! আপনার দুহিতাই হোসেনের সহধর্ম্মিণীর জীবন দান দিয়াছেন।"

যুবতী যুবককে বলিলেন,—

"মহাশয়! আপনি নিজেই ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন যে মনুষ্যের কিছুই সাধ্য নাই, সকলই ঈশ্বর করেন, তবে ওরূপ কথা কেন বলিতেছেন।

যুবক একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"ভদ্রে! আমি তোমার কাছে পরাস্ত হইলাম।"

বৃদ্ধ যুবককে বলিলেন,—

"বাপু তোমার নাম কি?"

যুবক বলিলেন,—

"মহাশয়! আমার নাম সত্য-শর্ম্মা।"

বৃদ্ধ পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমার পিতার নাম?"

সত্য বলিলেন,—

"সৎকীর্ত্তি শর্ম্মা।"

বৃদ্ধ আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—

"কি, তুমি বারাণসী নিবাসী সত্য প্রসাদ সংকীর্ত্তির পুত্র ?"

সত্য বলিলেন,—

"আজ্ঞা—আমি [illegible] তাঁহারই এক মাত্র পুত্র।"

বৃদ্ধ [illegible] বলিলেন,—

"তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু। যখন আমি পুণ্যধাম বারাণসীতে বসবাস করিয়া ছিলাম তোমার পিতারই আশ্রয়ে আমি ছিলাম, বোধ করি তুমি তখন জন্ম গ্রহণ কর নাই, তোমার এক্ষণে বয়স কত ?" এই বলিয়া বৃদ্ধ সত্যের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেন। সত্য বৃদ্ধকে পিতৃবন্ধু জানিতে পারিয়া পুলকিত হইলেন।

সত্য বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

"আমার বয়স উনবিংশতি বৎসর।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—

"হইতে পারে, আমি একবিংশতি বৎসর হইল তথায় গিয়াছিলাম।"

সত্য বলিলেন,—

"মহাশয় আপনি আমার পিতৃবন্ধু, পিতৃতুল্য, অগ্রেই আমার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত ছিল, আপনার সহিত পরিচয় ছিলনা, সেই জন্ত আসি নাই—অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—

"সে কি বাপু! এ আমারই দোষ, আমার উচিত ছিল, তোমার অনুসন্ধান করা, বন্ধু সংকীর্ত্তি এত সৌভাগ্যবান হইবেন আমি জানিতাম না; তোমা হেন পুত্র লাভ আর সাতটি রাজ্য লাভ সমান। যাহাহউক এক্ষণে তোমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমার এই খানে থাকিতে হইবে, অন্ত বাসা করিবার প্রয়োজন নাই। কেমন সম্মত হইলে ত, নিরব কেন ?" নৃপতি যুবকের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন; এমনি

ভাবে চাহিয়া রহিলেন, যেন বৃদ্ধকে [illegible] দিকে [illegible] সঙ্গত হইলাম, যদি তোমার কাছে থাকিব, বাকী [illegible] কাটাইব।

সত্য, বৃদ্ধের এইরূপ [illegible] পূর্বে সুমতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সুমতীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া [illegible] না পারিলেন, পরে বৃদ্ধকে বলিলেন,—

"মহাশয়! আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। আপনি আমাকে এই স্থানে থাকিতে বলিতেছেন—?"

সত্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া সুমতী আহ্লাদে দাঁড়াইয়া উঠিলেন আস্য হাস্য পূর্ণ-অন্তর উৎফুল্ল।

সত্য পুনরায় বলিলেন, "কিন্তু—"

কিন্তু শুনিয়া সুমতী সাগ্রহে সত্যের দিকে চাহিলেন।

সত্য পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আমি আপনার অনুগ্রহ এক্ষণে গ্রহণ করিতে পারিব—পারিব—পারিব—" বলিয়া সুমতীর দিকে চাহিলেন, এবং মৃদুস্বরে বলিলেন,—"না।"

সত্যের শেষ কথাটি শ্রবণ করিয়া সুমতী অগাধ বিষাদ সাগরে নিমগ্না। আস্যের হাস্য বিদ্যুৎ গতিতে অন্তর্হিত। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া সত্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সত্যও একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন এবং সুমতীর দিকে চাহিলেন। উভয়ের চক্ষুর সম্মিলন হইল। উভয়েই নতানন হইলেন। নতানন কেন? ইহার উত্তর কি? ইহার উত্তর,—লজ্জার ঈর্ষা, লজ্জার ঈর্ষা কি? খলের স্বভাব কি?

খলের স্বভাব পরের মন্দ চিন্তা আর পরের সুখে সর্ব্বদাই কাতর।

[illegible]

[illegible] বলিয়াছেন। [illegible]

"[illegible]।"

[illegible] বলিলেন,—"না—না—না।" [illegible] না কেন? আমি কি? একবার দেখি" বলিয়া একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। [illegible] মুখ নীচু করিলেন। ইহা যেন শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় [illegible] মোহন মূর্ত্তি দেখিতে উন্মত্ত, লজ্জা কুটিলগতি কুটিলার ন্যায় আঁখির ব্যাঘাত জন্মাইতেছে আর নানা রূপ গঞ্জনা দিতেছে।

বৃদ্ধ সত্যের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—

"আচ্ছা বাপু—তোমার যদি এখানে বাসা করিতে এক্ষণে একান্ত অমত হয়, তবে প্রতিজ্ঞা কর যতদিন এখানে থাকিবে, একবার করিয়া আমার বাটীতে আসিবে—।"

সত্য বলিলেন,—

"মহাশয়! প্রতি দিন সন্ধ্যার সময় আমি আসিব।"

সুমতী, সত্যের একথা শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন। এমন সময় আর একজন লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—

"এসো—মহমন এসো, এইখানে বসো" বলিয়া পর্য্যঙ্কের নিকটের এক-খানি চৌকি অঙ্গুলির দ্বারা দেখাইয়া দিলেন।

সুমতী পিতার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া পার্শ্বে নয়ন ফিরাইলেন এবং মহমনকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—

"মহাশয়! আসুন—আসুন—"

মহমন অগ্রসর হইয়া সেই চৌকিতে বসিলেন এবং বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসিলেন,—

“রহমন! [illegible]

বৃদ্ধ বলিলেন,—

“রহমন! যদি [illegible]

আর দোষ [illegible] নাই।—

সুমতীর [illegible] বলিলেন,—“[illegible] [illegible]

বুঝিতে পারিব না। তুমি যদি সে দিবস স্বজাতীয় সাহায্য না করিতে আমাকে এখানে আনিয়া, যত্নপূর্ব্বক [illegible] না দিতে, তাহা হইলে সুমতী পিতৃহীন হইত, সংসারের [illegible] একাকিনী পতিতা হইয়া যে কত কষ্টই ভোগ করিত তাহা বলা যায় না। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এবার আরোগ্য লাভের পর সুমতীকে সুপাত্রে দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইব।”

রহমন বলিলেন,—

“মহাশয়! আমি সামান্য একজন যবন, এই সামান্য কর্ম্মের জন্য এত ধন্যবাদের পাত্র কোন ক্রমেই হইতে পারি না। আমি সামান্য যবন, আপনাকে স্পর্শ করিয়া বেয়াদবী করিয়াছি, বেয়াদবী মাপ করিবেন।

রহমন যখন আপনাকে সামান্য যবন বলিয়াছিলেন, তখন একবার সুমতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সত্য, যবনের এরূপ শীলতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধ সজলনয়নে বলিলেন,—

“রহমন! তোমার মতন যদি সকল যবন হইত, তাহা হইলে আর ভারতের এ দুর্দ্দশা ঘটিত না, তোমার প্রকৃতি হিন্দুদিগের শ্লাঘ্য। ঈশ্বরের কাছে জাতি কি, তাঁহার নিকটে সকলেই সমান, সকলেই সমকারণে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং সকলেই সমভিপ্রায়ে বিলীন হইবে।

বৎস! আমার মতে জাতি নাই, মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবই তাহাদিগের জাতি বিভিন্নতার কারণ।"

রহমন বৃদ্ধের প্রমুখাৎ এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। এ আনন্দের কিছু গূঢ় কারণ আছে। পাঠক মহাশয়! আপনি যদি ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়া থাকেন ভালই, না হয় কিঞ্চিৎ বিলম্বে জানিতে পারিবেন।

রহমন বৃদ্ধকে বলিলেন,—

মহাশয়! অবিলম্বে অম্বরাধিপতি আপনাকে দেখিতে আসিবেন। রাজাধিরাজ মহারাজ জয়সিংহ আগতপ্রায়।

বৃদ্ধ বলিলেন,—

"রাজাধিরাজ মহারাজ প্রতাপপ্রধান জয়সিংহ আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণকে যে স্মরণ করিয়াছেন এই আমার পরম লাভ।"

সত্য, অম্বরাধিপতি জয়সিংহ আগত প্রায় শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভাবনাযুক্ত হইলেন, শীঘ্র শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারিলেই ভাল হয়, এইরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। "আজ আমি বিদায় হই" বলিয়া শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং সুমতীরদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে বেগে চলিয়া গেলেন।

সত্য কে জয়সিংহের নাম শ্রবণে ঔৎসুক্য প্রকাশ এবং ঐরূপ বেগে প্রস্থান করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ও রহমন আশ্চর্য্য এবং সুমতীও বিস্মিতা হইলেন।

সত্যের প্রস্থানের কিছুক্ষণ পরেই অম্বরাধিপতি জয়সিংহ সেই কক্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন।

অম্বরাধিপতিকে দেখিয়া রহমন সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলেন; বৃদ্ধ শয্যায় উঠিয়া বসিলেন।

অম্বরাধিপতি সুমতীকে বসিতে ও বৃদ্ধকে শয়ন করিতে বলিলেন।

সুমতী উপবেশন ও বৃদ্ধ শয়ন করিলে, রাজা জয়সিংহ বৃদ্ধকে বলিলেন,—

"মহাশয়! আপনি যে যোগমায়ার কৃপায় পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন, ইহাই পরম সুখের বিষয়।"

জয়সিংহ যতক্ষণ বৃদ্ধের সহিত কথা কহিতে ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার দৃষ্টি সুমতীর দিক ব্যতীত অন্য কোথাও ছিলনা। অম্বরাধিপতির কটাক্ষপাত দেখিয়া সুমতী বিনম্রমুখী, অম্বরাধিপতির ঐরূপ অসভ্য কটাক্ষে সুমতী বিরক্ত হইয়াই বিনম্রমুখী। অম্বরাধিপতি বড় লোক—মহারাজ, তিনি সামান্য ব্রাহ্মণ কন্যা। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতার অনেক সাহায্য হয়, সেই জন্যই সুমতী জয়সিংহকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। রত্নমন সুমতীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু কি করিবেন তিনি জয়সিংহের অধীনস্থ একজন সামান্য সেনানায়ক। রত্নমনও জয়সিংহের উপর বিরক্ত হইলেন, সুমতীর বিরক্তি হইয়াছে বলিয়াই আরও বিরক্ত হইলেন।

বৃদ্ধ জয়সিংহকে বলিলেন,—

"মহারাজ! যোগমায়া দেবীর প্রসাদাৎ সুমতীর পরিত্রাণ ও আমার জীবন এবারে রক্ষা হইয়াছে।"

জয়সিংহ বৃদ্ধকে বলিলেন—

"হোসেন না দিবস সুমতীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—

"হাঁ মহারাজ, সে দুরাত্মার ত আমি কখনই কোন অনিষ্ট করি নাই, তবে কেন সে আমার সর্ব্বনাশে কৃতসংকল্প হইয়াছে?"

জয়সিংহ বলিলেন,—

"মহাশয়! আর কোন চিন্তা নাই, চারি জন সৈনিক পুরুষকে

আদেশ করিয়াছি, তাহারা সর্ব্বদাই আপনার বাটীতে উপস্থিত থাকিবে। সুমতী যেখানে যাইবে তাহারা সুমতীর সঙ্গে থাকিবে, কেহই আর সুমতীর কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেনা।" এই বলিয়া জয়সিংহ সুমতীর দিকে চাহিলেন, কিন্তু সুমতী তখনও বিনম্রমুখী, ভাবনাযুক্তা।

জয়সিংহের বারবার সুমতীর প্রতি কটাক্ষ ও তাঁহার বদনের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব অনায়াসেই বলা যায়। জয়সিংহের মন সুমতীকে দেখিয়া এইরূপ বলিতেছে,—

"আহা! এই সুন্দরী অঙ্গনা কুলের অধিশ্বরী, এমন ভুবন মোহন রূপ ত কখন দেখি নাই। এই মনোরমা রমণীকে মনরাজ্যের অধিশ্বরী করিতে কাহার না ইচ্ছা করে। আহা! এই অনুপম প্রফুল্ল কুসুমটি কি অনাঘ্রাত থাকিয়া এতাদৃশ সামান্য স্থানেই শুষ্ক হইবে, না না তাহা কখনই হইবে না। এই অনুপম কুসুমটি উপযুক্ত কুসুম কামুককের করে অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে। ইহার উপযুক্ত পুষ্পামোদি কে? হা—হা—হা, একজন আছে। নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাসিলেন ও পুনরায় বলিতে লাগিলেন একজন তো পেয়েছি, অপর কেহ আছে কি?"

অনেক চিন্তা করিয়া আপনিই আপনার প্রশ্নের উত্তর করিলেন,—

"আছে বৈকি, আর একজন আছে, এ জগতে আর একজন ব্যতিত দুইজন নাই।"

সুমতি! সুমতি!! আওরেঙ্গজীবের নিকট আমার বৃদ্ধির একমাত্র সোপান! সুমতি তুমিই আওরেঙ্গজীবের নিকট হইতে অম্বরের প্রধান প্রধান দুর্গ ক্রয় করিবার মূল্য হইবে। তুমিই আওরেঙ্গজীবের মৃত্যুবান স্বরূপ আমার নিকট থাকিবে।

জয়সিংহ অন্তরে সুমতীর সর্ব্বনাশ। বাহিরে সুমতীর রক্ষার নিমিত্ত

প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া বৃদ্ধের সন্তোষ সমুৎপাদন করিলেন।

বৃদ্ধ জয়সিংহের কথা শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—

"মহারাজ দীর্ঘায়ু হউন, যোগমায়া উত্তরোত্তর আপনার রাজশ্রী বৃদ্ধি করুন।"

জয়সিংহ বলিলেন,—

"মহাশয়! এক্ষণে রাত্রি অনেক হইয়াছে আপনি বিশ্রাম করুন, আমি বিদায় হইলাম।" এই বলিয়া জয়সিংহ গাত্রোত্থান করিলেন, এবং রহমনকে ডাকিয়া তাহার কর্ণে কি বলিলেন,—

রহমন আশ্চর্য্য হইয়া জয়সিংহের মুখপানে, তৎপশ্চাৎ বৃদ্ধের শয্যার দিকে চাহিলেন। "মহারাজ শীঘ্র বাহিরে আসুন" বলিয়া রহমন সেই কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। অম্বরাধিপতি জয়সিংহও রহমনের ঈদৃশ ভাব অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং রহমনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

সুমতীও পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া হামিরাণের কক্ষাভিমুখে গমন করিলেন।

রহমন রাজপথে বাহির হইয়া জয়সিংহের কর্ণে কি বলিলেন।

জয়সিংহ আশ্চর্য্য হইয়া রহমনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বটে—বটে সত্য, সত্যই কি—"

রহমন বলিলেন,—

"মহারাজের নিকট কি মিথ্যা বলিতে পারি।"

জয়সিংহ বলিলেন,—

"কাল দেখিব সে কত বুদ্ধি ধরে। এখন চল গৃহে গমন করি।"

রহমন—"যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া নিকটের বৃক্ষ হইতে অশ্ব দুইটি

ঘুরিয়া আসিল। একটিতে জয়সিংহ অপরটিতে রহমন আরোহণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই দৃষ্টিপথের অতীত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয়! আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে অশ্বারোহিগণটি রাজা জয়সিংহ ইন্দ্রপ্রস্থের দুর্গের কামদার কুটীর সম্মুখে দুই জন প্রহরী রাখিয়া সেই কৈঙ অশ্বারোহীর অনুসন্ধানে অপর দুই জন সেনানী সমভিব্যাহারে অতিবেগে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

একণে দেখা যাউক ঐ দুই জন ব্যক্তি কুটীর সম্মুখে কি করিতেছে। তাহারা দুই জনে কুটীর সম্মুখে উপবিষ্ট। তরবারি দুই খানি খুলিয়া ভূমিতে রাখিয়াছে, এবং এক জন অপর ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে,—"বাবু! কেনবা মোদের দ্যাশ ছাড়ি অ্যালুম, এহানে খাট্‌তি খাট্‌তি যান যায়োলো, তুই তো বাবু বলেছেলি যে পাতশার দ্যাশে আলেই এক দিনে সাত খান লাঙলের টাহা রোজগার কর্ত্তি পার্ব্বি। তা বাবু কোই? অ্যাক হমুন্দি বলদির দামও অ্যাক বছরে জমাতি পারলাম না। বাবু প্রাণটা বড় কষ্ট কত্তি লেগেছে, বালবাচ্চা ছাড়ি এহানে থাক্‌তি একপহর দিন বাচ্চি না। হুঁ হুঁ—বাবু! তোর মনে কি এই ছ্যাল—তা জানতাম না বাবু, হু-হু-হু! এই বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অপর ব্যক্তি বলিল,—

"আরে ইহু! তুই যদি এমনি করে কাঁদবি তবে আলি কেন? টাহা কি অমনি অমনি রোজগার হয়, কিছু রোজ এহানে থাক তবে তো হবে।" পাঠক মহাশয়! এক জনের নাম ইহু জানিতে পারিয়া-

হইল। ইছ্ বাহিরে আসিয়া আতাউল্লার নিকট বলিল,—"বাবু! ঘুমুন্দি আলো কনে থেকে এলো, কেউ ঘুমুন্দি যে এহানে থাকে এমন তো মালুম হয় না। উঃ, উটা কি জলতি লেগেছে, সেই ভূতুড়ে ব্যাটা গেল কনে বাবু, সে ঘুমুন্দি এহানে থাকতো যদি তা হলে তো কলপাকড়া কিছু খাতি প্যাতাম, তা সে ঘুমুন্দি গেল কনে?"

আতাউল্লা ইছুর প্রশ্নে কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিল,—"আরে ইছ্ করিস্ কি, সে ভূতুড়ে নয় তারে গাল দিস্ না। সে হ্যাঁছুদের পরহাঁস, তারে গালি দিতি নাই, সে ট্যার পালেই সর্ব্বনাশ হবে। সে যাদু জানে একেবারে যাদু করে ফ্যালবে।"ইছু ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—

"বাবু! কি হবে, বাবু কি হবে, পরহাঁস কি বাবু?"

আতাউল্লা বলিল,—

"আর তোরে কাঁপতে হবে না, এহন তো সে ব্যাটা এহানে নাই যে ট্যার পাবে? আর পরহাঁস কারে বলে তুই জানিস্‌না, তা জানবিই বা কেমন করে, ছুলের ছাওয়াল হ্যাঁছুদের ধরম জানবার অনেক কাল লাগে। এই পরহাঁস—যারা হাঁসের মতন খাতি পারে তাদেরই পরহাঁস বলে, বুঝলি তো?" ইছু বলিল,—

"হাঁ বাবু বুঝলেম! বাবু! বড় হ্যাঁছুলোকে কি তারে খাতি দ্যায়? না তানার খাটি খাতি হয়?"

আতাউল্লা বলিল,—

"দূর তারা যে দ্যাবতা বিশেষ, তাদের কি খাটতি আছে, তারা অম্‌নি খাতি পায়।"

ইছু বলিল,—

"বাবু! মোদের কোরাণে কি পরহাঁস নাই। আর না বাবু মোরা পরহাঁস হই, তাহলে খুব প্যাটটা ভরি খাতি পাবো।

আতাউল্লা কহিল,—

"ইছু ও কথা কি বলতি আছে, তবে মোদের কোরাণের মিথ্যা হয়।"

ইছু বলিল,—

"মামু তবে আর বলবো না" এবং মস্তক কণ্ডুয়ণ করিতে করিতে পুনরায় বলিল,—"মামু হাঁদুদের পরহাস হলে চলে না।"

আতাউল্লা বলিল—"না হতি পারা যায় না।"

এই রূপ ইছু ও আতাউল্লার কথোপকথন হইতে লাগিল, বেলাও ক্রমে শেষ হইল, সন্ধ্যা উপস্থিত।

সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া ইছুর মনে অতিশয় ভয়সঞ্চার হইল, এবং আতাউল্লাকে বলিল,—

"মামু! ঘোর আঁধার হলো আর কত কাল এহানে থাক্‌বো, চল্‌ না মামু মোরা পেলিয়ে যাই।"

আতাউল্লা উত্তর করিল,—

"আরে আঁধার হলই বা তাতে ভয় কি, পেলিয়ে যাতি কি পারি। যদি মোদের রাজা লোক পাঠান আর আমাদের এহানে না দেখতি পান তা-হলেই সর্ব্বনাশ হবে, একেবারে মোদের জান খোয়াতি হবে। মোরা যে কাম করি, মোরা পেলিয়ে গেলেই মোদের সাজা—শূল। সুবুদ্ধি ধরে শূলে দ্যাবে?"

ইছু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"মামু ক্যান বা মোরে আন্‌লি, কেন বা এ কামেতে ভর্ত্তি করি, শূলে দ্যাবে মামু, কি বল্লি শূলে দ্যাবে—ওহো! বাব কমে—বাব কমে।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

আতাউল্লা বলিল,—

"আরে এতো ভাল আপদ রে, আরে সুবুদ্ধির হাওয়ান, পেলিয়ে

না গেলে তো শূলে দ্যাবে না, তবে তাতে আবার ভয় কি।”

ইহু বলিল,—

“ বাবু মোর বড় ভয় লাগচে, বাবু আর এই [illegible] যাই।”

আতাউল্লা বলিল,—

“ আচ্ছা চল।” এই বলিয়া উভয়ে কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহু অগ্নিকুণ্ডে নূতন কাট দেখিয়া সভয়ে আতাউল্লাকে বলিল,—

“ বাবু এ কাট কনে থেকে আলো,—আমি যখন এ ঘরের যদি আসি ছিলাম, তখন তো এ কাট দ্যাখি না।”

আতাউল্লা বলিল,—

“ বটে, কাট ছ্যাল না, তাইতো কোথা থেকে কাট আলো।” ইহু কি বলিবে, মনে করিতেছিল এমন সময় আতাউল্লা ইহুকে বলিল,— “থাম।” ইহু থামিল, মুখের কথা মুখেই রহিল, মুখব্যাদান করিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট কর্ণ পাতিয়া রহিল।

ইহু কিছুক্ষণ এ অবস্থায় থাকিয়া আতাউল্লার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

আতাউল্লা ইহুর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া নিজ ওষ্ঠে অঙ্গুলি রাখিয়া তাহাকে অঙ্গুলিতে বলিল,—“ চুপ।”

ইহু কাজেই চুপ করিল।

আতাউল্লার এরূপ সাবধানের কারণ কি? অগ্নিকুণ্ডের নিকট কর্ণ পাতিবার বা কেন?

অগ্নিকুণ্ডের নিম্নে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া আতাউল্লা সতর্ক হইল, এবং মনুষ্যের কণ্ঠস্বর অগ্নিকুণ্ডের নিম্নে কি করিয়া সম্ভব সেই জন্য ঐরূপ কর্ণ পাতিয়া রহিয়াছে। তাহার বোধ হইল যেন অদূরবর্তী সুরঙ্গ হইতে এক অস্বাভাবিক শীৎকারবিনিঃসৃত সঙ্গীতস্বর সমুত্থিত হইতেছে।

সেরূপ বিমোহনবাদ্যবিমিশ্রিত বামাকণ্ঠস্বর তাহাদিগের কর্ণকুহরে কখনই প্রবিষ্ট হয় নাই। ইহা কি কোন মানবীর কণ্ঠস্বর, না রসাতল হইতে বারুণীর সঙ্গীতস্রোত সমুত্থিত হইতেছে? বারুণী তো কথার কথা, মানবী বা কি প্রকারে সম্ভবে? ভূগর্ভে কি কোন গুপ্ত অট্টালিকা আছে— সেই অট্টালিকার অধিষ্ঠাত্রী কি গান করিতেছেন।

ইছু আশ্চর্য্য ও ভয়ে জড়বৎ হইয়াছে, তাহার মুখ দেখিলেই তাহার মনের ভাব বলা যায়। ইছুর মুখে যেন আর না আয়্ এখান হইতে শীঘ্র পালাই, এ মনুষ্যের স্বর নহে, কোন দেবীর স্বর, এখান হইতে পালাইলেই প্রাণ রহিবে, এখানে থাকিলেই প্রাণে মারা যাইতে হইবে স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। আতাউল্লার ভয়ে কথা কহিতে পারিতেছে না।

আতাউল্লা অগ্নিকুণ্ডের ঈশান কোণের প্রস্তর খানিতে হস্তের চাপ দেওয়ায় প্রস্তর খানি সহসা নিম্নে বসিয়া গেল। যেমন প্রস্তর খানি নিম্নে বসিয়া গেল, অমনি নিঃশব্দে সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি নামিয়া গেল, ইছু আর আতাউল্লা সবেগে ১৩।১৪ হস্ত নিম্নে পতিত হইল। ইছু ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল। আতাউল্লা ও ইছু যেখানে পড়িল তাহার অনতিদূরেই দুইজন লোক বসিয়াছিল, তাহারা চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং নিমেষ মধ্যে আতাউল্লা ও ইছুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের বক্ষে পদ রাখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল,—"চুপ।" ইছু চাহিল এবং তখনি আবার নয়ন মুদ্রিত করিল। ইছু ভিন্ন আতাউল্লা দেখিল একজন লোকের সমস্ত শরীর কাল পোষাকে আবৃত, মুখে একটী ভয়ানক মুখস, হস্তে একখানি শাণিত অসি, তাহার বক্ষোপরি পদ রাখিয়া দণ্ডায়মান। এ অবস্থায় কোন কথা না কওয়াই ভাল বিবেচনা করিয়া আতাউল্লা চুপ করিয়া রহিল। উভয়ে ঐ স্থান হইতে সঙ্গীতটী খুব স্পষ্টই শুনিতে পাইল।

স্বদেশের স্বাধীনতা করিতে সাধন।

একতা পাশেতে মন করহ বন্ধন॥

অকস্মাৎ—সঙ্গীতের উপর্য্যুক্ত চরণটি শুনিতে পাইল।

আতাউল্লা পুনরায় মনোনিবেশ করিয়া শুনিতে লাগিল।

আত্মসুখে জলাঞ্জলি, প্রাণ পুষ্পে দিতে বলি,

স্বদেশের তরে, ক্ষোভ করনা কখন॥

স্বদেশের স্বাধীনতা—

এই অবধি শুনিল, তার পরক্ষণেই আবার,—

স্বাধীনতা সুধাজলে, সন্তরিতে কুতূহলে,

সর্ব্বক্ষণ কর যত্ন আর্য্য পুত্রগণ।

স্বদেশের স্বাধীনতা করিতে সাধন।

একতা পাশেতে মন করহ বন্ধন॥

তৎপরে আবার শুনিল,—

দুর্দ্দান্ত যবনগণে, বিলোড়িত করি রণে।

স্বাধীনতা সুখসুধা কর আস্বাদন॥

গানের শেষ চরণটি শুনে আতাউল্লার প্রাণ উড়িল, ভয়ে গলা শুষ্ক হইয়া কাট হইল, সভয়ে মুকসধারী ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি করিল, তাহাদের দশা যে কি হইবে তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে সঙ্গীত শেষ হইল। এক জন মুকসধারী ইহুর নিকট দণ্ডায়মান আর একজন মুকসধারী বলিল,—

"পাঁচিন, দেখত ওলোকটার কি কর্ম্ম শেষ হইয়া গিয়াছে।"

পচিশ ইহুকে [illegible] বলিল যে [illegible]
ইহু আপনারে এরূপ [illegible]
ইহুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল [illegible]
“বাহ! এ ব্যক্তি [illegible]
করে নাই।”

বার বলিল,—“তবে আর এ স্থানে অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই ইহাদিগকে দরবারে প্রেরণ করা যাক?”

পচিশ বলিল,—“আর অপেক্ষার প্রয়োজন নাই।” ইহা বলিয়া একটী বংশির ধ্বনি করিল। বংশির ধ্বনি শ্রবণ মাত্র অপর দুইজন মুকসধারী ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ইঙ্গিত দ্বারা আগন্তুক ব্যক্তি দ্বয়ের সহিত কি কথা কহিল, তাহার বিন্দু বিসর্গও আতাউল্লা বা ইহু বুঝিতে পারিল না।

পরে আগন্তুকেরা হেঁট হইয়া আতাউল্লা ও ইহু উভয়েরই কর্ণে ধীরে ধীরে বলিল,—“তোমরা যদি জীবনের আশা কর তাহা হইলে নিঃশব্দে আমাদিগের সহিত আইস।”

আগন্তুকের কথায় আতাউল্লা উঠিল, দেখিয়া ইহুও কি করে, কাজেই তাহাকেও উঠিতে হইল। তাহার অনতিদূরে পার্শ্বে একটী দ্বার ছিল, তাহা উদ্ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে মুকসধারী ব্যক্তিদ্বয় আতাউল্লা ও ইহুকে লইয়া প্রবেশ করিল, দ্বারটি পুনরায় রুদ্ধ হইল।

তাহারা প্রস্থান করিলে পর পচিশ বারকে বলিল,—

“ভাই! অগ্নিকুণ্ডে কাষ্ঠ দিবার সময় কি গুপ্ত দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছিলে?”

বার বলিল,—“হাঁ ভাই ভুলক্রমে দ্বারটি খুলিয়া রাখিয়াছিলাম।”

পঁচিস বলিল,—"ভাই এ ফুলের মালা কি জান ?"

বার বলিল,—"হাঁ জানি " মৃত্যু।"

পঁচিস বলিল,—"তবে এখন উপায়।"

বার বলিল,—"উপায় আর কিছুই নাই কেবল নবরাজীর দয়া।"

পঁচিস বলিল—"ভাল ভাই এ বারের নবরাজী কে ? তাহার পরিচয় জান ?"

বার বলিল,—"না ভাই আমি জানি না, তিনি কে তাহাও বলিতে পারি না, তাঁহার এস্থানে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে কোথাও দেখি নাই, তিনি যে আমার পূর্ব্বপরিচিতা নহেন তাহা তাঁহার বিমলবদন কান্তি বিলোকন করিলেই বলা যায়, তাঁহাকে দেখিবামাত্র মনে অনির্ব্বচনীয় ভক্তি রসের সঞ্চার হয়। আমাদিগের নবরাজী সর্ব্বদাই দুঃখিতা ও ম্লানা। তিনি কি যবনদিগের অত্যাচারে মাতৃভূমিকে প্রপীড়িতা দেখিয়া কাতর, না তাঁহার দুঃখের অন্য কোন কারণ আছে।"

পঁচিস বলিল,—"ভাই তাহা আমি বলিতে পারি না।"

বার বলিল,—"নবরাজীর সন্তোষ সমুৎপাদন করিবার জন্য যদি আমাদিগের জীবনে জলাঞ্জলি দিতে হয় তাহাও কর্ত্তব্য।"

পঁচিস বলিল,—"ভাই তাহাতে আর সন্দেহ কি, তবে না—"

বার হস্তাদি নাড়িয়া মুখভঙ্গি করিয়া বলিতে লাগিল,—"তবে কি নাকি ? যখন আমরা এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তখন এক সময়ে না এক সময়ে আমাদিগের মৃত্যু হইবেই হইবে তাহার স্থির নিশ্চয় করিয়াছি, তবে স্বদেশের হিত সাধন জন্য স্বদেশকে দুরাচার দুর্দ্দান্ত মুসলমানগণের করাল হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়া এইরূপ নবরাজীর ন্যায় সুরূপা সুকেশা ভক্তিশালিনীর সন্তোষ সমুৎপাদন কেন না করিব, যবন বিরুদ্ধে অসিনিষ্কাশন করিবার

কেন এ অবকাশ পরিত্যাগ করিব। এমন মূঢ় কে আছে যে এ অবকাশে ইতস্তত করে।" এই বলিয়া পচিশের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

পচিস তাহার বন্ধুর কথার উত্তর দিলনা, ক্ষণেক তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার বন্ধুর মুখ মুকসাবৃত, সেই জন্য সে তাহার বন্ধুর মুখের প্রকৃত ভাব অবলোকন করিতে অক্ষম, কেবল সে তাহার বন্ধুর নয়নজ্যোতি মুকসের মধ্য দিয়া নির্গত হইতেছে এই মাত্র দেখিতে পাইল। সে তাহার বন্ধুর উদ্যম ভাব অবলোকন করিয়া চমৎকৃত এবং আপনার বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"ভাই তোমার ন্যায় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি অতি বিরল, তোমার ন্যায় ব্যক্তি দ্বারা সকলই সম্ভব। পরমেশ্বর তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। ভাই! ভাল কথা, আজ না আমাদিগের মহারাণী ও অন্যান্য রাজপুত ব্যক্তিগণ শপথ গ্রহণ করিবেন।"

রায় বলিল,—"হাঁ শুনিয়াছি আজ মহারাণী ও সব রাজপুতেরা শেষ শপথ গ্রহণ করিবেন। আমরা দেখিতে পাইলাম না।" পুনরায় রায় পচিসকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—ভাই! যদি হঠাৎ তোমায় কিছু বলিয়া থাকি তুমি আমায় ক্ষমা করিবে।"

পচিস বলিল,—"ভাই তোমার ক্ষমা, সে আবার কি, বরঞ্চ ভাই তুমি আমায় ক্ষমা কর।" ইহাদিগের এই রূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। এক্ষণে দেখা যাউক, যে গৃহ হইতে ইতিপূর্ব্বে নবীনজ্যোতি সমুত্থিত হইয়াছিল সে কক্ষে কি হইতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উক্ত কক্ষ দীপমালায় আলোকীকৃত, গৃহের মধ্য দেশে একখানি সিংহাসন, তদুপরি এক জন ষোড়শী রমণী ও তাহার পার্শ্বে একজন তপস্বিনী উপবিষ্টা; ঐ ষোড়শী কামিনী একটি শ্বেত পেশোয়াজ পরিবৃতা, কিন্তু তাঁহার হস্তে বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার রহিয়াছে—কুমারী অবগুণ্ঠনবতী।

তপস্বিনীর হস্তে একটী বীণাযন্ত্র। সিংহাসনের সম্মুখে একটী শ্বেত প্রস্তরের বেদিতে এক জন যোগী উপবিষ্ট, বেদীর চতুস্পার্শ্বে নিম্নাসনে আটজন বৌদ্ধ বসিয়া রহিয়াছেন। বৌদ্ধগণের সমরবেশ; সকলেরই মুখ বস্ত্রাবৃত; সেই বিস্তীর্ণ কক্ষের উভয় পার্শ্বে দুইশ্রেণী প্রস্তরাসন সন্নিবিষ্ট। সেই আসনসমূহও যুদ্ধধারী বৌদ্ধবর্গে পরিপূর্ণ। সেই কক্ষে ৭৮ শত লোকের সমবেত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়! সিংহাসনোপবিষ্টা রমণীদ্বয় কে? আপনি কি ইহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন? তপস্বিনীর বোধকরি আর পরিচয়ের আবশ্যক নাই। এই তপস্বিনীই আমাদিগের উপাখ্যানের আরম্ভে এক জন ষোড়শী কুমারীকে বন্যা হইতে রক্ষা করেন, ইনিই অবন্তাধিপতিকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া কুটীর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ষোড়শী রমণীকেও বোধ করি চেনেন, ইনি এক্ষণে অবগুণ্ঠনবতী, সেই জন্য নিশ্চয় বলিতে পারিবেন না ইনি কে। জটাজূটধারী যোগীবরই আমাদিগের পরিচিত পরমহংস, অপর সকল ব্যক্তিরই মুখাবৃত সেই জন্য তাহাদিগের মধ্যে আমাদিগের পরিচিত ব্যক্তি আছে কি না এক্ষণে আমরা চিনিতে পারিলাম না। আতাতায়ী ও ইহু তপস্বিনীরই বদনবিনিস্বৃত বিমোহন বীণাযন্ত্রবিমিশ্রিত সঙ্গীতস্রোত শুনিতে

বের সহচারী বলিয়া যাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি বোধ করি তোমা-
দিগের তাঁহারই আজ্ঞার মতন ভিন্ন মত নাই।

সকল যুবকগণই সমস্বরেই বলিয়া উঠিল, "[illegible] না—না।" পরমহংস পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"তোমাদিগের মত অবগত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। ভরসা করি কৃপাময়ী কালিকার কৃপায় আমাদিগের মনোভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। ভরসা করি হিন্দুদিগের বিজয়পতাকা শীঘ্রই ভারতে পুনর্ব্বার উড্ডীন হইবে। ভরসা করি তোমাদিগের ন্যায় বীরগণের সাহায্যেই মাতৃভূমি দুরাত্মা দুরাচার দুর্দান্ত যবনগণের হস্ত হইতে অবশ্যই অচিরকাল মধ্যেই পরিত্রাণ পাইবে।"

সকলেই বলিয়া উঠিল, "গুরো! অবশ্যই অসুরমর্দিনী আমাদিগকে যবনাসুরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবেন।"

পরমহংস গাত্রোত্থান করিলেন এবং কুমারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মহারাজ্ঞি! এক্ষণে আপনার অভিমত কি, আমাদিগকে অবগত করুন, আমরা তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

তপস্বিনী কুমারীর কর্ণমূলে বলিয়া দিলেন,—

"বৎসে এইবার তোমার [illegible] পরমহংসকে প্রণাম কর, এবং [illegible]—[illegible] নিয়ম মত শপথ করাইয়া লইবে।" তপস্বিনী ও কুমারী সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন। কুমারী পরমহংসকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"গুরো! আমাকে নিয়মমত শপথ করান।"

পরমহংস কুমারীর বাক্য শ্রবণ করিয়া জনৈক যুবকধারীকে ইঙ্গিত দ্বারা কি বলিলেন। তখন যুবকধারী তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পার্শ্বের একটী গৃহে প্রবেশ করিল, এবং তথা হইতে দুইটী বড় বড় সিন্দুক লইয়া তথায় পুনরাগমন করিল। পরমহংস একটী সিন্দুক খুলিলেন। একটি

কামিনী এখন চমকিয়া উঠিল কেন? তপস্বিনী কামিনীর কর্ণে কি বলিলেন, কামিনী কাঁপিতে কাঁপিতে সিন্দুকের নিকট অগ্রসর হইলেন এবং জানু পাতিয়া সিন্দুকের নিকট বসিলেন ও সিন্দুকের ভিতর হস্ত দিয়া পরমহংসকে কম্পিতস্বরে বলিলেন—"পিতা কি বলিতে হইবে।"

পরমহংস বলিলেন,—

"বৎসে! বল অদ্য করালীর প্রাসাদে উপস্থিত থাকিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমার জীবন করালীর কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত তাঁহার পদপঙ্কজে সমর্পণ করিলাম, করালীর নিমিত্ত—হিন্দুদিগের বিজয় নিমিত্ত—মুসলমানগণের মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা যত্নবতী থাকিব।"

কুমারী পরমহংসোচ্চারিত বাক্যগুলি পুনরাবৃত্তি করিলেন, কেবল শেষাংশটি বলিবার সময় তাঁহার সুকোমল কণ্ঠবিনিঃসৃত কথাগুলি অপরিস্ফুট, কম্পিত ও অতিশয় মৃদু হইয়াছিল।

পরমহংস পুনরায় বলিলেন,—

"[illegible]! আমাদিগের ধর্ম্মবিরোধী [illegible] বৎসে! বল, যে যদি আমাদিগের স্বজন, আত্মীয় কুটুম্ব, কখন হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষী হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগকে আমি ত্যাগ করিব, এবং যাহাতে আমাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা হয়, তাহাতে চেষ্টা পাইব—"

কুমারী কম্পিতস্বরে এ বিষয় প্রতিজ্ঞা করিলেন। তপস্বিনী কামিনীর কর্ণকুহরে বলিলেন,—"বৎসে এখন [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]; কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible], সংসারে যবনদিগকে [illegible], শেষ প্রতিজ্ঞাটি বলিলেই তাঁহাকে তোমার হস্তে দিয়া যাইবেন।" কুমারী তাঁহার দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু কুমারী অবগুণ্ঠনবতী, সেই জন্য তপস্বিনী তাঁহার অভিপ্রায় কি অবগত হইতে পারিলেন না। অনুমান করিলেন, কুমারী যেন তাঁহাকে

বলিলেন,—"[illegible] লোক করিলে চলিবে কেন?"

পরমহংস বলিলেন,—"বৎসে! এইবার শেষ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, বৎসে! হিন্দুদিগের তাহা সর্ব্বোপরি! বল যে যদি, পতি কিম্বা পুত্র ও হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষী হয়—"

কুমারী অশ্রুপূর্ণ নয়নে কম্পিতস্বরে বলিলেন,—

"যদি পতি,—এই টুকু বলিয়া একবার খাব হস্তদিয়া বাষ্পবারি নয়ন হইতে বিমোচন করিলেন। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

তপস্বিনী তাঁহার কর্ণকুহরে বলিলেন,—"বৎসে বল্ যদি পতি পুত্র ও হিন্দুধর্ম্ম, সনাতন হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী হয়—তাহা হইলে,—"

কুমারী পুনরায় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—

"যদি পতি পুত্রও—" এই কথাটি বলিয়া পুনরায় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। তৎপরক্ষণেই আবার বলিলেন, "যদি পতি পুত্র ও হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষী হয় তাহা হইলে—"

পরমহংস পুনরায় বলিলেন, "বৎসে! বল তাহা হইলে তাহাদিগের প্রতি হিন্দুদিগের বিরুদ্ধাচরণ জানিতে পারিলেও তাহা তাঁহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিব না বরং তাহাদিগের যাহাতে অনিষ্ট হয় তাহারই চেষ্টা করিতে সচেষ্ট থাকিব—"

কুমারী অনেক কষ্টে এগুলিও বলিলেন।

পরমহংস বলিলেন,—"আর এই টুকু বল, যদি নিজ হস্তে ও তাহাদিগের প্রাণবিনাশ করিতে উপদিষ্ট হই তাহাও করিতে সম্মত হইব, ইহাতে যদি অন্য মত করি তাহা হইলে এই পুষ্ট খবের সাক্ষাৎ তাম আজিও শাস্তি গ্রহণ করিব।"

কুমারী শেষ প্রতিজ্ঞার শেষ আবৃত্তি করিতে অনেক সময় লইয়া

[illegible] তাহাই বলিয়াছিলেন।

তাহার প্রক্রিয়া শেষ হইলে পর, পরমহংস তাঁহার অবগুণ্ঠন খুলিতে বলিলে কুমারী নিজ অবগুণ্ঠন খুলিলেন, সমবেত যোদ্ধৃবর্গও সকলে নিজ নিজ মুখ হইতে মুকস খুলিয়া ফেলিলেন। কেবল যোগীর চতুষ্পার্শ্বে বিরা-সনোপবিষ্ট অষ্টব্যক্তি তখনও মুখাবরণ খুলিল না।

আহা! সকলে কুমারীর কি অনির্বচনীয় বদন শোভা সন্দর্শন করিল। কুমারীর বদন যদিও তখন হাস্যশূন্য, যদিও কুমারীর অপাঙ্গে বাষ্পকণা রহিয়াছে, তথাচ তাঁহার বদনের রমণীয়তার কিছিমাত্র ম্লান হয় নাই। নয়নাপাঙ্গে বারিকণা যেন পদ্মপলাশে শিশির বিন্দু সদৃশ শোভা বিস্তার করিতেছে। কেহ কেহ কুমারীর মুখখানি দেখিবামাত্র আশ্চর্য্য; কেহবা বলিয়া উঠিল, একি আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না স্বপ্ন ত নহে, যাহা মনে করিতেছি, যাঁহাকে অনুমান করিতেছি ইনিত তিনিই। পাঠক মহাশয়! এ কুমারীটিকে জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইতে পারেন। কিন্তু এই কুমারীর সবিশেষ পরিচয় দিতে এক্ষণে আমরা অপারক। কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে ইনিই সেই সুন্দরী ষোড়শী গিরিজিনি, যিনি আমাদিগের উপন্যাসের প্রারম্ভে যমুনাপুলিনে ক্রন্দন করিয়াছিলেন ও যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এবং ইঁহাকেই তপস্বিনী নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার করেন।

পরমহংস, সমবেত সংগ্রাম-প্রিয় যোদ্ধৃগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে তোমাদিগের নবরাজ্ঞীকে দর্শন করিলে, কেহ কেহ কুমারীর অলৌকিক ধর্ম্ম পরায়ণতা অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ। ভ্রাতৃগণ, কালিকার কৃপায় কি না হইতে পারে, জগৎ—প্রসবিনীর কাছে অসম্ভব কি আছে। এখন ভ্রাতৃগণ! কায়মনে হিন্দুধর্ম্মের উৎসাহে উৎসাহী হও।"

পরমহংস কুমারীকে বলিলেন—"মহারাজ্ঞি! আপনার অনুমতি হইলে দ্বিতীয় সিন্দুকটি উদ্ঘাটন করি। এই ছুরিকা খানি [illegible] করুন।" এই বলিয়া পরমহংস একখানি শাণিত ছুরিকা কুমারীর [illegible] দিলেন, কুমারী ছুরিকা খানি গ্রহণ করিয়া পরমহংসকে ব[illegible]—"অপর সিন্দুকটি খুলুন, ছুরিকা কেন? ছুরিকা দিয়া কি করিতে [illegible]।" এই বলিয়া কুমারী পরমহংসের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলে[illegible]। পরমহংস সিন্দুকটি খুলিয়া কুমারীকে বলিলেন,—"বৎসে! আর [illegible] করিতে হইবে না, কেবল এই সিন্দুকস্থ ব্যক্তির হৃদয়ে একবার [illegible]কাঘাত করিতে হইবে।" এই বলিয়া পরমহংস কুমারীকে সিন্দুকস্থ [illegible]কে দর্শাইয়া বলিলেন,—

"বৎসে ঐ ছুরিকার দ্বারা ইহার হৃদয় বিদারণ কর।"

কুমারী সিন্দুকস্থ ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন,—"একি! একি!! অ্যাঁ একি!!! এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিতা হইলেন।

কুমারীকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া ঐ নিম্নাসনোপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে হইতে একজন ব্যক্তি দ্রুত গতিতে কুমারীর নিকট উপনীত হইলেন। তপস্বিনী কুমারীকে অঙ্কে লইয়াছেন দেখিয়া, ঐ ব্যক্তি শীঘ্র অপর একটি গৃহ হইতে একটু জল আনিলেন, এবং কুমারীর বদনে সেচন করিতে লাগিলেন।

পরমহংস এইরূপ ব্যাপার অবলোকন করিয়া সমবেত ব্যক্তিগণকে বলিলেন,—"ভ্রাতৃগণ! অদ্য মহারাজ্ঞী মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন অদ্য সভা ভঙ্গ করা গেল। অদ্য রজনীতে নব ভ্রাতৃগণের শপথ গ্রহণ ক্ষান্ত রহিল। সমবেত ব্যক্তিগণ বলিল,—"গুরো! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। এক্ষণে আপনার অনুমতি হইলে আমরা বিদায় হই।"

পরমহংস বলিলেন,—

ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে তোমরা বিদায় লইতে পার।”

সমবেত লোকসমূহ ক্রমে ক্রমে ঐ কক্ষ হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। সেই প্রশস্ত কক্ষ এক্ষণে নিস্তব্ধ—জনশূন্য। কেবল তপস্বিনী কামিনীর মস্তক অঙ্কে লইয়া উপবিষ্ট, একজন ব্যক্তি কামিনীর মুখে সলিল সেচন করিতেছে এবং সিদ্ধপুরুষ তথায় দণ্ডায়মান।

পরমহংস তপস্বিনীকে বলিলেন,—

“তাপসি! কোন চিন্তা নাই। কুমারী অচিরকাল মধ্যেই চৈতন্য লাভ করিবেন। পরমহংস পুনরায় উপস্থিত ব্যক্তিকে বলিলেন,—“ভ্রাতঃ! তুমি এখনও যাও নাই? তবে এক্ষণে তুমি মুখাবরণ খুলিতে পার।” ঐ ব্যক্তি নিজ মুখাবরণ খুলিলেন, এবং পরমহংসকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—“গুরো! আমাদিগের মহারাণীকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া আমি যাইতে পারি নাই। ঐ ব্যক্তি এই শেষোক্ত কথাগুলি একটু কম্পিত স্বরে বলিলেন। পুনরায় ও ব্যক্তি পরমহংসকে বলিলেন “গুরো! কোন ভয় নাই। আমাদিগের রাজ্ঞী অচিরকালমধ্যেই চৈতন্য লাভ করিবেন।”

পরমহংস বলিলেন,—“ভ্রাতঃ, কুমারী অচিরাৎ চৈতন্য লাভ করিবেন।”

পরমহংসের কথা শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যক্তির মুখ হাস্যপূর্ণ হইল, তাঁহার বদনের ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার অন্তর হইতে কোন আন্তরিক দুঃখ দূর হইল। এমন সময় সেই গৃহে একজন মুখসধারী ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া পরমহংসকে বলিল,—“গুরো! অদ্য রজনীতে দুই জন মুসলমান গুপ্তপথে ধৃত হইয়াছে।”

পরমহংস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—

“গুপ্তপথে যবন কি প্রকারে আসিল। কৈ তাহারা কোথায়? এখনি আমি তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করি। হায়! হায়! তাহারা কোন কক্ষে আছে?”

বার বলিল,—"উভয়ো তাহারা কালিকাদেবীর সম্মুখের কারাগৃহে আছে।"

বারর তপস্বিনীর দিকে দৃষ্টি পড়িল, কুমারীকে তপস্বিনীর অঙ্কে অচেতন দৃষ্টি করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—"একি?"

পরমহংস বারর কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন,—"ভ্রাতঃ! নবরাজ্ঞী মূর্চ্ছা গিয়াছেন। তিনি পুনরায় বারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভ্রাতঃ! এই সিন্দুক দুইটি রাখিয়া আইস," এই বলিয়া সিন্দুক দুইটি বন্ধ করিয়া দিলেন।

বার দুইবারে দুইটি সিন্দুক অপর গৃহে রাখিয়া আসিল।

পরমহংস বলিলেন,—

"ভ্রাতঃ! দুরাত্মা যবন দিগের বিশেষ শাস্তি বিধান করিব," চল, শীঘ্র তাহাদিগের নিকট গমন করি।" এই বলিয়া পরমহংস তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বারও চলিয়া গেল।

পরমহংস ও অপর ব্যক্তি প্রস্থান করিলে পর, তপস্বিনী আপনা আপনি কি বলিতে লাগিলেন, ইতঃস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, পরে নিকটের ব্যক্তিকে বলিলেন,—"বৎস! তুমি যদি এই স্থানে অপেক্ষা কর, তাহা হইলে কিছুকালের নিমিত্ত আমি বিদায় হই, আমার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। কুমারীর চেতন হইলেই তুমি কুমারীকে বলিও আমি কালিকার সম্মুখস্থ কারাগারে গিয়াছি, তাহা হইলেই কুমারী বুঝিতে পারিবেন; কুমারী এখনি চৈতন্য লাভ করিবেন।"

ঐ ব্যক্তি বলিলেন,—

"মাতঃ! আপনি যাইতে পারেন, আমি এখানে অপেক্ষা করিতেছি।"

তপস্বিনী কিঞ্চিৎভাবিয়া ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন,—

"দেখ বৎস! চল কুমারীকে লইয়া ঐ পশ্চিম দিকের কক্ষে শয়ন

করি, কুমারীর এখানে কষ্ট হইতেছে?" ঐ ব্যক্তি বলিলেন,—"মাতঃ! আপনার যাহা অনুমতি হয়।"

উভয়ে অচেতনা কুমারীকে ধরাধরি করিয়া সেই পশ্চিম দিকের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এবং কুমারীকে একটি শয্যায় শয়ান করাইলেন।

তপস্বিনী ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন,—"বৎস! তুমি এখানে অপেক্ষা কর তবে আমি বিদায় হই।"

ঐ ব্যক্তি বলিলেন,—"মাতঃ! আপনি আসুন!"

তপস্বিনী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তপস্বিনী তথা হইতে প্রস্থান করিলে পর, ঐ ব্যক্তি ঐ কুমারীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"হে জগৎপিতা! আপনার দয়া অনির্বচনীয়, আপনার ইচ্ছায় কিনা হইতে পারে, যাহার জন্য সমস্ত গিরি গুহা অন্বেষণ করিয়াছি, যাহার জন্য পৃথিবীর সমস্ত স্থান পর্যটন করিয়াছি, যাহার জন্য হতাশ হইয়াছিলাম যাহার জন্য জীবনে বিড়ম্বনা জ্ঞান করিতেছিলাম, তাহাকে যে অদ্য রজনীতে এই স্থানে দেখিতে পাইব, তাহা আমি স্বপ্নেও বোধ করি নাই। কেবল আপনারি প্রভাবে, আপনারি অতুল্য দয়ায়, অদ্য রজনীতে আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল।" এই বলিয়া তিনি কুমারীর হস্ত গ্রহণ করিলেন এবং কুমারীর বদন প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

এই ব্যক্তির বয়ক্রম আন্দাজ ১৯।২০ বৎসর। দেখিতে অতিশয় সুপুরুষ অত্যন্ত বলশালী, কিন্তু তাঁহার বদন প্রতি দৃষ্টি করিলেই বলা যায়, যে তিনি অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। কিসের ক্লেশ? কেন সহ্য করিয়াছেন? এ প্রশ্ন দুটির উত্তর তিনি ব্যতিত অন্য কে দিতে পারিবে। যুবকের যোদ্ধৃবেশ, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যে, তিনি একজন 'অসিযুদ্ধ' তরবারি বিশারদ। ঐ ব্যক্তি কুমারীর হস্তে একটি চুম্বন করিলেন, কুমারীর

চেতন হইল। রাজকুমারী চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—" [illegible] আমি কোথায়! এ কি ঘর? সকলে কোথায়? তুমি কে? আহো! সত্য সত্যই [illegible]—" এই কথা বলিতে বলিতে কুমারীর কণ্ঠ রোধ হইল, নয়ন দিয়া অবিরত বাষ্পবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল।

যুবক কামিনীর পুনরায় হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—

" প্রিয়ে স্বপ্ন নহে, আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না, আমি তোমার চির পদাশ্রিত নহর। তোমাকে যে পুনরায় দেখিতে পাইব, পুনরায় যে তোমার বাক্য পীযূষ পান করিব, তোমার সহিত যে এখানে এ অবস্থায় [illegible] করি নাই।" এই বলিয়া কুমারীর গণ্ডে পুনরায় একটি চুম্বন করিলেন। কুমারী শিহরিয়া উঠিলেন নিজ হস্ত নহরের হস্ত হইতে সরাইয়া লইলেন, এবং শয্যা হইতে ভূমিতে নামিয়া দাঁড়াইলেন। কুমারীও সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া নহরের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন,—"এ কি! আজ কি আমি কোন ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালাক্রান্ত হইয়াছি, না যথার্থই—"

এই কথাটি শেষ হইতে না হইতেই নহর কুমারীর পার্শ্বে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং কুমারীর হস্ত নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—

"প্রিয়ে ইন্দ্রজাল নহে, যথার্থই তোমার নহর অদ্য তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান।"

কুমারী নহরের হস্ত হইতে নিজ হস্ত সরাইয়া লইলেন এবং নহরের মুখপানে চাহিয়া সজল নয়নে বলিলেন,—

"নহর আমাকে স্পর্শ করিও না।"

নহর বলিলেন,—"কেন! কেন! রাজকুমারি কেন তোমায় স্পর্শ করিব না।"

কুমারী তাহার কথায় উত্তর না দিয়া পুনরায় আপনা আপনি বলিতে

লাগিলেন,—"তবে সত্যই কি নিষ্ঠুর,—" এই [illegible]
দিয়া নয়নবারি বিমোচন করিলেন।

নহর কুমারীকে বলিলেন,—

"প্রিয়ে সত্য সত্যই নিষ্ঠুর কি ?"

কুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে নহরকে বলিলেন,—

"নহর কাহাকে প্রিয়ে বলিতেছ, এ পৃথিবীতে আমাদিগের [illegible] সম্বন্ধ উঠিয়া গিয়াছে, আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি অপরের হইয়াছি।"

নহর কুমারীর এই কথা শ্রবণমাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মস্তকে হঠাৎ যেন অশনি পাত হইল। নহর আশ্চর্য্য হইয়া নিষ্ঠুরা কামিনীর মুখপানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"না—না—রাজকুমারি ! আমার পরিহাস করিওনা, দুই বৎসরের পর দেখা, এখন কি পরিহাসের সময় ?"

কুমারী অশ্রুনয়নে গদ গদ স্বরে বলিলেন,—

"নহর ! আমি কি তোমায় কখন পরিহাস করিয়াছি, না করিতে পারি ; নহর ! আমি কখনই মনে করি নাই যে, আমার এই জন্ম হতে আমি অপরের হইব।" এই বলিয়া কামিনী রোদন করিতে লাগিলেন।

নহর বলিলেন,—

"রাজকুমারি ! সরোজিনি ! সত্য সত্যই কি তোমার অমতে তোমার পিতা তোমার—"

সরোজিনী বলিলেন,—

"হাঁ আমার অমতে আমার পিতা আমার—"

নহর শুষ্ক মুখে বলিলেন,—

"সরোজিনি ! কাহার সঙ্গে—"

সরোজিনী নহরের কর্ণকুহরে কি বলিলেন। নহর আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—"রাজকুমারি !

মহর ! তপস্বিনী কোথায় গেলেন ?"

মহর বলিলেন,—"সরোজিনি ! তিনি কালিকার মন্দিরে [illegible] গিয়াছেন।

সরোজিনী অপরিস্ফুট বচনে বলিতে লাগিলেন,—"আর আমার [illegible]দিগের জীবন শেষ হইয়াছে।" সরোজিনী মহরের দিকে চাহিয়া মহরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর ! তুমি এখানে কত দিন আসিয়াছ ?"

মহর বলিলেন,—"[illegible] ! গত কল্য দিল্লীতে পৌঁছিয়াছিলাম, আজ এখানে,—"

সরোজিনী বলিলেন,—"হাঁ সেই জন্য সেদিন তোমাকে দেখিতে পাই নাই।"

সরোজিনী সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, সভাগৃহ অতিক্রম করিলেন। পরে বাহিরে আসিয়া একটী ঘোটকীর উপর আরোহণ করিলেন। মহর পশ্চাতে ঘোটকীর বল্গা ধারণ করিয়া চলিতে লাগিলেন, অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাঁহারা একটি মসিদের অভ্যন্তরস্থ গুপ্ত দ্বার দিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানটি নিস্তব্ধ, কেবল দুই জন শ্মশ্রুধারী মৌলবী তথায় বসিয়া আছেন, এবং তাঁহারা মধ্যে মধ্যে কোরান পাঠ করিতেছেন, সেই মসিদে একটিমাত্র দীপ জ্বলিতেছে। মৌলবীদ্বয় কুমারীকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিলেন, কুমারী তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া [illegible] মসিদের বাহিরে আসিলেন।

মহর কুমারীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন,—"এ যবনদ্বয় কে ?"

কুমারী হাস্য করিয়া বলিলেন,—"হা—হা—হা, মহর ! তুমি বুঝি উহাদিগকে যবন মনে করিয়াছ। উহাদিগের ন্যায় হিন্দু হিন্দুস্থানে অতি বিরল।"

মহর বলিলেন,—"তবে উহাদিগের যবন বেশ কেন ?"

মনোমোহিনী বলিলেন,—"তাহার কারণ শীঘ্রই জানিতে পারিবে!"

পুনরায় তিনি মদনকে বলিলেন,—"মদন! অদ্যকার মতন বিদায়,—"এই বলিয়া মনোমোহিনী অশ্ব চালন করিয়া নিমেষ মধ্যে মদনের দৃষ্টিপথের অন্তর হইলেন। মদন অপর দিকে চলিয়া গেলেন। কুমারী ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থের বন অতিক্রম করিয়া দিল্লীর রাজউদ্যান সাহাবাগে প্রবেশ করিলেন, তথা হইতে যে কোথায় গেলেন, তাহা আমরা একণে বলিতে পারি না। বোধ হইল যেন তিনি সাহাবাগে অশ্ব সহিত মিলাইয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চম্পাকলিকা ও প্রবীণা চম্পাকলিকার শয়নগৃহ হইতে প্রস্থান করিলে পর, সেই বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি বটবৃক্ষ তলায় করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—"অহো! আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, অম্বরাধিপতি এক জনের নিমিত্ত আমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছিলেন, আমি তাঁহার পাদপদ্মে দুইটী প্রস্ফুটিত পদ্ম উপহার দিতে সক্ষম হইব।" এই কথা বলিয়া তিনি দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে রাজ-অন্তঃপুর হইতে দুইজন যুবক রাজ পথে উপস্থিত।

প্রথম যুবকের বয়স আন্দাজ ১৭ বৎসর, বদন শ্মশ্রু রাজিতে সুশোভিত, নয়নদ্বয় আয়ত, ললাট চৌরস, চিবুক অতিশয় মনোহর, অঙ্গের গঠন নির্দোষ, হস্ত পদাদি দেখিলেই বলা যায় যে যুবক কোমলাঙ্গ,—তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিলে রাজপুত্র বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয় যুবকের বপুঃ অধিকতর মনোহর। তাঁহার বর্ণ কিঞ্চিৎ শ্যাম, বক্ষ এবং বপুর আয়তন প্রথম যুবকের আয়তন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, বয়স আন্দাজ ১৭।১৮। যুবকদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের ভাব দেখিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহারা বন্ধুতাপাশে দৃঢ়াবদ্ধ।

একজন অপর জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"চম্পক! কোতোয়ালগড় এ স্থান হইতে দুই ক্রোশ, তুমি কি এক পদ চলিতে পারিবে?"

চম্পক কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন,—"প্রমোদ! একখানা এক্কা পাইলে ভাল হইত।"

প্রমোদ বলিলেন,—"চম্পক! চল, বাজারের নিকট দেখিগে যদি একখানি এক্কা পাই।" চম্পক বলিলেন,—"বেশ চল।" এই বলিয়া উভয়ে বাজারাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা বাজারের নিকট উপস্থিত হইয়া, একখানা এক্কাতে একটি ঘোর কাল রঙ্গের ঘোটক যোজিত, ঘোটকের বল্গাধারী একজন ব্যক্তি শিস দিয়া একটি গান গাইতেছে দেখিতে পাইলেন। এক্কাখানি দেখিবামাত্র উভয়েই অতিশয় আনন্দিত হইলেন। প্রমোদ অগ্রসর হইয়া ঐ ঘোটক বল্গাধারী ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"ওহে ও এক্কাওয়ালা! ভাড়া যাবে?"

এক্কাওয়ালা গানেই উন্মত্ত। প্রমোদ পুনরায় এক্কাওয়ালাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এক্কাওয়ালা! ভাড়া যাবে?" এক্কাওয়ালা তবুও গানে উন্মত্ত। প্রমোদ এক্কাওয়ালার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"এক্কাওয়ালা! আমার কথা শুনিতে পাচ্ছ না, যাবে যে বোধিত দেখতে পাই।"

এক্কাওয়ালা পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রমোদকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করি-

লেন। পরে একাওয়ালা প্রমোদকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়! কোথা যাবেন?"

প্রমোদ বলিলেন,—"কোতোয়ালগড়।"

একাওয়ালা বলিল,—"কত ভাড়া পাব।"

প্রমোদ বলিলেন,—"তুমি কত চাও?"

একাওয়ালা বলিল,—"মহাশয়! যাবা আসবার কি?"

প্রমোদ বলিলেন,—"হাঁ।"

একাওয়ালা বলিলেন,—"এত রাত্রিতে একটি স্বর্ণ মুদ্রার কম যাব না।"

প্রমোদ বলিলেন,—"আচ্ছা তাই পাবে।"

একাওয়ালা বলিল,—"আচ্ছা মহাশয়! তবে উঠুন।"

প্রমোদ চম্পকের হস্ত ধরিয়া একাতে উঠিবেন এমন সময় একাওয়ালা বলিল,—"মহাশয়! আপনারা দুজনে যাবেন?"

প্রমোদ বলিলেন,—"হাঁ।"

একাওয়ালা বলিল,—"মহাশয়! আমি মনে করিয়াছিলাম একজন, আপনারা দুজনে গেলে ভাড়া বেশি দিতে হইবে।"

"প্রমোদ ও চম্পক একার উপর বসিয়া একাওয়ালাকে বলিলেন,—ভাড়ার জন্য কোন চিন্তা নাই, বেশি দেওয়া যাবে, এখন শীঘ্র গাড়ি চালাও।"

একাওয়ালা অশ্ব চালন করিবে এমন সময় একজন রাজপ্রহরী তথায় আসিয়া বলিল,—"একা কোথায় যাবে।" একাওয়ালা নিজ কটিবন্ধনীর ভিতর হইতে একটি স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া প্রহরীর হস্তে দিয়া চুপে চুপে বলিল,—"কোতোয়ালগড়।" প্রহরী হস্তে সুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। একাওয়ালা তথা হইতে বেগে একা চালান করিল।"

প্রহরী একদৃষ্টে একাখানির দিকে চাহিয়া রহিল, একা নয়ন পথের অতীত হইলে পর, প্রহরী আপনা আপনি বলিতে লাগিল, কাজটা ভাল করিলাম না, একাওয়ালাকে কখন দেখি নাই, তাহাকে এদেশের লোক বলিয়াও বোধ হয় না, তবে এত রাত্রিতে দুইজন তরুণ বয়স্ক যুবককে লইয়া যাইতে দেওয়া ভাল হয় নাই। যুবকদ্বয়ের পরিচ্ছদে ভদ্রসন্তান বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদিগের নিকট অর্থ থাকিবারও সম্ভাবনা। এখন অর্থের নিমিত্ত অনর্থ না ঘটিলেই ভাল। সে পুনরায় আপনা আপনি বলিতে লাগিল কেন আমার ত যৎকিঞ্চিৎ হইয়াছে, তবে পরের জন্য কেন চিন্তা করিয়া মরি। এই বলিয়া প্রহরী তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে একাওয়ালা বেগে একা চালাইতে চালাইতে এই গানটি গাইতে লাগিল।—

প্রণয় কি প্রতাপমে বলিহরি যাই।
রাধেকি খাতিরমে দাস ভেইল কানাই॥
আয়ানকি ডরপর, গোপবধূ মনচোর,
বনমে ভেইল কালিমাই।
বুরবক্ গোয়ালা, নহি পছানে কালা।
বলে রাধা পূজে কালিমাই॥

প্রমোদ একাওয়ালার সঙ্গীতটী শ্রবণ করিয়া চম্পকের গা টিপিল, চম্পক একটু মুচ্‌কিয়া হাসিল এবং প্রমোদের কর্ণে কি বলিতে লাগিল।

এদিকে ক্রমে ক্রমে আকাশ ফর্‌সা হইয়া আসিল, নিশানাথ নিশার প্রিয়সহচরী তারকাগণের সহিত, অস্ত পথে ক্রিড়া কৌতুক করিতে লাগিলেন।

একাওয়ালা পুনরায় উপযুক্ত গজলটী গাইয়া তাহার সহিত এই নিম্নলিখিত চরণটী গাইল।—

হাম কব আরাম হোতা, কারকে লাঠি কি গোঁতা।
কালি কি করতে হি কানাই॥

প্রমোদ একাওয়ালাকে বলিলেন,—"কোতোয়া[illegible] মা এই পথ দিয়া যাইতে হয়, তুমি এ পথে আসিলে কেন?"

একাওয়ালা প্রমোদের কথায় উত্তর দিল না। বেগে একা চালান করিতে লাগিল। প্রমোদ পুনরায় একাওয়ালাকে বলিলেন—"ওকি! তুমি কোন্ পথে যাইতেছ? থাম, তোমার পথ ভুল হইয়াছে। থাম্, থাম।"

একাওয়ালা প্রমোদের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্বিগুণ বেগে একা চালান করিতে লাগিল।

চম্পক বিস্মিত হইয়া প্রমোদকে বলিলেন,—"প্রমোদ! তবে আমরা কোথা যাইতেছি?"

চম্পক একাওয়ালার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"বাপু! আমাদের কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

একাওয়ালা,—"আবার কোথা, কোতোয়ালগড়।" চম্পকের কথায় এইমাত্র উত্তর দিয়া সে আরও বেগে অশ্ব চালান করিতে লাগিল।

চম্পক প্রমোদকে বলিলেন,—

"কেন প্রমোদ! তবে আমরা ত কোতোয়ালগড়েই যাইতেছি।

প্রমোদ চম্পকের কর্ণে কি বলিলেন, চম্পক শুনিবামাত্র ভয়ে জড়সড়, প্রমোদের মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। চম্পকের ঐরূপ ভাব অবলোকন করিয়া প্রমোদ একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন অদূরবর্ত্তী একটী অট্টালিকা দেখিতে পাইয়া চম্পকের কর্ণে পুনঃ কি বলিলেন। প্রমোদের কথা শুনিয়া চম্পকের এবার একটু যেন সাহস হইল।

প্রবোধ একাওয়ালাকে বলিলেন,—"ওহে বাবু শায়ক! বোধ হয় আমারই ভুল হইয়াছিল, কোতোয়ালগড় পৌঁছিতে আর কতক্ষণ লাগিবে।

একাওয়ালা বলিল,—"আর বিলম্ব নাই, পৌঁছিয়াছি বলিলেই হয়।"

প্রবোধ পুনরায় একাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ সম্মুখস্থ অট্টালিকাটী কার?"

একাওয়ালা বলিল,—"যে থাকে তার।"

"প্রবোধ পুনরায় একাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি ওখানে এখন কেহই নাই।"

একাওয়ালা হাসিয়া বলিলেন,—"না, ঐ খানে যে অবধি সেই সাধুপ্রসাদ শ্রেষ্ঠী সপরিবারে খুন হইয়াছে, সেই অবধি ঐ অট্টালিকায় আর কেহই বাস করে না।

প্রবোধ ভীত হইয়া পুনরায় একাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে কি ঐ অট্টালিকাটি খাবাসগণের শ্মশানপুরী।

একাওয়ালা একটু বিকট হাস্য করিয়া বলিল,—"তা নয়ত কি?"

একাওয়ালার বিকট হাস্য শ্রবণ করিয়া চম্পকের আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তিনি প্রবোধের কর্ণে কি বলিলেন। প্রবোধ একাওয়ালাকে বলিলেন,—"ওহে ধূর্ত! অর্থ চাওত আমাদিগকে কোতোয়ালগড়ে লইয়া যাও, যত চাহিবে ততই পাইবে।"

একাওয়ালা উচ্চহাস্য করিয়া বলিল,—"কোতোয়ালগড় না হইয়া এই যে খাবাসগণের শ্মশানপুরী! এই বলিয়া সেই অট্টালিকার তোরণ মধ্যে একা চালন করিল। তোরণের দ্বার একার পশ্চাৎ আপনি বন্ধ হইয়া গেল। একাওয়ালা একা থামাইয়া একটি বংশির আওয়াজ করিল, বংশিধ্বনি হইবা মাত্র সেই অট্টালিকার একটি দ্বার খুলিয়া একজন লোক বাহিরে আসিল।

একাওয়ালা, ঐ ব্যক্তিকে কি বলিল, ঐ ব্যক্তি আশ্চর্য্য হইয়া যুবক-দ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

একাওয়ালা যুবকদ্বয়কে বলিল,—"তোমরা যদি প্রাণের আশা কর [illegible] চলে আইস।"

প্রমোদ চম্পকের কর্ণে কি বলিলেন।

চম্পক ও প্রমোদ উভয়েই তাহাকে বলিলেন,—"কোথায় যাইতে হইবে চল।"

একাওয়ালা বলিল,—"এইদিকে আসুন।" এই বলিয়া যুবকদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সেই অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল।

অট্টালিকা ঘোর অন্ধকারে আবৃত। প্রমোদ, অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন,—"উঃ বড় অন্ধকার যদি দীপ থাকে তবে শীঘ্র লইয়া আইস, অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

একাওয়ালা বলিল,—এইখানে একটু অপেক্ষা করুন, দীপ আনিতে বলে। ক্ষণেক পরেই তাহার সঙ্গি একটি আলোক লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, তাহা দেখিয়া প্রমোদের মনে কতকটা ভরসা হইল। প্রমোদ চম্পকের কর্ণে পুনরায় কি বলিলেন। দীপসহকারে একাওয়ালা তাঁহাদিগকে লইয়া অট্টালিকার ভিতরে একটি কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। এবং সঙ্গিকে দীপটি একটি পিলসুজের উপর রাখিতে আদেশ করিল। একাওয়ালার কথায় তাহার সঙ্গি দীপটি পিলসুজের উপর রাখিল।

সেই কক্ষটি ক্ষুদ্র, কোন দিকেই গবাক্ষ নাই। কেবল চতুর্দ্দিকের ভিত্তিগুলিতে দুইটি করিয়া ছিদ্র আছে, যখন দ্বারটী রুদ্ধ থাকে তাহার দ্বারাই কক্ষে বায়ু ও চন্দ্রসূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করে।

কক্ষে আসবাবের মধ্যে একখানি ছোট পর্য্যঙ্ক তাহাতে একটি শয্যা আর ঐ পিত্তলের দীপাধার, ইহা ব্যতিত ঐ কক্ষে আর কিছুই নাই।

একাওয়ালা বলিল,—“সখি! ভাই! যাও একটু জল আহরণ কর।”

একাওয়ালার সখি একাওয়ালাকে বলিল,—“না ভাই! তুমি পরিখা হইতে জল আহরণ কর, আমি অন্ধকারে সলিল আনিতে যাইতে পারিব না।”

একাওয়ালা যুবকদ্বয়ের মুখপানে চাহিয়া তাহার সঙ্গিকে বলিল,—“আমি গেলে এখানে থাকিবে কে?”

“আমি থাকিব।” এইমাত্র তাহার সখির উত্তর।

“সাবধান যেন যুবকদ্বয় পলায়ন না করে, আমি জল আনিলাম ব'লে” এই বলিয়া একাওয়ালা গাত্রোত্থান করিল।

তাহার সঙ্গি বলিল,—সেজন্ত তোমায় চিন্তা করিতে হইবে না। তুমি যাও।” একাওয়ালা তথা হইতে প্রস্থান করিলে পর, একাওয়ালার সঙ্গি দ্বারে আসিয়া উপবেশন করিল।

প্রমোদ চম্পকের কর্ণে কি বলিল, চম্পক প্রমোদের কর্ণে তাহার কি উত্তর দিল, এইরূপ যুবকদ্বয় কিছুক্ষণ কানে কানে কথা কহিয়া কি যুক্তি স্থির করিলেন। প্রমোদ নিমেষ মধ্যে দীপটি নির্ব্বাণ করিয়াদিলেন। তৎপরে ঠকাস্ করিয়া কিসের শব্দ হইল। একজন চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎপরক্ষণেই সর্ সর্ করিয়া কিসের শব্দ হইল,তাহার কিছুক্ষণ পরেই পুনরায় আবার সর্ সর্ শব্দ, তৎপরেই গৃহ নিস্তব্ধ।

অট্টালিকার প্রাঙ্গণ দিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে দুইজন যুবক তোরণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, একাওয়ালা এক কলসি জল আনিতেছে, দেখিবা মাত্র প্রমোদ চম্পককে বলিল,—“ভাই! সর্ব্বনাশ, যাহা আশঙ্কা করিয়াছি তাহাই হইল। ভাই! তুমি পালাও।”

চম্পক প্রমোদকে বলিলেন, “ভাই তোমার দশা কি হইবে।”

প্রমোদ বলিল,—“কি আর হইবে আজ পার কাল পার তুমি আমার

উদ্ধার করিত।" প্রমোদ চম্পককে ইতঃস্তত করিতে দেখিয়া বলিলেন, "পালাও, পালাও, পরিত্রাণ পাবে অনাকুলি দাও বেগে।" এই বলিয়া প্রমোদ তথা হইতে আসিয়া একাওয়ালাকে একটী ধাক্কা দিলেন, একাওয়ালার হস্ত হইতে মদের কলসি ভূমিতে পড়িয়া গেল, একাওয়ালা ধরাবিলুণ্ঠিত। প্রমোদ চম্পককে বলিলেন,—"ভাই। পালাও পালাও।" চম্পক ছুটিয়া তোরণ অতিক্রম করিয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন। প্রমোদও চম্পকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন যে একাওয়ালাও অতি বেগে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। পাছে একাওয়ালা চম্পককে ধৃত করে এই ভাবিয়া তিনি তথায় দাঁড়াইলেন, একাওয়ালা আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিল। পরে সে প্রমোদকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিল, তোমার চাতুরীর শাস্তি তোমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।" এই বলিয়া একাওয়ালা তাহাকে টানিয়া পুনর্ব্বার অট্টালিকার তোরণ মধ্যে প্রবেশ করিল। তোরণের দ্বার বন্ধ হইল।

একাওয়ালা প্রমোদকে লইয়া অট্টালিকার মধ্যে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিবে এমন সময় অট্টালিকার ভিতর হইতে একাওয়ালার সখি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। একাওয়ালা রাগত হইয়া নিজবন্ধুকে বলিল,— "বেস দিব্য রক্ষা করিয়াছিলে।"

তাহার বন্ধু বলিল,—"আমি পিলসুজের আঘাতে অচেতন হইয়াছিলাম, কি করিব?"

একাওয়ালা বলিল—"যাও, যা হবার তা হইয়াছে একণে শীঘ্র একা সজ্জিত কর, এস্থানে আর থাকা হইবে না।" তাহার বন্ধু আদেশমত একাতে ঘোটক সংযোজন করিতে গমন করিল।

এদিকে চম্পক কিছুদূর দৌড়িয়া আর দৌড়িতে পারিলেন না, একটী

নির্জ্জন স্থানে বসিয়া পড়িলেন; তাঁহার শুষ্ক মুখ শুষ্ক, পরিচ্ছদে শরীর ক্লান্তির স্রাব। প্রস্বেদের অবর্গলে বসন ভিজা বাসাথারা বিগলিত হইয়া স্থান প্লাবিত করিতেছে। এমন সময়ে একজন অশ্বারোহী পুরুষ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং চম্পককে ঐরূপ অবস্থাতে পতিত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"যুবক! এ নিশীথ সময়ে তুমি এই স্থানে একাকী [illegible] রহিয়াছ কেন?"

ঐ অশ্বারোহী পুরুষ চন্দ্রকিরণে ঐ যুবককে রোদন করিতে দেখিয়া, নিজ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, যুবকের কর গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যুবক! তুমি এমন সময় এ অবস্থায় কেন?" যুবক ঐ ব্যক্তির হস্ত হইতে নিজ হস্ত সরাইয়া লইলেন এবং তাঁহার মুখপানে সতৃষ্ণনয়নে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যে বিশাল-বলশালী একজন রূপবান্ ব্যক্তি তাঁহাকে ঐরূপ প্রশ্ন করিতেছেন।

চম্পক আগন্তুক ব্যক্তির কটিবন্ধনী হইতে বিশাল তরবারী দোদুল্যমান, তদুপরি দুইটী পিস্তল, কটিবন্ধনীর দক্ষিণপার্শ্বে একখানি ছুরিকা সংলগ্ন এবং তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাকে একজন [illegible] বীরপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিলেন।

চম্পক প্রশ্নকর্ত্তার কথা শুনিবামাত্র একটু আশ্বাসিত হইলেন এবং প্রশ্নকর্ত্তাকে বলিলেন,—"মহাশয়! ঐ দূরবর্ত্তী অট্টালিকায় আমাকে ও আমার সঙ্গিকে একজন একাওয়ালা লইয়া গিয়াছিল, কেন লইয়া গিয়াছিল, কি দুরভিসন্ধিতে লইয়া গিয়াছিল, তাহার সবিশেষ কিছুই আমরা জানিতে পারি নাই, কৌশল দ্বারা অট্টালিকা হইতে আমরা পালাইয়া ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমার সঙ্গি আমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বোধ করি ধরা দিয়াছেন। দুরাত্মারা যে আমার সঙ্গির

হুণা এক্ষণে কি করিয়াছে তা আমি বলিতে পারি না। আপনি আমার বন্ধুকে দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন?"

আগন্তুক বলিলেন,—"তাহার বিচিত্র কি, কোথায় তোমার বন্ধু আছেন চল, এখনি তাঁহাকে দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া দিতেছি।"

চম্পক স আহ্লাদিত হইয়া আগন্তুককে বলিলেন,—

"মহাশয়! আপনি যদি আমার সখিকে উদ্ধার করিয়া দেন, তাহা হইলে এজন্মে আপনার এ উপকার আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না।"

আগন্তুক বলিলেন—"এ আবার উপকার কি, মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে প্রাণপণে বিপদ্‌গ্রস্তদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। চল কোথায় তোমার সখি আছেন আমাকে দেখাইয়া দাও।"

চম্পক আগন্তুককে বলিলেন,—

"চলুন।" এই বলিয়া চম্পক ভূমি হইতে উঠিলেন।

আগন্তুক চম্পককে বলিলেন,—"যুবক তোমার কষ্ট হইয়াছে, তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, তুমি আমার অশ্বে আরোহণ কর—" চম্পক ক্ষণেক কি ভাবিলেন, পরে আগন্তুককে বলিলেন,—"আমি কি, মহাশয়! আপনি অশ্বের বল্গা ধরুন আমি আপনার পিছনে অশ্বের উপর বসিতেছি।" আগন্তুক অগ্রে যুবককে ঘোটক পৃষ্ঠে উঠাইয়া শেষে আপনি অশ্বারোহণ করিলেন এবং বেগে অশ্ব চালন করিয়া সেই অট্টালিকার নিকটে নিমেষ মধ্যে উপস্থিত হইলেন। অশ্বারোহী ব্যক্তিদ্বয় তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তোরণদ্বার বদ্ধ। তাঁহারা তথায় পৌঁছিবা মাত্র অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগে একখানি শকটাগমন শব্দ শুনিতে পাইলেন।

শকটাগমন শব্দ শুনিবামাত্র আগন্তুক ব্যক্তি যুবককে বলিলেন,—"দুষ্টেরা তোমার বন্ধুকে লইয়া বোধ করি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল।"

চম্পক কাতরস্বরে বলিলেন, "এক্ষণে উপায়!"

আগন্তুক অশ্বারোহী যুবকের বদন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেন কি মনে স্থির করিলেন, পরে চম্পককে বলিলেন, "তাহার উপায় হইবে।" তিনি পুনর্ব্বার চম্পকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায়?" চম্পক কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন,—"রূপনগর।"

আগন্তুক বলিলেন,"আচ্ছা তোমার সজির উদ্ধার আমি করিব, এক্ষণে আর এস্থানে অপেক্ষা করিলে কি হইবে চল, তোমায় তোমার বাটীতে রাখিয়া আসি।"

চম্পক শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া আগন্তুকের মনে দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি চম্পককে বলিলেন,—"যুবক! তুমি রোদন করিও না, তোমার সজির উদ্ধার আমি করিবই করিব।" এই বলিয়া তিনি ঘোটককে ফিরাইয়া রূপনগরাভিমুখে চলিলেন। কিছু পথ যাইয়া তিনি একবার চম্পকের দিকে ফিরিয়া দেখিলেন, চম্পক তখনও রোদন করিতেছেন। তিনি চম্পককে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—"সত্যই কি তাই, আবার বলিলেন—না—না, তা কখনই হইতে পারে না।" তিনি পুনর্ব্বার চন্দ্রকিরণে চম্পকের বদন নিরীক্ষণ করিয়া অগত বলিতে লাগিলেন,—"হইলেও হইতে পারে।" চম্পক আগন্তুককে তাঁহার প্রতি বারম্বার দৃষ্টি করিতে দেখিয়া,একটু ভীত হইলেন, এবং নিজমুখ অপর দিকে ফিরাইলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ থাকিয়া চম্পক একবার সেই অশ্বারোহীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, অশ্বারোহীর বয়স আন্দাজ ৩২।৩৩ বৎসর—দীর্ঘকায়, স্থূলবপু, সমুন্নত গ্রীবাদেশ;বিস্তীর্ণ ললাট,আয়ত নয়ন। তাঁহার বদনশোভা সন্দর্শন করিলেই তাঁহার মনোবৃত্তির সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিপদগ্রস্তদিগের মনে ভরসা,পুণ্যাত্মার মনে শান্তি ও পাপিদিগের মনে ভয়ের উদয় হয়।

চম্পক তাঁহার অশ্বচালন কৌশল অবলোকন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি একজন সুদক্ষ অশ্বচালক। চম্পক অশ্বারোহীর অবয়বে, তাঁহাকে একজন অসাধারণ লোক বলিয়া জানিতে পারিলেন। ক্রমে অশ্বারোহী রাজনগরে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং সমভিব্যাহারী যুবককে বলিলেন,—"কোথায় যাইতে হইবে?" যুবক অশ্বারোহীকে বলিলেন,—"ঐ বাজারের নিকট পর্য্যন্ত যাইলেই হইবে।"

অশ্বারোহী নিমেষ মধ্যে বাজারের নিকট উপনীত হইয়া ভূমিতে লম্ফ প্রদান করিয়া যুবককে অশ্ব হইতে অবতরণ করাইয়া দিলেন। তিনি আর একবার যুবকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিছুক্ষণ তিনি মনে মনে কি বলিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে তিনি যুবককে বলিলেন,—"আচ্ছা তোমার সঙ্গির উদ্ধার করিলে তাঁহাকে কোথায় আনিব।" যুবক কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! এইখানে আনিলেই হইবে।"

অশ্বারোহী পুনরায় তাঁহার সহিত কথা কহিবেন এমন সময়, অদূরে ঘোটকের পদশব্দ হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে রাজপথ মশালধারী অশ্বারোহীতে পুরিয়া গেল। যুবক আলোকধারীদিগকে দেখিবামাত্র, অশ্বারোহীকে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! তবে আজ বিদায় হইলাম।" এই বলিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অশ্বারোহী যুবকের এবম্প্রকার ভাব অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং তিনি অশ্বে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে যুবক রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যুবককে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, অশ্বারোহী আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন—না—না—না, হইতে পারে না—না হবারই বা কারণ কি, তবে বুঝি আমার ভ্রম, কখনই না, যা মনে করিয়াছি তাই।"

[illegible] ভাবিতেছেন, [illegible] আরোহণ করিল, একটি বৃদ্ধ ক্রোড়দেশে রণশয্যাবিশ [illegible] উপস্থিত।

রণজয়সিংহকে দেখিবামাত্র অশ্বারোহী বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবৎ ঠিক হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রণ-জয়সিংহ নিজ সহচরগণের সহিত কোতয়ালির অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

একদা শরদের শুভ্র যামিনীতে সুমতী তাহাদিগের বাটীর ছাদের উপর সত্যের অঙ্কে উপবেশন করিয়া নিজ মৃণালসদৃশ ভুজযুগল দ্বারা সত্যের গ্রীবাদেশ আকৃষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন। "নাথ! তিনমাস হইল তোমার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ, তোমাকে দেখিবামাত্র, তোমার অসমসাহসীক কার্য্য দর্শন পর্য্যন্ত অধিনী মনে মনে তোমাকেই আত্মসমর্পণ করে।

নাথ! যখন তুমি সেই দারুণ হুতাশনের মধ্য হইতে সেই অশীতি-বর্ষীয় বৃদ্ধকে ক্রোড়ে করিয়া বরুণদেবের ন্যায় আসিতেছিলে, তোমার সেই অসাধারণ সাহস অবলোকন করিয়া অবধিই আমার মন, তোমার যশঃ প্রশংসায় মোহিত হইয়া ছিল। সেইদিন ফিরিয়া আসিয়াই আমার হৃদে প্রণয়ের প্রথম অঙ্কুর হয়। সেই দিন শয্যা কণ্টকসদৃশ, উপাধান মরুবালিতে প্লাবিত ও নিদ্রাদেবী আমার নিকট হইতে পলা-য়ন করিয়া ছিলেন। নাথ! সেই দিন অবধিই তোমাকে দেখিব বলিয়া

সদাই যোগমায়াদেবীর মন্দির সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। যাক! পিতার সহিত যে তোমার পিতার সৌহার্দ্য ছিল, পিতা যে তোমার সহিত আমার পরিণয়কার্য্য এত শীঘ্র নির্ব্বাহ করিবেন আমি তাহা একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

সত্য স্বরূপতীর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—"প্রিয়ে! তুমি যে আমার পিতৃবন্ধুর কন্যা, তাহা স্বপ্নেও জ্ঞান করি নাই। তোমার সহিত যে আমার এত শীঘ্র বিবাহ হইবে তাহাও অনুভব করি নাই। প্রিয়ে! এ দাস তোমার জন্য যে কষ্ট সহ্য করিয়াছে তাহা সহস্রমুখ অনন্তদেবও সম্যক্‌রূপে বলিতে পারেন না। প্রিয়ে! জলন্ত অনলের ভিতর হইতে যখন তুমি সেই বালিকাটীকে আনয়ন করিয়া তাহার শোকদহ্যমানা জননীর সন্তোষ সমুৎপাদন করিয়াছিলে, সেই সময় হুতাশনের দীপ্তিতে তোমার বদনের অপরূপ শোভা অবলোকন করিয়া আমি একেবারে বিমোহিত হইয়া গিয়াছিলাম। প্রিয়ে! সেই দিন রজনীতে আমার মনে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। সেই দিন বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া অবধি কেবল তোমার মুখ মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু কে তুমি, কোথায় তোমার দেখা পাইব, যখন মনে এই সকল উদয় হইয়াছিল, তখনি মন একবারে নিরাশা নদীতে মগ্ন হইয়াছিল, তার পরদিন তোমার উদ্দেশে সমস্ত দিল্লী পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও দেখা পাই নাই। তার পরদিন যোগমায়ার মন্দিরের নিকট তোমার দেখা পাই।"

"প্রিয়ে! তোমার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। প্রথমে তোমাকে দেখিবামাত্র মনে করিয়াছিলাম যে, তোমার পদে নিপতিত হইয়া মনোকষ্ট ব্যক্ত করি, আবার ভয় হইল পাছে তুমি আমার ভাব অবলোকন করিয়া বিরক্ত

প্রকাশ কর, এই রূপে প্রিয়ে প্রত্যহ প্রত্যূষে তোমার দর্শনাভিলাষে যোগমায়াদেবীর মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইতাম। কিন্তু একদিনও সাহস করিয়া তোমার নিকট মনঃকষ্ট ব্যক্ত করিতে পারি নাই। তারপর প্রিয়ে! একদা সহসা "পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর" বলিয়া কে রোদন করিতেছিল, তখন মনে করি নাই যে, সে তুমিই। সহসা তোমাকে দুরাত্মা হোসেন আলির হস্তে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। তারপর প্রিয়ে! সেই দিবস আমি আসিতে ছিলাম, তুমিই আমাকে ডাকিয়া ছিলে কিন্তু প্রিয়ে তুমি কখনই বোধ কর নাই যে, সেই সময়ে আমাকেই ডাকিতেছ।"

সুমতী একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "নাথ! আমি তখন মনে করি নাই যে তোমার দর্শন প্রাপ্ত হইব।" সত্য পুনরায় সুমতীকে একটী চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"প্রিয়ে! হামিরাণ এত অল্পবয়সে এত পাপে মগ্ন, আহা! তাহাকে দেখিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইতে হয়, এমন রূপবতী এত অল্প বয়সে এত পাপে লিপ্ত।

সুমতী বলিলেন,—"নাথ! সে যখন "তোমার রঞ্জন" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল সেই সময় আমার মনে যে কি হইয়াছিল তাহা আমি বলিতে পারি না; তারপর নাথ! যখন তুমি তাহাকে বলিলে—"আমি রঞ্জন নহি" তখন যে আমার মন কিরূপ আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।"

"নাথ! ভালকথা রাজা জয়সিংহ পুনরায় আমাকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।" এই বলিয়া সুমতী সত্যের গ্রীবাদেশ আকৃষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"নাথ! সে দিবস রাজা জয়সিংহ আসিয়া আমাকে কত কাকুতি মিনতি [illegible] লাগিলেন।" এই বলিয়া সুমতী ক্ষান্ত হইলেন।

সত্য আগ্রহের সহিত সুমতীর চুম্বন হস্তদ্বারা মুছিত করিতে করিতে বলিলেন,—"প্রিয়ে! তারপর,"

সুমতী বলিলেন,—"নাথ! তারপর সে নরাধম আর কত কথাই বলিতে লাগিল, সে সব মনে করিলে এখনও লজ্জা ও রাগে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।"

সত্য বলিলেন,—"প্রিয়ে! সূর্য্যবংশসম্ভূত হইয়া জয়সিংহ যে এত নীচকার্য্যে রত হইবে তা আমি কখনই মনে করি নাই—যবনগণের দাসত্ব স্বীকার করিয়া সে নিজ বিশুদ্ধ কুলগৌরব চিরকালের জন্ত বিলোপিত করিয়াছে; আবার কি না একজন সামান্ত ব্রাহ্মণকন্তার প্রতি এই অত্যাচার করিতে কৃতসংকল্প; কি সে নরাধম আমার প্রাণের সুমতীকে বাদসাকে দিতে চায়, তা কখনই হইবে না—না কখনই হইবে না—প্রিয়ে তা কখনই হইবে না—কে তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারিবে। প্রিয়ে! যদি বল তাহাদের সৈন্ত আছে—অসংখ্য সৈন্ত আছে, তা আমাদের কি না আছে আমার এই ক্ষুদ্র অসি" এই বলিয়া নিজ কটিবন্ধনী হইতে অসি নিষ্কাশন পূর্ব্বক বলিলেন, "ইহা দ্বারাই অরাতি নিপাত করিব, আর আমাদের সহায় ধর্ম্ম, আমাদিগকে তিনিই সাহায্য করিবেন।"

সুমতী বলিলেন,—"নাথ! তাত বটেই, তবে কি না আমাদের যে পোড়া কপাল তা একটুতেই ভয় হয়। হৃদয়েশ্বর! প্রাণনাথ! এ দাসীর বড়ই ভয় হয় পাছে আমাকে বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়।" এই বলিয়া সুমতী সত্যর বক্ষোপরি মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সত্য তাঁহার প্রাণের সুমতীকে এরূপ অবস্থাতে অবলোকন করিয়া সুমতীর অধর চুম্বন করিয়া কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"প্রিয়ে! যদবধি, যতদিন, এ শরীরে এক বিন্দু রুধির থাকিবে, তত দিন কেহই তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারিবে না। প্রিয়ে! ক্রন্দন সম্বরণ কর। প্রিয়ে! তোমার নয়নে নীরধারা দেখিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়।"

সুমতী ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"নাথ! তোমার সাহসের পরিচয় দিতে হবে না—তা ত আমি জানি কিন্তু নাথ! তুমি একা তাহাদিগের অসংখ্য লোক আছে, তুমি একাকী কি করিবে?"

সত্য বলিলেন,—"প্রিয়ে তা বটে তবে একণে উপায় কি?"

সুমতী বলিলেন,—"নাথ! চলনা কেন আমরা এদেশ হইতে পলাইয়া যাই—পিতা সে দিবস বলিতে ছিলেন যে, এস্থানে আর আমাদিগের অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে; কোন দিন কি অনর্থ ঘটিবে।"

সত্য বলিলেন,—"এ মন্দ যুক্তি নহে—তিনি বেশ যুক্তি স্থির করিয়াছেন।" যে সময়ে সুমতী ও সত্যের এইরূপ কথোপকথন হইতে ছিল, সেই সময়ে রাজপথের নিকট কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছিল। সেই লোকদিগের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটী অবগুণ্ঠনবতী।—অপর কয়জনের মধ্যে আমরা অম্বরাধিপতি জয়সিংহ ও তাহার একজন সেনানায়ক রহমনকে জানি—অপর কয়জন সৈনিক পুরুষ।

অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোকটী জয়সিংহকে বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! আপনারা কাহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন? যদি আমি তাহাকে ধরিয়া দিতে পারি তাহা হইলে আপনি আমাকে কি দিবেন?" জয়সিংহ আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন যে, একজন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক তাহাকে ঐরূপ সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। অম্বরাধিপতি অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে বলিলেন, "আমরা কাহার অনুসন্ধান করিতেছি?" অবগুণ্ঠনবতী

একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—মহারাজ ! আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন—যাহাকে ধৃত করিয়া দিতে পারিলে বাদ্‌শাহের নিকট যথেষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন,—এখন বুঝেছেন কি ? জয়পুরাধিপ আত্মভাব গোপন করিয়া পুনরায় সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন—"ভদ্রে ! তুমি কি বলিতেছ আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ।"

অবগুণ্ঠনবতী বলিলেন,—

"মহারাজ ! ভয় নাই আমি তাঁহাকে শাবধান করিয়া দিব না,—তবে আপনাকে বলিব আপনি কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন ?" এই বলিয়া জয়পুরাধিপতির নিকট আসিয়া চুপে চুপে তাহার কর্ণে কি বলিলেন। জয়পুরাধিপতি আশ্চর্য্য হইয়া অবগুণ্ঠনবতীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কামিনী অবগুণ্ঠনবতী, তাহার বদন অবলোকন করিতে অক্ষম, কেবল কামিনীর স্বরে তাহাকে অল্পবয়স্কা বলিয়া জানিতে পারিলেন—কামিনী কে ? কেমন করিয়া জয়সিংহের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়াছেন, যে ব্যক্তির অনুসন্ধানে তাহারা বেড়াইতেছেন, কামিনী কিরূপে তাহা জানিতে পারিয়াছেন, রাজা জয়-সিংহ এই কয়টী প্রশ্নের কিছুই উত্তর স্থির করিতে পারিলেন না।

অবগুণ্ঠনবতী কামিনী জয়সিংহের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"মহারাজ ! আপনি যা ভাবিতেছেন সেইগুলি পরে সকলি জানিতে পারিবেন, এক্ষণে আপনি কি বলেন।"

জয়সিংহ কামিনীকে বলিলেন, "আচ্ছা তিনি কোথায় ।"

অবগুণ্ঠনবতী বলিলেন—"মহারাজ ! কেন যোগমায়ার পূজকের বাটীতে।"

জয়সিংহ বলিলেন,—"কেন সেখানে আমরা দুই তিন দিবস খুঁজিয়াছিলাম।"

অবগুণ্ঠনবতী বলিলেন,—"তাহা আমি জানি না, আপনারা আর ব্রাহ্মণের বাটীতে গেলেই তাহাকে ধৃত করিতে পারিবেন। সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত ছাদের উপর আছে।"

কামিনী পুনরায় অম্বরাধিপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"মহারাজ! আপনি কি জানেন না যে, সে ব্রাহ্মণ, সুমতীকে বিবাহ করিয়াছে।"

জয়সিংহ আশ্চর্য্য হইয়া অবগুণ্ঠনবতীর দিকে চাহিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল কি! তা কখনই হইতে পারে না—ব্রাহ্মণ আমাকে কি তবে মিথ্যা বলিয়াছে।"

অবগুণ্ঠনবতী কামিনী বলিলেন, "ইহার উত্তর আমরা কি করিয়া দিতে পারি।"

অম্বরাধিপতি বলিলেন,—"আচ্ছা চল দেখা যাক তোমার কথা সত্য কি না,—"তোমার কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।"

অবগুণ্ঠনবতী বলিলেন,—"মহারাজ। দেখবেন শেষে যেন না পেছুন; তবে আসুন।" এই বলিয়া অবগুণ্ঠনবতী অগ্রে তৎপশ্চাতে সসৈন্য অম্বরাধিপতি চলিলেন।

কামিনী ব্রাহ্মণের বাটীর নিকট উপনীত হইয়া অম্বরাধিপতিকে বলিলেন,—"মহারাজ! ঐ দেখুন সেই ব্যক্তি সুমতীর সহিত ঐ ছাদের উপর কথোপকথন করিতেছে।" অম্বরাধিপতি চন্দ্রকিরণে তাঁহাদিগকে দেখিয়া রহমনের প্রতি বলিলেন "রহমন! এত সেই বটে,—যাও শীঘ্র যাইয়া উহাকে বন্ধন কর আর সুমতীকেও আমার নিকট লইয়া আইস।" তিনি পুনরায় বলিলেন, "না না আইস আমি স্বয়ংই যাইতেছি," এই বলিয়া অম্বরাধিপতি ও অবগুণ্ঠনবতী অগ্রে তৎপশ্চাৎ অপর সকলে ব্রাহ্মণের

বাটীতে প্রবেশ করিল। যুবতী লোকসমূহকে তাঁহাদিগের বাটীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"নাথ! সর্ব্বনাশ হইল—ঐ দেখ, কাহারা বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল।" সত্য নিরুপদ্রবী যুবতীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"প্রিয়ে! ভয় কি উহারা আসিয়া আমাদিগের কি করিতে পারিবে।"

একথা বলিতে বলিতে অশ্বরাধিপতি সসৈন্ত তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—বাঁধ শালাকে"— এই বলিয়া সত্যকে দেখাইয়া দিলেন।

সত্য তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া নিজ কটিবন্ধনী হইতে অসি নিষ্কাশন করিয়া অশ্বরাধিপতিকে বলিলেন,—"মহারাজ! কাহার আজ্ঞায় আমাকে বাঁধিতে আদেশ করিতেছেন।"

অশ্বরাধিপতি বলিলেন,—"কেন তুই কি জানিস না কাহার আজ্ঞায়— আমাদিগের সম্রাটবর দিল্লীশ্বর অওরেঙ্গজীবের আজ্ঞায়—"

সত্য বলিলেন,—"কিদোষে অওরেঙ্গজীব আমার বন্ধন আজ্ঞা দিয়াছেন।"

অশ্বরাধিপতি বলিলেন—"বাহবা বেশ—সকলিই ভুলিলে! কিছু জান না নাকি?

সত্য আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—"সেই জন্ত কি! তা অওরেঙ্গজীব কি করিয়া জানিতে পারিবে"—কিঞ্চিৎভাবিয়া পুনরায় আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—"হইলেও হইতে পারে—একণে যুবতীর দশা কি হইবে। আমি অনায়াসে পলায়ন করিতে পারি কিন্তু যুবতীর উপায় কি হইবে।"

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি একবার যুবতীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, যুবতী ভয়ে কাঁপিতেছে। তিনি যুবতীর কানে কানে বলিলেন, "প্রিয়ে ভয় নাই!" যুবতী নিজ প্রাণেশ্বরের কথা শ্রবণ করিয়া আশ্বাসিত হইলেন।

এদিকে জয়সিংহ অগ্রসর হইয়া সুমতীকে বলিলেন "সুমতি! তুমি ঐ পাপাত্মার নিকট হইতে আমার কাছে এস," এই বলিয়া তিনি সুমতীর হস্তধারণ করিলেন। তাহাতে সুমতী অম্বরাধিপতিকে বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! আপনি সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—আপনি যদি আমার ন্যায় দুখিনী রাজকামিনীদিগের রক্ষা না করিবেন, তবে আমাদিগের দশা কি হইবে—মহারাজ! আমার স্বামীকে আমার সম্মুখে কটু বলিবেন না।" এই কথা বলিয়া সুমতী জয়পুরাধিপতির হস্ত হইতে নিজ হস্ত সরাইয়া লইলেন।

অম্বরাধিপতি পুনরায় সুমতীকে বলিতে লাগিলেন,—"সুমতি! তোমার স্বামি সত্য বটে হা-হা-হা" এই বলিয়া একটী উচ্চ হাস্য করিলেন, পুনরায় আবার বলিতে লাগিলেন—"সুমতি! এখন তুমি জানিতে পার নাই তোমার স্বামী কে—তোমার জানিয়াও কাজ নাই—যা হইবার তা হইয়া গিয়াছে এক্ষণে আরও নরাধমের নিকট থাকিলে কি হইবে চল আমার সহিত চল বাদসাহের নিকট সুখানুভব করিবে, এ ব্যাটার কাছে থাকিলে কি হইবে।" এই বলিয়া সত্যকে দেখাইয়া দিলেন।

সুমতী জয়সিংহকে বলিলেন,—

"মহারাজ! আপনি আমাকে বারবার কি ধনের লোভ দেখাইতেছেন। আপনি আমায় যে ধনের লোভ দেখাইতেছেন আমি সে ধনের প্রয়াসিনী নহি—আমি আমার জীবিতনাথের সহিত বৃক্ষতলায় থাকিয়া যদি বিনাতে খুদ ভোজন করি সেও আমার ভাল—কিন্তু যবনগণের মণিময় সিংহাসনের উপর অমৃত ভোজন ও আমার নিকট গরলের ন্যায়—আমি সে সুখের আকাঙ্ক্ষিনী নহি,আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই—আমাকে ক্ষমা করুন্—আপনি বারবার আর আমার নিকট ওকথা বলিয়া লজ্জা দিবেন না। আপনার পায়ে পড়ি আপনি আমায় আর ওকথা বলিবেন না"—

সত্য জয়সিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! আপনার কি একটুও লজ্জা হইতেছে না? আপনি রাজপুতবংশোদ্ভব, আপনি কোথা প্রাণ দিয়া রাজপুতকুলমহিলাগণের জাতি ও সতীত্ব রক্ষা করিবেন, তা না করিয়া আপনিই তাহাদিগের সতীত্বনাশের ঘটক হইয়া আসিয়াছেন, ছি, ছি মহারাজ! আপনাকে ধিক্, আপনার নীচাশয়কে সহস্র ধিক্।"

জয়সিংহ রাগত হইয়া সত্যকে বলিলেন—"দুরাত্মন্! রাজবিদ্রোহাচারী! যাঃ, তোকে আমাকে নীতিশিক্ষা দিতে হইবে না, তুই যাঃ।"

সত্য ক্রুদ্ধ হইয়া জয়সিংহকে বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! আমি কিরূপে স্থির হইব, আপনি সসৈন্যে আমার জীবনসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে আসিয়াছেন। তা মহারাজ! যতক্ষণ একবিন্দু শোণিত আমার শিরায় বহন করিবে, যতক্ষণ আমার হস্তে অসি থাকিবে, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণবায়ু কণামাত্র বহন করিবে, ততক্ষণ আপনি কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।"

জয়সিংহ বলিলেন,—"দেখাযাক।" এই বলিয়া তিনি রহমনকে বলিলেন,—"রহমন! শীঘ্র দুরাচারকে বন্ধন করিয়া সম্রাটের নিকট লইয়া যাও। আর যুবতীকে লইয়া সাহাবাগে রাখিয়া আইস।"

রহমন সত্যকে ধরিতে উদ্যত হইলে সত্য রহমনকে বলিলেন,—"খবরদার আমায় স্পর্শ করিস না।" আর জয়সিংহকে যুবতীর কটিদেশ তাঁহার করযুগ দ্বারা আকর্ষণ করিতে দেখিয়া জয়সিংহকে নিজ তরবারির দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন,—"দুরাচার! এতবড় স্পর্দ্ধা আমার সম্মুখে আমার প্রণয়িনীর কটিদেশ ধারণ করিস্।" তরবারির আঘাতে জয়সিংহের বাহুদেশ দিয়া রুধিরস্রোত নির্গত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সৈনিকপুরুষগণ মার্ মার্ বলিয়া সত্যকে বন্ধন করিল।

জয়সিংহ দক্ষিণকর দ্বারা নিজ অসি নিষ্কাশন করিয়া সত্যকে বলিলেন,—"যবনাধম! তোর আর নিস্তার নাই।" এই বলিয়া সত্যের মস্তকে অসি আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া সুমতী চীৎকার করিয়া অম্বরাধিপতির পদে পতিত হইয়া বলিলেন,—"মহারাজ! আপনার পায়ে পড়ি আপনি আমার স্বামিরত্ন ভিক্ষা দিন।" জয়সিংহ সুমতীর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সত্যের গ্রীবাদেশে অসি আঘাত করিবেন এমন সময় অবগুণ্ঠনবতী জয়সিংহের কানে কানে বলিলেন,—"মহারাজ! আমার প্রার্থনা যে আপনি এক্ষণে উঁহাকে বিনাশ না করেন।"

জয়সিংহ অবগুণ্ঠনবতীর কথায় নিজ অসি কোষিত করিয়া সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিলেন।

সত্য ক্ষুব্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে ব্রাহ্মণ্যদেব! তুমি এক্ষণে কোথায়? তুমি কি হতভাগ্যকে জন্মের মতন পরিত্যাগ করিয়াছ?—এসো এসো দুরাচারকে ভস্মসাৎ কর। কোই তুমি কোথায়! এখনও এলে না? এখন এলে না—" এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে অম্বরাধিপতিকে বলিলেন—"পামর! তোর এতবড় স্পর্দ্ধা। ব্রাহ্মণের মস্তকে পদাঘাত করিস্।"

অম্বরাধিপতি হাসিয়া সত্যকে বলিলেন,—"যবনহস্তে হব্যবংশোবিতংশকে এতবড় কথা, রোস, ইহার সমুচিত শাস্তি দিতেছি ভোগ কর;" এই বলিয়া তিনি অসি নিষ্কাশন করিয়া সত্যের উরুদেশে আঘাত করিলেন, সত্যের উরুদেশদিয়া রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সত্যের অবগুণ্ঠনবতীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল. দেখিলেন সেই কামিনী অবগুণ্ঠন খুলিয়া যুবতীর দিকে দৃষ্টি করিতেছে। সত্য তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তখনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

এদিকে সুমতী সত্যকে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"হায় হায় কি হইল কি হইল—?" সত্যের উদরদেশ হইতে রুধিরস্রোত নির্গত হইতেছে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ওমা—ঐরে ধক্ ধক্ করিয়া রুধিরস্রোত নির্গত হইতেছে।" পরে সুমতী অম্বরাধিপতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! কি করিলেন, ব্রাহ্মণহত্যা করিলেন? স্ত্রীহত্যা পাপেও কলঙ্কিত হইলেন? পরে সত্যের মস্তক নিজ অঙ্কে লইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"নাথ! হৃদেশ!! প্রাণেশ্বর!!! একবার কথা কও, নাথ! তোমার সুমতী তোমায় ডাকিতেছে একবার চাহিয়া দেখ; নাথ! আমার কথা শুনিলে না,—আমার পানে একবার দেখিলে না; নাথ! অধিনীকে সঙ্গে লয়ে যাও।" এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে সুমতী সত্যের হৃদয়োপরি পতিত হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

রহমন জয়সিংহকে বলিল,—"মহারাজ! কি করেন—স্ত্রীহত্যা করেন।"

জয়সিংহ বলিলেন—"রহমন! কুমারী মূর্চ্ছা গিয়াছে, ভালই হইয়াছে; শীঘ্র উহাদিগকে লইয়া যাও।"

রহমন বলিল,—"কোথায়?"

জয়সিংহ বলিলেন,—"কেন কারাবাসে।"

রহমন বলিল—"এ দাসের দ্বারা তাহা হইবে না।"

জয়সিংহ বলিলেন,—"কি আমার কথায় উপেক্ষা?"

রহমন বলিল,—"এই লউন আমার তরবারি;" এই বলিয়া রহমন নিজ তরবারি অম্বরাধিপতির পদে নিক্ষেপ করিয়া বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অম্বরাধিপতি অপর কয়জন সৈনিককে আদেশ করিলেন—"তোমরা শীঘ্র ইহাদিগকে কারাবাসে লইয়া যাও, আর হাকিমসাহেবকে দেখাইয়া

উহাদিগের চৈতন্য করিও; আমি সেখানে চলেম বলে।" এই বলিয়া অম্বরাধিপতি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অবগুণ্ঠনবতী একটু হাস্য করিয়া কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু কামিনী যতক্ষণ ছাদের সোপান অবতরণ করিয়া ছিলেন ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনাআপনি কি বলিয়া ছিলেন।

সৈনিক পুরুষেরা সুমতী ও সত্যকে লইয়া সাহাবাগাভিমুখে চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীর রাজ অন্তঃপুরের একটী বিলাসগৃহে সুমতী বসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নিম্নলিখিত গীতটী গান করিতেছেন।

প্রেমপাশে প্রাণেশ হরিণ।
স্নেহকাননেতে ছিল যে বন্ধন॥
যুগপয়োধর, পর্ব্বত উপর,
উঠি নিরন্তর, করিত যে বিচরণ।
আশালতাগণে, জড়ায়ে চরণে,
হৃদে অচেতনে, সদা থাকিত শয়ান॥

আসি দুষ্ট জন, প্রণয় বন্ধন,
করিয়া ছেদন, করে কুরঙ্গ হরণ।
সে হরিণ বিনে, শরীর কাননে,
হয়েছে এক্ষণে, হতাশ কণ্টক বন॥
নিরাশ পবন, বহি অনুক্ষণ,
দুখিনী জীবন, করে কণ্টকে বিদ্ধন।
সেই যাতনায়, জীবন যে যায়,
কি আছে উপায়, আর আমার এখন॥

সঙ্গীতটী শেষ করিয়া সুমতী আরও কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে আপনিই বলিয়া উঠিলেন,—"উঃ! দশ দিন দশ রাত্রি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, উঃ! আর যে যন্ত্রণা সহ্য হয় না। জীবিতনাথের যে কি হইয়াছে তাও তো জানিতে পারিলাম না। পুনরায় আবার সুমতী কল্পনা-পথে সত্যকে আবির্ভূত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—" হৃদেশ! বোধ করি যবনেরা তোমাকে যন্ত্রণা দিতেছে, কেন তুমি দুর্ভাগাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে?" সুমতী পুনরায় আবার ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—" আহা! আমার পিতার কত কষ্টই হইতেছে, আহা! কে তাঁহার রন্ধন করিয়া দিতেছে কে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। পিতঃ বোধ করি এই পাপিয়সীর নিমিত্তই তোমার নির্মল-কুলকলঙ্কিত হইল। না—না—না—তা হইবে না—তা কখনই হইবে না, আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে তা কখন হইবে না। অওরেঙ্গজীব কখনই আমার ধর্ম নষ্ট করিতে পারিবে না। সে পাপাত্মা আমাকে প্রতিদিন শাসায় আমি সম্মত না হইলে সে আমার প্রাণেশ্বরকে আমার সম্মুখে বধ করিবে। দুরাত্মা অওরেঙ্গজীব যেরূপ নির্দয়, সে সব তো অনায়াসে ঐ

ভয়ানক কার্য্য করিবে। কিন্তু ঐ চিন্তাটি কি ভয়ানক, যখনই ঐটী আমার কল্পনাপথে আসিয়া উদয় হয়, তখনই আমার গা ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। এই স্থানটী শত্রুপরিপূর্ণ, কেবল দুই জন মাত্র আমার দুঃখে দুঃখিত।

আহা! বাদসাপুত্রী উদয়পুরির কথাগুলি স্মরণ হইলে, চক্ষে জল রাখা যায় না; তাঁহার ধার আমি কখনই শুধিতে পারিব না। তিনি ত মনুষ্য নহেন, তিনি দেবী; দেবী সামান্ত ব্রাহ্মণকন্যা আপনাকে কি দিবে. তাহার কি বা আছে, তবে যা আছে তাই দিলাম, আশীর্ব্বাদ; আপনাকে এই আশীর্ব্বাদ করি যে আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ হউক।" সুমতী পুনরায় চক্ষের জল মুছিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বাদসাপুত্রী রোশেনিরা! আপনার ধারও আমি কখন শুধিতে পারিব না। আহা! বাদসাপুত্রীর রূপটি কি মনোহর, আহা! মুখখানি যেন প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় লাবণ্য সরোবরে ভাসিতেছে, আর সদাই হাসিতেছে, আহা! তাঁহার মুখে হাসিটুকু ছাড়া নাই—বাদসাপুত্রী অহঙ্কার যে কাহাকে বলে তা জানেন না। স্বভাবের কি বিচিত্র গতি, এমন রাক্ষসের ঘরে দেবকন্যা! স্বভাব তোমার মর্ম বোঝা ভার।" এই বলিয়া সুমতী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

ইত্যবসরে একটী নিরুপমা চতুর্দশবর্ষিয়া বালিকা তথায় উপস্থিত হইয়া সুমতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভাই সুমতি! কার মর্ম বোঝা ভার?"

সুমতী স্বরটী শ্রবণ করিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বলিলেন,—"কেও বাদসাপুত্রি! আসুন আসুন। আপনার দয়া ও অনুগ্রহ আমি কখনই ভুলিতে পারিব না।" এই বলিয়া সুমতী রোদন করিতে লাগিলেন। পাঠক! এই নিরুপমা কন্যাটীই বাদসাপুত্রী রোশেনিরা। রোশেনিরা সুমতীকে আবার প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"ভাই! কেঁদ না—আমার মাথা খাও কেঁদ না,

আর দেখ ভাই সুমতি! তুমি আমায় বাদসাপুত্রী বলিয়া আহ্বান করিও না। রোশেনিরা বলে ডাকিও, বল ডাকিবে।” এই বলিয়া তিনি সুমতীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং সুমতীর মুখপানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—“ভাই! আমাকে ডাকিবে ত? বল ডাকিব; আরও ভাই আমি কেন তোমার সঙ্গিনী এমনি ভাবে আমার সঙ্গে কথা কহিবে, কহিবে ত?” এই বলিয়া সোৎসুক্যে সুমতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুমতী বাদসাপুত্রীকে বলিলেন,—“সাজাদি! আপনি হইলেন সম্রাটের কন্যা আমি এক জন সামান্য ব্রাহ্মণকন্যা আমার কি আপনাকে সখি সম্বোধন ভাল দেখায়?”

রোশেনিরা পুনরায় সুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—

“না ভাই তা হইবে না, তা হইলে আমি তোমার কাছে আর আসিব না। সুমতী বলিলেন,—“না ভাই! তা হইবে না?” এই কথা বলিয়া সুমতী লজ্জিতা হইলেন।

রোশেনিরা আহ্লাদে বলিলেন,—“দেখ ভাই সুমতি! এই বারে আমি খুব আহ্লাদিত হইলাম।”

সুমতী বলিলেন,—“আমি ভাই তোমার কাছে চিরকালের জন্য প্রণয়-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।”

“সুমতি! তুমি কি ভাই তোমার স্বামীকে বড় ভাল বাস,” রোশেনিরা সুমতীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সুমতী একটু হাস্য করিয়া রোশেনিরাকে বলিলেন,—“ভাই! স্বামীর প্রেমাপেক্ষা কি আর এই পৃথিবীতে কোন সুখকর বস্তু আছে?”

রোশেনিরা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—“ভাই! সে আবার কি, স্বামীর প্রেম আবার কি?”

সুমতী পুনর্ব্বার হাস্য করিয়া বলিলেন,—“ভাই আর কিছু দিন পরে

[illegible]
[illegible] কি, [illegible]।

রোশেনিয়া বলিলেন,—“দেখ ভাই! তুমি যে গীতটী গাহিতেছিলে আমি তাই সেটী সব আড়াল থেকে শুনিয়াছি। ভাই! সে জন্ত তুমি আবার রাগ কর। ভাই! সেই গীতটী শ্রবণ করিয়া অবধি তোমার কি বড় দুঃখ হইতেছে?”

এমন সময় এক জন দাসী আসিয়া রোশেনিয়াকে বলিল,—“সাহাজাদি! বেগমসাহেব আপনাকে একবার শীঘ্র উপর মহলে ডাক্‌চে আপনি এক বার শীঘ্র আসুন।”

রোশেনিয়া যুবতীকে বলিলেন,—“ভাই! তিনি কেন ডাকিতেছেন আমি তাই একবার শুনে আসি।” এই বলিয়া রোশেনিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরিচারিকাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ঘোর অন্ধকার নিশা। হোসেনআলি তাহার শয়নগৃহে নিদ্রিত। গৃহে একটিমাত্র দীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। কক্ষের প্রায় অধিকাংশই অন্ধকারাচ্ছন্ন। দীপালোক হোসেনআলির বদনে পতিত আছে। একি হোসেনআলি ঐরূপ করিয়া চমকিয়া উঠিল কেন? কারণ আছে? কিকারণ, বোধ করি হোসেনআলি কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে। বস্তুত তাহাই বটে, হোসেনআলি নয়ন মেলিয়া কাঁপিতে লাগিল, আমার চক্ষু

মুদ্রিত করিল। আবার তখনি [illegible] করিয়া [illegible] লাগিল। কিন্তু কক্ষের মধ্যে অতিকষ্টেই ঘোর অন্ধকারে [illegible] নিদ্রিত সে গৃহের সকল বস্তু অবলোকন করিতে পারিল না। সে কক্ষের উত্তরদিকের কোণে কি দেখিল, দেখিবামাত্র ভয়ে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত, ললাটদেশ বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—"কি ভ্রম, তাহাও কি কখন হইতে পারে; মৃতমানুষ জীবিত; না—না—না তাহা কখনই হইতে পারে না।" হোসেন আলি এই কথা বলিয়া পুনরায় উপধানোপরি মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল। খট্ করিয়া কিসের শব্দ হইল, হোসেন আলি চমকিয়া চক্ষু মেলিল, এবং বোধ করিল যেন একটী কামিনী উত্তরদিকের কোণ হইতে পূর্ব্বদিকের কোণে চলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া হোসেনআলির মুখ শুষ্ক, শরীর রোমাঞ্চিত ও স্থিরনেত্র হইল। এক্ষণে তাহার বদন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেই বলা যায় যে, হোসেনআলি ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়াছে। টং করিয়া গৃহের ঘটিকায় একটা বাজিল। হোসেনআলি চমকিয়া উঠিল এবং অপরিস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল; "এইসময়—ঠিক এইসময়—" এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইল এবং পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

পাঠকমহাশয়! আপনি বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছেন, হোসেন-আলি কোন বিষয়ের কথা বলিতেছে। আনন্দকাননে হামিরাণকে হত্যা। হত্যাকারীদিগের কি ভয়ঙ্কর অবস্থা ভোগ করিতে হয়। হোসেন-আলির নিজ গৃহে দুগ্ধফেন সদৃশ সুকোমল শয্যায়ও নিদ্রা হইতেছে না। শয্যা যেন বিষময় কণ্টকের ন্যায় শরীরে বিঁধিতেছে। হোসেনের পান ভোজনেও সুখ নাই। কারণ পেয়ালায় মদিরা ঢালিয়া পান করিবার সময় হামিরাণের হৃদয়ের রুধিরের কথা মনে পড়ে, পেয়ালায় সেই

অওরেঙ্গজীব আহ্লাদিত হইয়া অম্বরাধিপতির হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন;—"বস্! তোমার উপর যে আমি কিপর্য্যন্ত খুসি হইয়াছি তাহা বলিতে পারিনা। এক্ষণে তুমি আমার নিকট কি চাও?"

জয়সিংহ বলিলেন,—"জাঁহাপনা! এক্ষণে আপনার রাজশ্রীর প্রসাদে কিছুরই অভাব নাই, তবে কিনা সেই দুর্গটী,—"

অওরেঙ্গজীব তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই বলিয়া উঠিলেন,—"তার বিচিত্র কি, তুমি যদি সমস্ত বঙ্গদেশ চাও তাহাও আমি দিতে প্রস্তুত, তা একটা দুর্গের কথা কি বলিতেছ?"

জয়সিংহ বলিলেন,—"জাঁহাপনা! আপনার রাজশ্রীর এ দাসের প্রতি এমনি অনুগ্রহই বটে।"

অওরেঙ্গজীব বলিলেন,—"যাক্ ওকথা যাক, আজমীর তোমার হইল। এক্ষণে তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ?"

জয়সিংহ বলিলেন,—"জাঁহাপনা! আপনার রাজশ্রীর প্রমোদ উদ্যানের বিলাসগৃহে রাখা হইয়াছে।"

অওরেঙ্গজীব বলিলেন,—"ভালই হইয়াছে! এক্ষণে আমি তথায় গমন করি।" এই বলিয়া অওরেঙ্গজীব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অম্বরাধিপতি সাহাবাগ অতিক্রম করিয়া নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিতেছেন, হঠাৎ পশ্চাতে অশ্বচালন শব্দ শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

আসিতেছে। অশ্বারোহীকে দেখিবামাত্র অম্বরাধিপতি বিস্মিত হইলেন; অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—" ইনি কে? ইহাঁকে আর পূর্ব্বে কখন ত দেখি নাই, ইহাঁর অবয়বে ইহাঁকে সামান্য লোক বলিয়া বোধ হয় না।" জয়সিংহ নিজমনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময় অশ্বারোহী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন।

অম্বরাধিপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—" মহাশয়! আপনি কি বিদেশী?

আগন্তুক অশ্বারোহী বলিলেন,—" হাঁ, আমি বিদেশী, দেশ ভ্রমণের নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি। অদ্য দিল্লীতে খুস্‌রোজের মেলা, সেই নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিলাম।"

অম্বরাধিপতি বলিলেন,—" বেশ, বেশ, মহাশয়! আপনি এখানে কতদিন থাকিবেন?"

আগন্তুক অশ্বারোহী কিঞ্চিৎকাল ভাবিয়া বলিলেন,—" তার এক্ষণে কিছু স্থিরতা নাই।"

অম্বরাধিপতি বলিলেন,—" মহাশয়ের নাম?"

আগন্তুক বলিলেন,—,"অপরিচিতের নিকট নাম বলি না।"

অম্বরাধিপতি বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি কি আমার নাম জানেন না?" আগন্তুক বলিলেন,—" না।"

জয়সিংহ বলিলেন,—" মহাশয়! আমার নাম জয়সিংহ।"

আগন্তুক বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—" অম্বরের অধিপতি?"

জয়সিংহ বলিলেন,—" হাঁ।"

আগন্তুক জয়সিংহের নাম শ্রবণমাত্র আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—" মহারাজ! ক্ষমা করুন—আমি মহারাজকে চিনিতে পারি নাই।"

জয়সিংহ আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—"মহাশয়! তার জন্য কোন চিন্তা নাই, আপনার কথায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে আপনার নাম বলিয়া বাধিত করুন।

আগন্তুক কিঞ্চিদভাবিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! আমার নাম বলেন্দ্র-সিংহ।"

অম্বরাধিপতি বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি যদি যে কয় দিবস এই স্থানে অবস্থিত করেন সেই কয় দিবস আমার বাটীতে থাকেন ত বাধিত হই।"

আগন্তুক কিঞ্চিদভাবিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! তাহাতে ক্ষতি কি।"

এই কথা বলিয়া উভয়ে একত্রে জয়সিংহের প্রাসাদে উপনীত হইলেন। আগন্তুক জয়সিংহের প্রাসাদে উপনীত হইবামাত্র অপরিস্ফুট বচনে বলিতে লাগিলেন,—"বোধ হয় এত দিনের পর পরিশ্রম সার্থক হইল।" উভয়ে প্রাসাদের ভীতর চলিয়া গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রোশেনিরা ও পরিচারিকা উন্নরমহলে উপনীত হইলে, একটী বামা সুমধুর স্বরে বলিলেন,—"কেও রোশিন! এসো মা এসো, এই খানে বসো, এই বলিয়া নিজ পালঙ্কের উপরে রোশেনিরাকে বসিতে বলিলেন। রোশে-নিরা নিজ বিমাতাকে প্রণাম করিয়া মাতৃনির্দ্দিষ্টস্থানে বসিলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া বলিলেন,—"মাতঃ আমায় আপনি কেন ডাকিতেছিলেন?"

রোশেনিরার বিমাতা রোশেনিরার কথার উত্তর না দিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রোশিন! তুমি কোথায় ছিলে?"

রোশেনিরা বলিলেন,—"মাতঃ আমি সুমতীর কাছে ছিলাম।"

রোশেনিরার বিমাতা রোশেনিরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রোশিন! সুমতী আজ সেইরূপ কাঁদিতেছিল?"

রোশেনিরা সজল নয়নে বলিলেন,—"হাঁ মা সুমতী সেইরূপই ক্রন্দন করিতেছিল?"

পাঠক মহাশয়! বোধ করি আপনি রোশেনিরার বিমাতাকে চিনিতে পারিয়াছেন, ইনিই অওরেঙ্গজীবের প্রিয় বেগম উদয়পুরী। ইহাঁর কথাই সুমতী বলিতেছিল, ইহাঁর আশ্বাস বাক্যেই সুমতী এখন জীবন ধারণ করিয়া আছেন। উদয়পুরীর স্বভাবের কথঞ্চিত পরিচয় ত সুমতীর মুখেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। উদয়পুরীর ন্যায় দয়াবতী স্ত্রীলোক অতি বিরল, তিনি অপরের দুঃখ কখনই দেখিতে পারেন না। কাহার কোন দুঃখের কথা শ্রবণ করিলে নয়নবারিতে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যায়। উদয়পুরীর বয়স আন্দার ১৬ বৎসর। কৃশাঙ্গী, মুখখানি চলচলে, ঠোঁট দুখানি টুক টুকে, তাঁহার হাসি টুকু দেখিলেই বোধ হয় যে, হাসিটুকু পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। সবিশেষ তাহার বদনের প্রতি দেখিলেই বলা যায়, তিনি যেন সদাই অন্য মনস্ক, সদাই যেন কোন গুপ্তদুঃখে দুঃখিত, সদাই যেন কোন এক প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন। সম্রাটের প্রিয়পত্নী, তাঁহার দুঃখ, ইহা কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু প্রকৃতির এমনি নিয়ম হয় ত তাঁহাকে চির মনকষ্টই ভোগ করিতে হইতেছে। হয়ত তাঁহার অপেক্ষায় অনেক ভিখারিবালারাও অনেকাংশে সুখী।

উদয়পুরী রোশেনিরাকে বলিলেন,—"রোশিন! সুমতীর আজ আমি উদ্ধার করিব, তাহার কষ্ট দেখা যায় না। রোশিন! মা!! তুমি গিয়া

সুমতীকে বলগে যে আর তাহাকে রোদন করিতে হইবে না, আমাদিগের অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, আর তাহাকে মুক্ত করিবই করিব !"

রোশেনিরা আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—"মাতঃ আমি যে কিপর্য্যন্ত আপনার কৃপায় আনন্দিত হইলাম তাহা বলিতে পারি না, তবে আমি সুমতীকে এই সুসমাচার দিয়া আসি।!"

"উদয়পুরী বলিলেন,—" হাঁ মা! এসো।"

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ।

যে সময় রোশেনিরা ও পরিচারিকা সুমতীর নিকট হইতে উদয় মহলে গমন করিয়াছিল, সেই সময় অওরেঙ্গজীব সুমতীর কক্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন। ক্রমে অগ্রসর হইয়া সুমতীকে সম্বোধনকরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সুমতি! বেগম! বোধকরি আমায় অদ্য আর হতাশহইতে হইবে না, বোধ করি আমার উপর তোমার মন ফিরিয়াছে, তুমি যদি আমায় কৃপা দৃষ্টিকর তাহা হইলে আমি তোমায় আমার প্রধান বেগম করিব, আর আমার সমস্ত রাজ্যের অধিশ্বরী করিব।" এই কথা বলিয়া সুমতীর হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত হইলে, সুমতী বলিলেন,—"সম্রাটবর! আমায় স্পর্শ করিবেন না, আমায় স্পর্শ করিবেন না।" এই বলিতে বলিতে তথা হইতে সরিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া অওরেঙ্গজীব বিরক্ত ও কুপিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"কি এতবড় স্পর্দ্ধা, আমায় ঘৃণাকরিস্। আমি কে জানিস্। আমি মনে করিলে পৃথিবী রসাতল দিতে

পারি। ছি! কাফের, পামর কাফেরকন্যা, কাহার সাধ্য হইয়া পবিত্র আমোদের মধ্যস্থ দিল্লীশ্বর আওরেঙ্গজীবকে ঘৃণা ... বধ করিতে পারে? কোন্ কাফেরকামিনী মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষা না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে !!! তোর্ তোর সমুচিত শাস্তিবিধান করিতেছি।"

সুমতী আওরেঙ্গজীবের সমস্ত কথাগুলি শ্রবণ করিয়া এই মাত্র বলিলেন, "সম্রাটবর! আমায় আপনি কিসের ভয় দেখান? আমি জীবনের ভয় রাখি না, আপনি যদি আমায় এই মুহূর্ত্তে বধ করেন, আমি তাহাতে ক্ষুব্ধ নহি।"

আওরেঙ্গজীব সুমতীর কথায় আরও কুপিত হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "তোকে আমি শীঘ্র বধ করিতেছি না, অগ্রে তোর স্বামীকে ও তার বৃদ্ধ পিতাকে তোর সম্মুখে বধ করিয়া দেখি তাহাতে তোর শাস্তি বিধান হয় কি না?"

আওরেঙ্গজীবের শ্রীমুখাৎ এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া সুমতীর প্রাণ উড়িয়া গেল, সভয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সম্রাটবরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে সুমতীর ইন্দিবর-বিনিন্দিত নয়নদ্বয় দিয়া বাষ্পবারি বিগলিত হইয়া তাঁহার সমস্ত হৃদয়-বসন প্লাবিত করিল।

আহা! সুমতীর অবস্থা অবলোকনে কাহার মনে না দুঃখের উদয় হয়? কোন্ ব্যক্তির না এরূপ অমানুষিক রূপলাবণ্যবতী লোকললামা রমণীর বদনের বিষণ্ণতা ও নয়নের নিদারস্রোত নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়? পাষাণ হৃদয়ের হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়! কিন্তু আওরেঙ্গজীবের এমনি কঠিন হৃদয় যে, সুমতীর দশা দেখিয়া তাহার মনে একটুও দুঃখ হইল না। রে নিষ্ঠুর আওরেঙ্গজীব! এই কি তোর উচিত হইল, এরূপ অবলাকে ক্লেশ দিতে কি তোর একটুও লজ্জা হইতেছে না? ধিক্ তোকে! ধিক্ তোর সাম্রাজ্য!! ধিক্ তোদের জাতিগৌরবে!!!

সুমতীর পিতা ও পতির শাস্তির কথা যতই কল্পনাপথে উদয় হয় ততই মন অগাধ বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন। সুমতী ক্ষণেক অধোমুখে থাকিয়া মনে মনে কি একটী যুক্তি স্থির করিলেন। পশ্চাতে আওরেঙ্গজীবের পদে পতিত হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন,—"সম্রাট বর! ক্ষমা করুন, তাঁহারা কি অপরাধ ক'রেছেন যে আপনি তাঁহাদিগকে বধ করিতে চাহিতেছেন। আমি আপনার অবমাননা করিয়াছি আপনি আমারই শাস্তি বিধান করুন। আমাকেই বিনষ্ট করুন।"

আওরেঙ্গজীব সুমতীর কথায় কিছু কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে ভ্রুকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে বলিতে লাগিলেন—"সুমতী বেগম্! তোমায় আমি দুই ঘণ্টা সময় দিলাম, বেশ বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি সম্রাটের প্রীতি সম্পাদন করিয়া তোমার পিতা ও পতিকে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী এবং এই সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান ওমরাও সৃষ্টি করা ভাল, না তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগের অকাল মৃত্যুর কারণ হওয়া শ্রেয়। সুমতি বেগম্! আর কেন, যে সতীত্ব সতীত্ব করিয়া তুমি আমায় উপেক্ষা করিতেছ, তোমার সেই চিরদুঃখমূলক সতীত্ব শতসহস্র লোকের সম্মুখে একজন ক্রীতদাস দ্বারা বিনষ্ট করা হইবে।" এই কথা বলিয়া আওরেঙ্গজীব তথা হইতে সুমতীর প্রতি পশ্চাদ্দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

আওরেঙ্গজীব প্রস্থান করিলে পর সুমতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, হায় হায় এখন করি কি? এ দিকে সরলা অবলা দুঃখিনী ব্রাহ্মণকন্যার সারধন সতীত্বধন, আর ওদিকে পিতার, পূজ্যপাদ জন্মদাতার প্রাণ ও প্রিয় স্বামীর জীবন, এখন কোন দিক রক্ষা করি? একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কিছুইত স্থির করিতে পারিলাম না। সুমতী এই কথা বলিয়া কক্ষাভ্যন্তরে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল বিচরণ করিবার পর পুনরায় জানুপাত করিয়া নতাননে উপবেশন

করিলেন এবং করযোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে মাতঃ বসুন্ধরা! তুমি দ্বিধা হও আমি তোমার ভিতর প্রবেশ করি। মাতঃ! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আমায় রক্ষা কর।" এই কথা বলিয়া নয়ন-বারি মুছিলেন, ক্ষণেক পরে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কম্পিতস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"হে কৃতান্ত! তুমি এক্ষণে কোথায়? লোকে তোমার ভীষণ আকার অবলোকন করিতে ভয় পায়, কিন্তু আমি আনন্দের সহিত তোমার অবয়ব দেখিতে বাসনা করিতেছি। হে ভীষণ মূর্ত্তে! তুমি দুঃখিদিগের চিরবন্ধু, তুমিই ভরসাশূন্যের ভরসা, তুমিই নির্ব্বাসিতের শান্তিপ্রদ। প্রভো! তুমি এখন কোথায়! এসো আর বিলম্ব কোরোনা, এসো এসো শীঘ্র এসো আর সময় নাই, সে দুর্ব্বৃত্ত যবনাধম এখনি আসিবে। কোই কৃতান্ত! কৃপাময়! এখনও এলেনা এলেনা, তুমিও আমাকে ঘৃণা করিলে তুমিও পাপীয়সীকে স্পর্শ করিতে লজ্জা বোধ করিলে। তবে আর আমার এক্ষণে কি উপায় আছে!" এই বলিতে বলিতে সুন্দরী অধীরা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। পার্শ্বে একটী বাতোদ্ঘাটন শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই "উপায় আছে," এইরূপ শব্দের সহিত একজনের পদশব্দ শ্রবণগোচর হইল। সুন্দরীর কক্ষে জনৈক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

—•*•—

"বেলা আটটা তখনও হোসেন আলি নিজ শয্যা পরিত্যাগ করে নাই। হোসেন আলির মুখের প্রতি একবার দৃষ্টি করিয়া দেখিলেই বলিতে পারা যায় যে হোসেন আলি ভাবনা, চিন্তা ও বিষাদে জর জর। লিপিখানি কেবল উলটি পালট করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে আর মধ্যে মধ্যে বলিতেছে "একি কখন হতে পারে? নাইবা বলি কিসে, এতো তারি হস্তাক্ষর তাও কি কখন হতে পারে; না পারেই বা বলি কিসে? সে এ কথাই বা জানলে কিসে?" এই বলিয়া হোসেন আলি লিপিখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিছুক্ষণ লিপিখানির দিকে চাহিয়া রহিয়া সভয়ে লিপিখানি খণ্ডখণ্ড করিয়া নিজ বালিসের নিচে রাখিল। আর অপরিস্ফুট বচনে বলিতে লাগিল, এইবারেই আমার রক্ষা রক্ষা হইল। এইকথা বলিয়া হোসেন আলি একটী ভয়ানক বিকৃতহাস্য করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল এবং সেই পত্রখানি বালিসের নিম্ন হইতে তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া আপনার জামার জেবের ভিতর রাখিয়া বেগে গৃহ হইতে প্রস্থান করিল। তাহার এইরূপ বেগে গমন দেখিলেই বলা যায় যে, হোসেন তখন জ্ঞানশূন্য উন্মাদ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে হোসেন রাস্তায় উপনীত হইয়া কুটবক্তাভিমুখে দৌড়িতে লাগিল। রাজপথের সকল লোকই হোসেন আলিকে ঐরূপ দৌড়িতে দেখিয়া আশ্চর্য্য! নিমেষমধ্যে হোসেন আলি কুটবক্তের ষষ্ঠ-প্রকোষ্ঠের বারাণ্ডায় উঠিয়া জামার জেব হইতে লিপিখানি বাহির করিয়াই তথা হইতে একটী লম্ফ প্রদান করিল। দেখিতে দেখিতে হোসেন আলি কখন উর্দ্ধশিরে, কখন বা অধঃশিরে উলটাইতে পালটাইতে সজোরে ভুমাপরি প্রস্তরে পতিত হইয়া, সংচূর্ণ হইয়া গেল। রাজপথের পান্থগণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া যারপর নাই বিস্ময়ান্বিত হইল। ক্রমে একটী একটী করিয়া অনেক লোক হোসেনের সংচূর্ণদেহ ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

"সকলেই বলিতে লাগিল, কে এই [illegible] ইনিই বা হঠাৎ দুর্গবুরুজের উপর হইতে পতিত হইয়া আত্মঘাতী হইল। এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত, কেহই কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না, এমন সময় একজন অপর এক জনকে [illegible] করিয়া বলিল, "ভাই! এ লিপিখানি কিসের?" অপর ব্যক্তি বলিল—"তাইতো একটী লিপি দেখি, বলিয়া লিপিখানি তাহার অঙ্গরক্ষা হইতে লইয়া দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—"ইন্দ্রাজা! একি!"

সমবেত সকল লোকেই আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে চাহিল। লিপি-ধারীব্যক্তি সজল নয়নে বলিল—"আপনারা দেখেন কি? ইনি যে আমা-দিগের দুর্গরক্ষক [illegible] আমির [illegible] যোগেন!"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "একি যোগেন! যোগেন, যোগেন আমি? আমাদিগের চিরপূজ্য পুণ্যাত্মা যোগেন। সেই সময়ে একটী অব-গুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "বা বেশ পুণ্যাত্মা, দুরাচার দুর্বৃত্ত পাপাত্মার একশেষ; লিপিখানি পড় তাহলেই জানিতে পারিবে কেমন পুণ্যাত্মা।" এই কথা বলিয়াই অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক তথা হইতে প্রস্থান করিল।

লোকসমূহ লিপির মর্ম্মাবধারণ করিতে সকলেই সমুৎসুক হইলেন। লিপিধারিব্যক্তি শিরে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা! বিশ্বাস! এমন ভয়ানক লোক, এমন পাপিষ্ঠ; এমন সর্ব্বনাশ!" সকলে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কে?" উত্তর—আর কে এই দেখ না, যার এই দশা সে, আবার কে?"

সকলেই লিপিধারিব্যক্তিকে বলিল—"ভাই লিপিখানি পাঠ কর, আমরা সকলেই শুনিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। লিপিধারিব্যক্তি বলিল, তবে শ্রবণ কর। এই বলিয়া নিম্নলিখিত লিপিখানি পাঠ করিতে লাগিলেন।

লোক সকলে এই ভয়ানক লিপির মর্ম্ম শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে অনেক-ক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্রমে বেলা অধিক হইতে লাগিল। সকলে ক্রমে ক্রমে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। লোকের মন কি পরিবর্ত্তন-শীল। আগে যে হোসেন আলির সহ ক্ষণমাত্রে শত সহস্র লোক তাহা-দিগের সম্রাটের বিরুদ্ধে ও খড়্গ লয়ে বাহির হইতে ভয় প্রকাশ করিত না। আজ সেই হোসেন আলির সংচূর্ণ দেহের কবর দিবারও একজনও লোক দৃষ্ট হইতেছে না।

এই পরিবর্ত্তন শীলতার কারণ বোধ করি পাঠক মহাশয়গণ আপনারা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। হোসেন আলি যে তাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী অগ্রে কেহই তাহা জানিত না। হোসেন আলি যে এরূপ দুরাচারী তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। যাহা হউক ওসকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। হোসেন আলি উন্মাদ হইয়া আত্মঘাতী হওয়ায় তাহার দুষ্ক্রিয়া-কলাপের কতক প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

—*—

দিল্লীতে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত। সকলের মুখেই কেবল হোসেনের কথা। সকলেই হোসেনের গৃহাভিমুখে চলিতেছে। হোসেনের বাটীর সম্মুখে লোকারণ্য। হোসেনের শয়ন গৃহের নিম্নের কূপ হইতে রাশিরাশি মানব-অস্থি তোলা হইয়াছে, বাদসাহের শান্তিরক্ষকগণ শান্তিরক্ষার জন্য স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে, এইরূপে দিবা শেষ হইল। রজনী নিবীড় বেশভুষা করিয়া আগমন করিতেছে দেখিয়া লোক সমূহ ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। কেবল মাত্র প্রহরিগণ তথায় রহিল। ক্রমে চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের সহিত কেলি করিতে করিতে অম্বরপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রকৃতি প্রশান্তভাবে প্রীতি প্রফুল্ল আননে চন্দ্রমার প্রণয়িনীগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়! এই সময়ে একবার আপনাকে জয়সিংহের বাটীর উদ্যানে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। জয়সিংহের সহিত যে যুবকের খুসরোজের মেলার দিবস পথিমধ্যে আলাপ হইয়াছিল আর যিনি জয়সিংহের নিকট রণেন্দ্রসিংহ বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন সেই অলৌকিক রূপবান পুরুষ উদ্যানস্থ বিলাসভবনের নিকট ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন আর মধ্যে মধ্যে ঐ বিলাস ভবনের একটী গবাক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। যুবকের ভাব দেখিলেই বলা যায় যে তিনি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। কিসের চিন্তা এখনই জানিতে পারিবে। যে গৃহের গবাক্ষের প্রতি ঐ যুবক দৃষ্টি করিতে ছিলেন সেই গৃহের মধ্য হইতে একটী কামিনীর কমণকণ্ঠবিনিঃসৃত সংগীতস্রোত নিঃসৃত হইতে লাগিল।

যুবক গবাক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া একাগ্রচিত্তে ঐ সংগীতটী শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

সংগীত।

অভাগিনী প্রবীলার হইবে এমন।
কে বল ভাবিয়াছিল স্বপনে কখন॥
শৈশব সময়াবধি, কাঁদিতেছি নিরবধি,
তবু পোড়া বিধাতার না হয় মোচন।
সঙ্গিনী প্রিয় বচনে, বাল্য দুঃখ বিস্মরণে,
কোন মতে ছিল মোর তনুতে জীবন॥
আজি ভাবনা অনল, হৃদয়ে জ্বলি প্রবল,
শুকাইল আশাদল সত্বরে এখন॥

যুবক সংগীতটী শ্রবণ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। একবার গবাক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তথা হইতে একটী বৃক্ষতলে আসিয়া একখানি শ্বেত প্রস্তরোপরি উপবেশন করিলেন। কিছু ক্ষণের পর নিম্ন লিখিত সংগীতটী গান করিলেন।

প্রেরণ করিল মোরে সঙ্গিনী তোমার।
কাহিনী কহিতে তব সত্বর উদ্ধার॥
দুর্গম গহন বন, করিয়াছি পর্য্যটন,
খুঁজিয়াছি আগমন, নিরখিতে দুর্নিবার।
অতএব পরিশেষে, প্রভাতকালে সহাষে,
আসিয়াছি এই বাসে, আশে পদ পুরাবার॥

সংগীতটী শেষ হইতে না হইতেই একটী কুমারী পূর্ব্বোক্ত গবাক্ষের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। কুমুদিনী নায়কের কিরণ বালা সহকারে

কুমারী যুবককে [illegible] করিয়া [illegible] পরিচিতা হইলেন, এবং আপনার [illegible] দিয়া বাহির করিয়া যুবককে [illegible] করিলেন। [illegible] করিয়া বৃক্ষোপরের দিকে যাইয়া উপনীত হইলেন।

কুমারীরা কে? মোদ কবি পাঠক মহাশয়! আপনাকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। ইনিই সেই চম্পাবিলার প্রিয় সখী প্রমীলা। ইনিই প্রমোদ। এঁকেই একাওয়ালা রূপনগরী হইতে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। প্রমীলা ও চম্পাবিলা ইহারা উভয়েই পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া প্রতাপের দর্শনাভিলাষে কোকোয়ালগড় যাত্রা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতেছিল; সেই ব্যক্তিই একাওয়ালা, রাজা জয়সিংহের গুপ্তচর, প্রমীলা ও চম্পাবিলার রূপের গরিমা শ্রবণ করিয়া জয়সিংহ নিজ গুপ্তচরদ্বয়কে রূপনগরে পাঠাইয়াছিলেন। আর যে কোন প্রকারে হউক না কেন কুমারীদ্বয়কে হরণ করিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। এই দুরাত্মা জয়সিংহের জন্যই শত শত হিন্দুমহিলা হরণ করিয়া মুসলমান সম্রাটের অন্তঃপুর সমুজ্জ্বল করিত।

যাক্ ও সকল কথায় আর এখন প্রয়োজন নাই। শুনা যাক কুমারী যুবককে মৃদুস্বরে কি বলিতেছেন। "মহাশয়! আপনি কে? আপনি আমাকে কোন সাহসে উদ্ধার করিতে চাহিতেছেন? আপনি কি জয়সিংহকে জানেন না। সে কিরূপ চতুর, তাহা কি আপনি অবগত নহেন? আর এই ব্যক্তি যে কিরূপ সেনানী পরিবেষ্টিত তাহাও কি আপনার গোচর নহে? আপনি যদি এই অসমসাহসী কার্য্যের উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে আমি আপনার পরামর্শ শুনিতে পারি। আর আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকি।"

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

যুবতী মূর্চ্ছিতা হইলে পর, তাহার কক্ষে যাঁহার পদার্পণ হইয়াছিল, তিনি আর কেহই নহেন, যাজকাপুত্রী জোসেফিনা। জোসেফিনা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, যুবতী মূর্চ্ছিতা। শশব্যস্তে একটু গোলাপ জল লইয়া যুবতীর বদনে সেচন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে যুবতীর চৈতন্য হইল। যুবতী জোসেফিনার মুখের দিকে চাহিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। সজল নয়না জোসেফিনা যুবতীকে কাঁদিতে দেখিয়া সকরুণ স্বরে [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই যুবতী? [illegible] মুছিয়া দিলেন। যুবতী জোসেফিনা [illegible] উত্তর দিলেন, "যাজকাপুত্রি! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। অল্পকালের মধ্যে হয় স্বামী ও পিতার মৃত্যু দেখিতে হইবে, না হয় চিরকাল কলঙ্কের কালি ধারণ করিতে হইবে, আমার প্রতি তোমার পিতার এই আদেশ হইয়াছে। ভাই তুমি দয়া করে এই দুঃখ কাতর কন্যার সহিত সখ্যতা করিয়াছ, তাই তোমার কাছে তোমার দুঃখিনী সখী এই ভিক্ষা করিতেছে, ভাই জোসেফিন্! বল, আমার মাথা খাও, বল, তুমি আমায় সেই ভিক্ষাটী দেবে?"

জোসেফিনা বলিলেন,—"ছি ভাই! আমায় দিব্য কেন দাও তোমার অনুরোধ রাখবোনা ত কার রাখবো?" যুবতী ইহা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আনন্দিতা হইলেন। জোসেফিনার কর নিজ করে গ্রহণ করিলেন, তাহার মস্তক নিজ বক্ষে স্থাপন করিয়া বাম করে তাহার চিবুকটী ধারণ করিয়া বলিলেন, প্রিয় সখি! ভাই, তুমি বই আর আমার কেহই নাই।" এই বলিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমরা [illegible] তিনি আসিয়া
দাও আমি তাহা পান করিয়া [illegible] ও যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।"
যোশেফিয়া সুরতীকে বলিলেন;—"[illegible] ভাবনা,
ভগিনী! উদয়পুরীর কৃপায় তোমায় এখানে আর যন্ত্রণা ভোগ করিতে
হইবে না, তিনি আজ তোমায় স্বাধীনতা প্রদান করিবেন। তিনি এখানে
এলেন বলে।

সুরতী যোশেফিয়া প্রমুখাৎ স্বীয় স্বাধীনতা লাভের কথা শ্রবণ করিয়া
যার পর নাই পুলকিত হইলেন। তাঁহার নেত্র প্রান্ত দিয়া আনন্দবারি
দর দর ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আহ্লাদে কণ্ঠ রোধ হইল।
যোশেফিয়াকে ধন্যবাদ দিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার
বাকাস্ফূর্ত্তি হইল না। কেবল মাত্র সুরতী যোশেফিয়ার মুখপানে ফ্যাল
ফ্যাল করে চাহিয়া রহিলেন।

ইত্যবসরে উদয়পুরী সেইখানে উপস্থিত হইলেন। উদয়পুরীকে
দেখিয়া যোশেফিয়া ও সুরতী সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। উদয়পুরী
মৃদুস্বরে বলিলেন;—"সুরতি! যোশিন! মা! বসো! এইখানে বসো।"
এই বলিয়া স্বয়ং এক খানি কোচের উপর বসিলেন। সুরতী ও যোশে-
ফিয়াকে নিজ পার্শ্বে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। যোশেফিয়া উদয়পুরীর
দক্ষিণ পার্শ্বে ও সুরতী তাঁহার বাম পার্শ্বে বসিলেন। উদয়পুরী সুরতীকে
বলিলেন;—"সুরতি! এই অঙ্গুরিটী গ্রহণ কর।" এই বলিয়া স্বীয়
অঙ্গুরী খুলিয়া সুরতীর অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে বলিলেন;—
"সুরতি! যে কেহ জিজ্ঞাসা করিবে তাহাকে তুমি এই অঙ্গুরিটী দেখাইলে
সে তোমার পথ ছাড়িয়া দিবে আর তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না।
তুমি ও তোমার পিতা শীঘ্র এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজা রাজসিংহের
আশ্রয়ে গমন করগে। আর তাঁহাকে বলিও যে, যবনেরা বংশগৌরব [illegible]

[illegible]

যুবতী উদয়পুরীকে বলিলেন ;—"[illegible]! ভিখারিণী [illegible] আর [illegible] কি দিয়ে, [illegible] যদি পুরুষের [illegible] করুন।" "যুবতি! আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি করিয়াছি।" এই বলিয়া উদয়পুরী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

উদয়পুরী প্রস্থান করিলে পর জোসেফিনা যুবতীকে বলিলেন :—"ভাই! একটু অপেক্ষা কর, আমি এখুনি আসি।" এই বলিয়া জোসেফিনা তথা হইতে দ্রুতপদে সঙ্কোচে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার একটী পোটলিকা লইয়া সেই কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। এবং পোটলিকাটী খুলিয়া যুবতীকে বলিলেন :—"ভাই কি জানি যদি কোন বিপদ ঘটে, তুমি এই পুরুষের পোষাকটী পর তাহা হইলে আর কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না, কেহই তোমাকে চিনিতে পারিবে না।" এই বলিয়া জোসেফিনা যুবতীর পুরুষ বেশ করিয়া দিলেন। যুবতী জোসেফিনাকে বলিলেন !—'ভাই! যদি তোমার পিতা জানিতে পারেন যে, তোমাদিগের সাহায্যে আমি পলায়ন করিয়াছি তাহা হইলে ত এই ভিখারিণী যুবতীর নিমিত্ত তোমাদিগকে তাঁহার নিকটে যথোচিত তিরস্কারের ভাগী হইতে হইবে।' জোসেফিনা যুবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন :—"ভাই, সে জন্যে তোমাকে ভাবিতে হইবে না। পিতা আমার বেশী তিরস্কার করিতে পারিবেন না, আর ভাই! যদি তিনি আমাদের একটু তিরস্কারই করেন, আমরা একটু তিরস্কার সহ্য করিব বৈত নয়, তুমি না পলায়ন করিলে আমাকে আরও অধিক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, আমার তোমার যন্ত্রণা ভোগ করা দেখিতে হইবে।"

রোশেনিরা পিতাকে বলিলেন;—"বাবা আমার মাপ করিবেন, আমি তাঁহার স্বাধীনতা দিয়াছি।"

ঔরঙ্গজীব কুপিত হইয়া বলিলেন;—"কি? সুমতীকে ছাড়িয়া দিয়াছ? কাহার হুকুমে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে?"

রোশেনিরা পিতাকে কোপ পরবশ দেখিয়া নিম্নদিকে ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন। রোশেনিরাকে নিরুত্তর দেখিয়া ঔরঙ্গজীব আরও কুপিত হইলেন; এবং দুই চক্ষু কুমোর চাকের ন্যায় ঘূর্ণিত করিয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন;—"তুই কার হুকুমে সুমতীর স্বাধীনতা দিলি।" মহবৎজঙ্গের দিকে চাহিয়া বলিলেন; "শীঘ্র চতুর্দ্দিকে সৈন্য সমূহ প্রেরণ করগে, আর যেখানে পাবে তাহাকে সেই স্থান হইতে ধৃত করিয়া আনিবে। যদি সে পাপীয়সী মন্দির কি মসজীদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কাফেরদিগের মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহাকে আনিবে; আর মসজীদে থাকিলে তাহাকে মসজীদ হইতে বাহির করিয়া আনয়ন করিবে। আর একজন দূতকে পাঠাইয়া আমার পিতাকে ও তাহার বন্দীবাসীকে শীঘ্র এখানে [illegible] যাও, যাও, যাও।"

[illegible] এই বলিয়া প্রণত শিরে পিছু হাঁটিয়া [illegible] প্রস্থান করিল। ঔরঙ্গজীব পুনর্ব্বার [illegible] করিলেন,—"তুই কাহার আদেশে তাহার স্বাধীনতা দিলি"।

"আমার আদেশে। রোশিন কেন তাহার স্বাধীনতা দেবে, আমি দিয়াছি।" এই বলিয়া উদয়পুরী ঔরঙ্গজীবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদয়পুরীর কথা শ্রবণমাত্র ঔরঙ্গজীব [illegible] ক্রোধে দিগ্বিদিক ভুলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"উদয়পুরী! [illegible]

[illegible]লাম।" সেনানায়ক [illegible] যুবতী আর একটী বৃদ্ধকে দেখে ছেন?" একাওয়ালা বলিল—"আজ্ঞা হাঁ। আমার পুরস্কার?" [illegible] একজনকে বলিল—"এই একাওয়ালাই সব অনর্থের মূল, অতএব ইহাকে বাদসানন্দের নিকট লয়ে যেতে হবেই হবে। অতএব তুমি আর তোমার সঙ্গী তোমরা দুইজনে ইহাকে লইয়া দিল্লীঅভিমুখে যাত্রা কর, আমরা শীঘ্রই হস্তিনার বনটা খুঁজে ফিরে আস্‌ছি।" একাওয়ালাকে বলিল—"আচ্ছা তুমি এই দুইজন অশ্বারোহীর সঙ্গে যাও; তুমি তোমার পুরস্কার বাদসানন্দের জল্লাদের নিকট যথেষ্ট প্রাপ্ত হইবে।"

একাওয়ালা বাদসাহের নামে আড়ষ্ট হইল। জল্লাদের নামে তাহার প্রাণ একেবারে উড়িয়া গেল। সে করযোড়ে বলিয়া উঠিল—"দোহাই খোদাবন্দ আমার ভুল হইয়াছে, আমি একজন বৃদ্ধ ও একজন যুবককে লইয়া গিয়াছিলাম। কোন কুমারীকে লইয়া যায় নাই। আমাকে মাপ করে ছেড়ে দিন্।" সেনানায়ক "তুই বড় পাজী—তুই, আমাদের বঞ্চনা করিতেছিলি, যাহাই হোক্ তোকে এখন ছাড়িতে পারি না, দেখি সে বুড় আর যুবকটী কে, তার পর তোকে ছাড়্‌বো।" এই বলিয়া তিনি তার দুইজন সঙ্গীকে ঐ একাওয়ালাকে [illegible] সাবধানে দিল্লীতে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়া অপর আটজনের সহিত হস্তিনার কাননাভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে বৃদ্ধ আর যুবক তাহারা ইন্দ্রপ্রস্থের কাননে প্রবেশ করিল। অনেক দূর যাইয়া বৃদ্ধ যুবককে বলিল;—"আর ত আমি চলিতে পারি না," যুবক বলিল।—"বাবা! তবে আপনি আমার কোলে মাথা রাখিয়া এই খানে কিঞ্চিৎ কালের জন্য শয়ন করুন।" বৃদ্ধ তাহাই করিলেন। কিছুক্ষণ পরে যুবক পার্শ্বস্থ বন হইতে "ভাল করে অনুসন্ধান কর হে, ভাল করে

অনুসন্ধান কর।" এই কথাগুলি শুনিতে পাইলেন, যুবক শ্রবণ করিলেন, অমনি তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল, পৃথিবী শূন্যময় বোধ হইল। পিতার দিকে চাহিলেন, বৃদ্ধ অচেতন নিদ্রা যাইতেছেন। এ দিকে খস্ খস্ পদ চালন-শব্দ ক্রমেই নিকটে শ্রবণ গোচর হইতে লাগিল। ক্রমেই মশালের আলোকে নিকট বন আলোকিত হইল। একজন মশালের আলোকে যুবক ও বৃদ্ধকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"ঐ না পথের ধারে গাছতলায় কে দুটো রয়েছে।" একতান স্বরে সকলেই "কোই কোই" বলিয়া উঠিল। তৎপরক্ষণেই আবার "ঐ যে দেখনা ঐ গাছতলায়।" এরূপ শব্দ হইল। "হাঁ—ঐত—বটেই যে—চল, চল, চল, শীঘ্র ঐখানে যাওয়া যাক্।" এই বলিয়া সাহ্লাদে কতকগুলি-লোক চীৎকার করিয়া উঠিল। উহার সঙ্গে সঙ্গেই "বাবা! সর্ব্বনাশ হইল, আমাদের সকল পরিশ্রম বিফল হইল।" এই বলিয়া যুবকটী চীৎকার করিয়া উঠিল। বৃদ্ধের নিদ্রা ভাঙ্গিল। এ দিকে আট জন সৈনিকপুরুষেরা তথায় উপস্থিত হইয়া, "পেয়েছি, পেয়েছি।" বাঁদ শালাদের বাঁদ শালাদের বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বৃদ্ধ ও যুবক উভয়েই চীৎকার শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। ইত্যবসরে দুইজন সৈনিক পুরুষ আসিয়া বৃদ্ধ ও যুবককে বন্ধন করিল। আর একজন অতি আনন্দের সহিত "ভাই! আমাদের সকল পরিশ্রমই সফল হয়েছে। আমরা সুমতীকে পেয়েছি।" আর একজন বলিয়া উঠিল,—"হাঁ-তো ভাই সকল তাহাকে ত পাওয়াই গিয়াছে"—এই যে দেখনা। এই বলিয়া সুমতীর চাপকানটী সজোরে সত্বর খুলিয়া দিলেন। সুমতীকে প্রাপ্ত হইয়া সকলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এ দিকে বৃদ্ধের চেতন হইল।

আর পাঠক! গোপন রাখিবার প্রয়োজন নাই, যুবকই সুমতী বটে

আমার সর্ব্বস্ব ধনের জীবন বিনষ্ট করিলে।" নহর বলিলেন—"মহাশয়! সত্যই বলিতেছি আমি আর আপনাদিগকে কখনই দেখি নাই।" বৃদ্ধ বলিলেন ঃ—"সে কি বাপু, ও কথা কি বলিতেছ? আছে এখন এসো সুমতীর চৈতন্যের উপায় করি।" নহর বলিলেন—"আসুন, আসুন তাহা করা যাক্।" এই বলিয়া সুমতীকে ভূমীতে শয়ান করাইলেন।

এ দিকে চারিজন অশ্বারোহী সশস্ত্র খোলাসহস্তে তথায় আসিয়া উপনীত হইয়া ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত সাতটী সৈনিক পুরুষের মৃতদেহ দৃষ্টি করিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইল; এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন নহরকে দেখিয়া বলিল,—"কে এমন কার্য্য করিল?" তাহাতে নহর বলিল—"কেন! আমি করিয়াছি। তোরা এ স্থান হইতে পলায়ন কর, নতুবা তোদেরও এই দশা হইবে।" এই বলিয়া সাতটী মৃত দেহ দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু উক্ত সৈনিক পুরুষ নহরের কথায় হাস্য করিয়া বলিলেন—"রে অবোধ জানিস্‌না যে, কাহাকে তুই ভয় প্রদর্শন করিতেছিস্। জানিসনা আমি সম্রাট্‌বর অওরেঙ্গজীবের একজন প্রধান সেনানায়ক। জানিস্‌না আমার অসিবলে সমস্ত কাফের কম্পবান। দেলেয়ার খাঁর অসিবেগ বরে এমন কাফের ত আজও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই, অসি পরিত্যাগ করিয়া আমার বন্দীহ? না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর।" এই বলিয়া দেলেয়ার খাঁ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নহরের দিকে ধাবিত হইলেন। অপর বীরত্রয় স্ব স্ব অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সুমতী ও বৃদ্ধকে পুনর্ব্বার ধৃত করিল। এদিকে দেলেয়ার খাঁ ও নহরের তুমুল অসি যুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয়েই তরবারি-বিশারদ, উভয়েই নানা প্রকার কৌশল দ্বারা উভয়ের তরবারি আঘাত সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনেক ক্ষণ

যুদ্ধের পর নহর যেমন দেলেয়ার খাঁকে অসি আঘাত করিবেন, পশ্চাৎ হইতে দেলেয়ার খাঁর সমভিব্যাহারী বীরত্রয়ের মধ্যে একজন বীর নহরকে তরবারি আঘাত করিল। নহরসিংহ অসি আঘাতে ভূমিতে পতিত হইলেন। বৃদ্ধ মন্ত্র-দশায় চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান। নহর সুমতীর দিকে দৃষ্টি করিলেন, সুমতী তখনও মূর্চ্ছিতা। বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"মহাশয় ক্ষত্রিয় কুলে কলঙ্ক স্থাপন করিলাম যবন হস্ত হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না।" এই বলিতে বলিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। দেলেয়ার খাঁ ভাবিলেন, নহর মরিয়া গেলেন। বৃদ্ধ ও সুমতীকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ফরসা হইয়া আসিল। প্রভাত হইল। ইনিই সেই

নহর সিংহ যিনি নবরাজ্ঞীর যুদ্ধে গমনসময়ে তাঁহাকে "প্রিয় সরোজিনি! অনেক দিনের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল," বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। ইনিই রঞ্জন কামিনীগণের প্রেম ভিখারী। এই অবধি এক্ষণে তাঁহার বিষয় বলিতে সক্ষম হইলাম। পরে তাঁহার বিষয় সকলই জানিতে পারিবেন। আর ঐ দেলেয়ার খাঁর সহিতই রূপনগরে রাজ দরবারে প্রতাপের সহিত বাক্ বিতণ্ডা হয়। কিছুক্ষণ পরে ঘড় ঘড় ঝন্ ঝন্ ক্যাকোচ ঠোকচ একার শব্দ হইতে লাগিল। দুই খানি একা তথায় আসিয়া পৌঁছিল। এক খানিতে প্রমীলা ও তাঁহার উদ্ধার কর্ত্তা। অপর খানিতে প্রমীলার অপহারক একা-ওয়ালা ও তাহার সঙ্গী। সকলই ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত নরদেহ দেখিয়া আশ্চর্য্য। এমন সময় নহর সিংহ বলিয়া উঠিলেন:—'দাঁড়া, দাঁড়া, আমার বপুতে প্রাণ থাকিতে তুই কখন কুমারী ও বৃদ্ধকে অপহরণ করিতে পারিবি না।" প্রমীলা তাহার উদ্ধারককে বলিলেন:— "মহাশয়! ঐ দেখুন একজন জীবিত রয়েছে।" এবং নহর সিংহকে

দেখাইয়া দিলেন। তাহাতে তিনি নিজ ভৃত্য একাওয়ালাকে ও তাহার সঙ্গীকে বলিলেন :—"ইহারা ত সকলই যবন দেখ্‌ছি, সকলই মরিয়া গিয়াছে কেবল যিনি হিন্দু তিনিই জীবিত রহিয়াছেন, ভালই হইয়াছে, তোমরা শীঘ্র উঁহাকে একাতে তুলিয়া লও।" একাওয়ালা ও তাহার সঙ্গী যুবককে একাতে তুলিয়া লইল। একা দুই খানি পূর্ব্ববৎ শব্দ করিতে করিতে রূপনগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব ঘটনার সপ্তাহ পরে, খাম্মাম গড়ের শ্মশান পুরীতে, পাঠক! আপনাকে একবার দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এখানে একণে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে, সাহুপ্রসাদ শ্রেষ্ঠীর অট্টালিকায় একটী কক্ষে একটী যুবক এক খানি পালঙ্কের উপর নিদ্রা যাইতেছেন। পার্শ্বে একটী কামিনী বসিয়া যুবকের মস্তক কুণ্ডয়ন করিয়া দিতেছেন। কামিনী মধ্যে মধ্যে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন, আর যুবকের দিকে চাহিতেছেন, এবং অপরিস্ফুট বচনে কি বলিতেছেন। গৃহটী উত্তম রূপ সজ্জিত। কামিনী একটী টেবিলের দিকে চাহিলেন, ঘড়িতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন :—"উঃ! বেলা অনেক হইয়াছে, প্রায় দুই প্রহর বাজে, তবুও ইহার নিদ্রা ভাঙ্গিল না।" এই বলিয়া যুবকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, যুবকের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। যুবক তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। কামিনী যুবককে চাহিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কিছু কি আহার করিবেন—যুবক বলিলেন,—"একটু গরম দুধ খাবো," কামিনী বলিলেন—"আচ্ছা আমি

শীঘ্র তাহা দিয়ে আসছি।" এই বলিয়া সেই কক্ষ হইতে অপর কক্ষে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর একখানি রৌপ্যের রেকাবিতে স্বর্ণের বাটীতে এক বাটী গরম দুগ্ধ লইয়া যুবকের ঘরে প্রবেশ করিলেন। যুবক বলিলেন ঃ—"তোমার আহার হইয়াছে কি?" কামিনী একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন। "না।"

যুবক কামিনীর দক্ষিণ কর নিজ দক্ষিণ করে গ্রহণ করিয়া বলিলেন— "কই তুমি যে বলেছিলে যে আর বেলায় আহার করিবে না, তবে আবার আজ কেন এখনও ভোজন কর নাই। ছি! তুমি আমার জন্য সমস্ত নিশা জাগরণ করিবে আবার এত বেলা অবধি না আহার করিলে তোমার অসুখ হইতে পারে, তাহা হইলে আমি যে কি পর্য্যন্ত অসুখী হইব তাহা বলিতে পারি না। এমন করিলে আমি আর এখানে থাকিব না। বল আর এতো বেলাবধি আহার না করিয়া থাকিবে না?" কুমারী বলিলেন ঃ—"না।"

একজন দাসী তিন খানি চিঠি লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। এক খানি চিঠি যুবককে দিল আর দুই খানি কামিনীর করে অর্পণ করিয়া দাসী তথা হইতে প্রস্থান করিল। যুবক চিঠি খানির হস্তাক্ষর দেখিয়া নিজ শিরে ছুঁয়াইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। কুমারী দুই খানি চিঠি দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এক খানিতে দুইটী অপর খানিতে একটী চুম্বন করিয়া হৃদয়ে স্থাপন করিলেন। যে চিঠি খানিতে দুইটী চুম্বন করিয়াছিলেন, সেই খানি প্রথমে খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, চিঠি খানি এইরূপে লিখিত হইয়াছে।

ভাই! তোমার কত দিন দেখি নাই, তোমার জন্য যে কি পর্য্যন্ত অসুখী তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। ভাই! বাল্যাবধি একত্রে শয়ন, একত্রে উপবেশন, একত্রে পর্য্যটন, একত্রে প্রকৃতির শোভা

সন্দর্শন ও একত্রে ভোজনাদি করিয়াছি; এক্ষণে তুমি কোথায়, আমি কোথায়, আর কি তোমার দেখা পাবো? আর কি তোমার সহিত আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইতে পারবো? সখি! তিনি কেমন আছেন। দেখ ভাই! আমার প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া যেন তাঁহার প্রেম ভিখারিনী হয়ে বসোনা। ভাই স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করা যায় না। ভাই! আমার পরিত্রাণ কর্ত্তা কে, তাহা তুমি এখানে না এলে বলবো না। সে অনেক কথা চিঠিতে বলিবার নয়; ভাই তুমি যত শীঘ্র পার আসিতে চাও পিতা তোমার জন্য অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছেন। দেশ বিদেশে লোক পাঠাইয়াছেন কিন্তু ভুলেও ভাবেন না—যে তুমি এত সন্নিকটে রহিয়াছ। [illegible] ভাই তবে এই খানেই আমি বলিতে হলো—কারণ পিতা এখনি এখানে আসিবেন। তবে ভাই লক্ষ লক্ষ চুম্বনের সহিত বিদায় দিলাম:—ভুল হইয়াছে—বালাই বিদায় কেন—তবে এখন আসি।

চিঠিখানি পাঠ করিয়া কুমারীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল, নিজ রুমাল দিয়া বাষ্পবারি মুছিয়া ফেলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। অপরিস্ফুট বচনে বলিলেন:—"ইহাঁর প্রেম ভিখারিনী হতে কার না ইচ্ছা করে।" এইটী বলিয়াই আবার ব[illegible]—"ছিঃ—ছিঃ—কি করিলাম ক্রঁ। কাহার প্রেম ভিখারিনী হইতে আমার সাধ হইল? এ জন্মে আমি আর কাহারই নয়—যদি কখন ঈশ্বর দিন দেন তাহা হইলে তাঁহার হবো, না হয় আমার জীবন কেঁদে কেঁদেই যাবে।" এই বলিয়া আবার অশ্রুবর্ষণ করিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নয়ন বারি মুছিতে মুছিতে যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যুবক তখনও তাঁহার চিঠি পাঠ করিতেছেন, কুমারী উপরোক্ত চিঠি খানি হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। অপর চিঠি খানি খুলিয়া পাঠ

করিতে আরম্ভ করিলেন। চিঠি খানি নিম্ন লিখিত রূপে লিখিত হইয়াছে।

রবিবার

সকাল।

সুলোচনে!

তোমার ত কোন ক্লেশ হইতেছে না! যুবক কেমন আছে? আমি তোমার কাছে যাইতে ইচ্ছা করি, অনেক কথা আছে। তোমার কবে সুবিধা হবে পত্রে বিজ্ঞাপিত করিবে। কুমারী এই অবধি পাঠ করেই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন এবং যুবকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যে যুবক তাঁহার দিকেই এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"খবর কি?" যুবক বলিলেন:—"খবর ভাল কিন্তু—"কুমারী বলিলেন:—"কিন্তু কি বল না।" যুবক বলিলেন:—"এই বলছিলাম কি যে, যবন সৈন্য এদিকে সমবেত হইতেছে, তাহার কারণ বোধ করি রূপনগর আক্রমণ করা—রূপনগরের রাজার সহিত যবন সম্রাটের খুব আলাপ ছিল, তবে এ রকম কেন হইল! বেশ হইয়াছে, যেমন যবনের সহিত সখ্যতা তার তেমনি ফলভোগ হইল ক্ষত্রীয় হয়ে যবনের দাসবৃত্তি, এর চেয়ে বিক্রম কেতুর মরণ ভাল ছিল।"

কুমারী বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ!" আর যুবককে যেন কি একটী কথা বলিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু সে কথাটী সংগোপন করিয়া দ্রুত-পদ সঞ্চারে তথা হইতে অপর কক্ষে চলিয়া গেলেন।

কুমারী পরকক্ষে চলিয়া গেলে পর যুবক আপনা আপনি বলিলেন—"কুমারীকে এ কথাটী বলা ভাল হয় নাই। স্ত্রীলোক স্বভা-বতই ভীরু যুদ্ধের কথায় অত্যন্ত ভীত হইতে পারে। তাহাকে

বলিতে ভুলিলাম যে, আমাদের কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আহা! কুমারীর কি মনোহর মুর্ত্তি, ইচ্ছা হয় সদাই দেখি, সদাই কাছে থাকি! কাছে থেকে কুমারীর সেবায় জীবন অতিবাহিত করি, আহা যেমন অসামান্য রূপ, তেমনিই অতুল গুণ, কে আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এক্ষণে রয়েছি। কুমারী আমার সেবায় অহোরাত্রি কাটাইতেছে। আমার অসুখে কি পর্য্যন্ত অসুখী, আমার সুখে কিঁ পর্য্যন্ত সুখী, তাহা বর্ণনাতীত। কুমারীর ধার কি করে সুধিব, কি দিয়ে সুধিব আমার কিবা আছে, তবে পরমহংস দেব ও তপস্বিনীর অনেক ভরসা করি, কোন সময়ে এ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলেও হইতে পারে।" এই কথাটী বলিতে বলিতে যুবক যেন এক অমানুষিক তেজে আবৃত হইলেন, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার মানস এক অসীম ভরসায় সন্তরণ করিতেছে। তিনি গাত্রোত্থান করিলেন; এবং অতি মন্থরে ধীরে ধীরে যে গৃহে কুমারী চলিয়া গিয়াছিলেন সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টবিংশতি পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব ঘটনার রজনীযোগে, অওরেঙ্গজীবের দিল্লীর রাজপ্রাসাদের এক পার্শ্বস্থ একটী একতল গৃহে অওরেঙ্গজীব এক খানি কাল মকমল মোড়া সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। এক পার্শ্বে রাজা জয়সিংহ অপর পার্শ্বে দেলেয়ার খাঁ দণ্ডায়মান। সম্মুখে বন্ধন দশায় রূপবতী, সত্য ও রূপবতীর বৃদ্ধ পিতা। চতুর্দ্দিকে প্রহরী পরিপূর্ণ। দুই

জন ভয়ানক কাল কদাকার আফ্রিকা দেশীয় খোজা উলঙ্গ অসি হস্তে দণ্ডায়মান। ইহারা দুই জনই জল্লাদ। এই কালান্তক যমদ্বয়কে দেখিলেই সকল লোকের মনে এক অমানুষিক ভয়ের উদয় হয়। গৃহটী সমস্তই কাল রঙ্গের মকমল মোড়া। গৃহটীতে এমনই ভাবে দীপ দেওয়া আছে যে, কক্ষটী যদিও দীপালোকে সম্যক রূপে আলোকিকৃত হয় নাই তথাচ গৃহের সকল দ্রব্যই দেখা যাইতেছে কোন দ্রব্য বা ব্যক্তিরই সংগোপন নাই। এই ভয়ানক কক্ষে নিশীথ সময়ে অওরেঙ্গজীব ঐ তিন জন নিরপরাধীর বিচার জন্ম সমাসীন হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে ঘোর বজ্র শব্দ, বিদ্যুৎ ঝন্ ঝনা ও প্রবল বাত্যার ভয়াবহ শব্দ শ্রবণ গোচর হইতেছে। রাত্রি যেন ভয়ানক ভাব ধারণ করিয়া সকলকে গিলিতে আসিতেছে। কক্ষটী নিস্তব্ধ। অওরেঙ্গজীব প্রথমে গম্ভীর স্বরে সত্যকে বলিলেন :—"সত্য তুমি যে সকল ভয়ানক অপরাধে অপরাধি হইয়াছে, তাহাতে তোমার প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আর ত উপায় দেখি না। অন্য সকল কথা থাক, তুমি যত দিন সত্য নাম পরিগ্রহ করিয়াছে আর ব্রাহ্মণ কুমার বলিয়া সুমতীর পাণি গ্রহণ করিয়াছ, সেই সময়ের মধ্যাগত সময়ে যে অপরাধ করিয়াছ সেই অপরাধের জন্ম তোমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমার সেনানায়ককে মারিতে চাও।"

সত্য অওরেঙ্গজীবকে বলিলেন—"সম্রাটবর! আমি ত জ্ঞান স্বরূপে অন্য কোননামে খ্যাত ছিলাম না, আর আমি ত বারাণসী নিবাসী পুণ্য প্রধান সৎকীর্ত্তি শর্ম্মার এক মাত্র পুত্র, আপনি তাঁহাকে কেন পত্র লিখিয়া আনয়ন করুন না—তাহা হইলেই ত আমার সকল বিষয় জানিতে পারিবেন। আমি ত আপনার নিকট বিশেষ অপরাধে

অপরাধী নই তবে বৃথা কেন আমায় কষ্ট দিতেছেন, আমার স্ত্রী ও শ্বশুর আপনার কি অপরাধ করিয়াছে যে, উহাদিগকে এরূপ বাঁধিয়া রাখিয়াছেন আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া দিন, আমরা অদ্য রাত্রিতেই আপনার রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্রে গমন করিতেছি।" অওরেঙ্গজীব বলিলেন,—"তুমি যদি সুমতীকে জন্মের মতন পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমাকে আর সুমতীর বৃদ্ধ পিতাকে ছাড়িয়া দিতে পারি। নচেৎ তোমার জীবন রক্ষার অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। আর বৃদ্ধের মুক্তির ত অন্য উপায় নাই। বল যে, সুমতীকে জন্মের মতন পরিত্যাগ করিলে।"

সত্য ক্রোধান্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন "বাদসাহের যোগ্য বিচারই হইয়াছে বটে।" হে যবন সম্রাট! আপনি সুমতী প্রাপ্ত আশা পরিত্যাগ করুন। যদিও আপনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, তথাপি ঐ আশাটী আপনার পক্ষে দুরাশা মাত্র। যতক্ষণ আমার দেহে বিন্দুমাত্র রুধির সঞ্চরণ করিবে ততক্ষণ প্রাণের সুমতীকে আপনি কখনই লইতে পারিবেন না।

অওরেঙ্গজীব সত্যের এই কথা গুলি শ্রবণ করিয়া একটু হাস্য করিলেন এবং সুমতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সুমতী বেগম এখনও বল, তুমি আমার হইলে যদি ঐ কথাটি বল তাহা হইলে সকল দিক বজায় থাকে, নতুবা তোমার সম্মুখে এই দণ্ডেই তোমার স্বামীর মুণ্ডচ্ছেদন করা হইবে। শীঘ্র তোমার মতামত বল, বিলম্ব করিলে আর নিস্তার নাই।" সুমতী স্বামীর মৃত্যু কথা শ্রবণ করিয়া আড়ষ্ট। কিছুক্ষণের পর সাহসে ভর করিয়া কম্পিত স্বরে অওরেঙ্গজীবকে বলিতে লাগিলেন—"সম্রাটবর! আপনি দেশের রাজা, আপনার কোটী কোটী সুরূপা মহিষি আছে, আপ-

নার পাটরাণী উদয়পুরী, রাজলক্ষ্মী, রতিদেবী অপেক্ষাও শত সহস্রগুণ রূপবতী অতএব আমার ন্যায় সামান্য অসহায়া রমণীর প্রতি এরূপ অভিরুচি কেন? ছিঃ ছিঃ আপনার কি একথা বলিতে একটু লজ্জা বোধ হইতেছে না। আপনার পায়ে পড়ি আমাদিগকে ছেড়ে দিন। আপনার কাছে করযোড়ে ভিক্ষা করিতেছি আপনি আমায় অদ্য এই ভিক্ষা দিন।" এই বলিয়া যুবতী করযোড়ে দণ্ডায়-মান রহিলেন। অওরঙ্গজীব যুবতীর কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তোমায় ভিক্ষা দিব, বরং তোমার মুক্তি ভিক্ষার ভিখারী হইয়া আমি চিরকাল থাকিব যদি তুমি আমার এ কথাটি রাখ।" জয়সিংহ যুবতীকে বলিলেন, "যুবতি জাঁহাপনা ত ভাল কথাই তোমাকে বলিতেছেন, তুমি কেন বলনা যে তুমি হুজুরের হইলে। যুবতী জয়সিংহকে বলিলেন "মহারাজ! আপনি উত্তম আজ্ঞাই করিলেন। পুরোহিত কন্যাকে বেশ সদুপদেশ দিলেন।" এই কথা বলিয়া রাগে অধীর হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন; "রে সূর্য্য বংশ কুলাঙ্গার তোর একটু লজ্জাও হইল না। তুই অকাতরে বিধর্ম্মী যবনের পোষকতা করিলি, অহো তোকে শত সহস্র বার ধিক্ পবিত্র রামচন্দ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যবনের দাসত্ব করিতে কি তোর একটুও লজ্জা করিতেছে না, তুই না ক্ষত্রীয়, ব্রাহ্মণগণকে সপরিবারে রক্ষা করা না তোর কুলধর্ম? বৃথা ধনলোভে লোভী হইয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হইলি, কোথায় প্রাণপণে আমাদিগের রক্ষা করিবি, তা না করে আমাদেরই সর্ব্বনাশে কৃত সংকল্প হইয়াছিস। কেন তোর জননী তোকে বসুধা দর্শন করাইয়া ছিলেন। আমি বা বসুন্ধরা তোর মতন নরাধমের ভার কেন এখনও বহন করিতেছেন।" জয়সিংহ যুবতী কর্ত্তৃক যৎপরনাস্তি অবমানিত হইয়া অওরঙ্গজীবকে করযোড়ে সম্বোধন

হইলেন। এবং পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—" পিতঃ কি করিলেন, অকারণে ব্রাহ্মণের জীবন নষ্ট করিয়া চিরকালের জন্য পৃথিবী হইতে সত্যের লোপ করিলেন। ছিঃ ছিঃ বাবরের বংশে কালি দিলেন। " অতরেঙ্গজীব কট্‌মট্ করিয়া রোশেনিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন " কি এতবড় স্পর্দ্ধা [illegible] এই কথা ! নির্ব্বোধ তোকেও আবার কোতোয়ালে পুরিতে হইবে। " এই কথা বলিয়া জয়সিংহের দিকে চাহিয়া জয়সিংহকে বলিলেন—" জয় ! ইহাকে বন্ধন কর। " রাজা জয়সিংহ অগ্রসর হইয়া রোশেনিয়াকে যেমন বন্ধন করিবেন, পশ্চাৎ হইতে দেলেয়ার খাঁ জয়সিংহকে চপেটাঘাৎ করিয়া বলিলেন, " মূর্খ ! কাপুরুষ ! সুকোমলা রোশেনিয়া বিবিকে বন্ধন করিতে তোর কি একটুও লজ্জা হইতেছেনা। " জয়সিংহ কম্পিত কলেবর হইয়া দেলেয়ারখাঁকে বলিলেন—" রে যবনাধম ! আমি সূর্য্য বংশোদ্ভব, আমার অবমাননা করিস তোকে অবশ্যই ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। এই আমার ছুরিকা গ্রহণ কর। " এই বলিয়া নিজ কোটি বন্ধনী হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দেলে-য়ারের নিকট নিক্ষেপ করিলেন। " দেলেয়ার খাঁ কি তাহাতে ভয় করে। " এই বলিয়া দেলেয়ার খাঁ ভূমি হইতে ছুরিকা তুলিয়া লইলেন। এদিকে রূপবতী চেতন পাইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন " হৃদয়বল্লভ ! হৃদয়েশ্বর !! প্রাণেশ্বর !!! তুমি কোথায় পলায়ন করিলে। নাথ দাঁড়াও দাঁড়াও, দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাও, কই নাথ ! তুমি কোথায় চলিয়াগেলে, দাসীর কথা শুনিলেনা, এই তোমার ভাল-বাসা ! ছি ! ছি !! ছি !!! এই বলিয়া পাগলিনীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে

চাহিতে লাগিলেন। অওরেঙ্গজীব তখনও সুমতীকে বলিতে লাগিলেন-"সুমতী বেগম! বল যে, আমার হৃদয় রাজ্যের অধিশ্বরী হইবে, নতুবা তোমার পিতাকেও তোমার সম্মুখে এখনই বধ করা হইবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া দুঃখিনী সুমতী অওরেঙ্গজীবের দিকে চাহিলেন, অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পরে যেন কি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন "ছুর ছুর ছুর,—ও কথা কি বল্‌তে আছে,—ছিঃ ছি ছি—" এই বলিয়া বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন আবার তখনই ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ ইতি পূর্ব্বে চৈতন্য পাইয়াছিলেন, এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া অওরেঙ্গজীবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রে পামর! রে নরাধম! তুইনা দেশের রাজা? তুই কোথা দুষ্ট লোকের হস্ত হইতে সতীর সতীত্ব রক্ষা করিয়া দুষ্টলোকের যথোচিত শাস্তি বিধান করিবি; তা না হয়ে তুই নিজেই তাহাদিগের সতীত্ব নাশে কৃতসংকল্প হইয়াছিস্। হায়! হায়! মনে বিবেচনা করিয়া দেখ্‌দেখি তুই আমাদিগের কি সর্ব্বনাশ করিলি! আমার নিরপরাধী জামাতাকে বধ করিয়া আমার সোণার প্রতিমা সুমতীকে পাগলিনী করিয়াছিস্।" এই সকল বলিতে বলিতে বৃদ্ধের শরীর কাঁপিতে লাগিল নয়ন আরক্তিম হইল, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন "হে মাতঃ চতুর্ভুজে! তুমি এক্ষণে কোথায়। মাগো কেন তুমি এপর্য্যন্ত দুরাচারকে ভস্মীভূত করিতেছনা, মাগো, কই তুমি কোথায় মাগো। কি দোষে তুমি তোমার হতভাগা সন্তানকে পরিত্যাগ করিলে! এস মা! যোগমায়া একবার এখানে এস,—আসিয়া এই দুরাত্মাকে নিপাত কর।" অওরেঙ্গজীব বৃদ্ধের কথায় জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং জল্লাদগণকে ইঙ্গিত করিয়া

বৃদ্ধের মুণ্ডচ্ছেদন করিবার আদেশ করিলেন। বৃদ্ধ জল্লাদদ্বয়কে "বাছাট স্থির হ একটু অপেক্ষা কর।" এই বলিয়া অওরেঙ্গজীবকে বলিলেন, সম্রাটবর, আপনি অনুগ্রহ করিয়া জল্লাদগণকে একটু স্থির হইতে বলুন আমি একবার আমার প্রাণের সুমতীকে জন্মের মতন কোলে লইয়া শেষ বিদায় গ্রহণ করি।" অওরেঙ্গজীব বলিলেন,—"তাহাতে ক্ষতি কি।" বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া সুমতীকে নিজ কোলে বসাইয়া তাহার কাণে কাণে বলিতে লাগিলেন, "মা, আমি গেলে আর তোমায় কে রক্ষা করিবে, কে তোমায় দুরাত্মা যবন কর হইতে উদ্ধার করিবে।" এই বলিয়া সুমতীর কাণে কাণে অতি মৃদুস্বরে কি বলিলেন।

সুমতী পিতার মুখপানে ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাবা! আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।" বৃদ্ধ তড়িৎ গতিতে জোশেফাসের হস্ত হইতে জল্লাদদিগের নিক্ষিপ্ত ছুরিকাখানি টানিয়া লইলেন। সুমতী বলিয়া উঠিলেন,—" আর আপনি কেন আপনার হস্ত ছুরিকার রুধিরে কলুষিত করিবেন। "এই আমি নিজেই সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লভি।" এই বলিয়া বিদ্যুৎ গতিতে বৃদ্ধের হস্ত হইতে ছুরিকা খানি কাড়িয়া লইয়া নিজ কোমল হৃদয়ে সজোরে আঘাত করিলেন। আঘাত মাত্র হৃদয় হইতে গল্ গল্ শব্দে রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল। বৃদ্ধও ছুরিকা খানি যুবতীর হৃদয় হইতে টানিয়া লইয়া নিজ কণ্ঠ বিদীর্ণ করিলেন। যুবতী একবার চাহিয়া রোশেনিয়াকে দেখিলেন। মৃদুস্বরে রোশেনিয়াকে ডাকিলেন। রোশেনিয়ার মুখ যুবতীর মুখের নিকট আসিল, উভয়ে উভয়কে চুম্বন করিলেন। অতি মৃদুস্বরে সুমতী রোশেনিয়াকে বলিলেনঃ—"ভাই রোশিন! আর

তোমার সুধা মাখা মুখ শুনিতে পাবোনা। তাই উদয়পুরীকে আমার আশীর্ব্বাদ দিয়া বলিবে যে, সুমতী জীবনের শেষ অবধি তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছে! তাই জগদীশ্বর তোমার ভাল করুণ। আহা-হা! দেখ, কি চমৎকার আলোক সৃষ্টি হইতেছে। এই যে, মা তুমি দাঁড়াইয়া রহেছো! এই নাও মা তোমার দুঃখিনী সুমতীকে নাও। প্রাণেশ্বর এই আমি এসেছি।" এই বলিয়া সুমতী ক্ষান্ত হইলেন। নেত্র স্থির হইয়া আসিল প্রাণপাখী সুমতীর দেহ পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিল। ইহা দৃষ্টি করিয়া রৌশেনিরা মূর্চ্ছিত হইলেন। অওরেঙ্গজীব বলিলেনঃ—তবে আর এস্থানে থাকিবার প্রয়োজন কি।" এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রহরিগণকে বলিলেনঃ—"শীঘ্র রোশেনিরা বিবিকে অন্দরের খোজাদিগের হস্তে দিয়ে এসো।" এই কথা বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রহরীরা খোজা দিগকে ডাকিয়া দিল। খোজারা রৌশেনিরাকে লইয়া অন্দর মহলে চলিয়া গেল। তিনটী মৃতদেহ, দেলেরারখাঁ আর জয়সিংহ ব্যতীত সেস্থান হইতে সকলই চলিয়াগেল। সকলে প্রস্থান করিলে পর জয় সিংহ ও দেলেরারখাঁর ভয়ানক অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ই অনেক কৌশল দ্বারা উভয়ের তরবারি আঘাত সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনেক ক্ষণের পর জয়সিংহ পরাস্ত হইলেন। দেলেরার খাঁ জয় সিংহকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "এখন তোর কি হয়, তোকে মারিলেও মার্‌তে পারি, রাখলেও রাখ্‌তে পারি। আচ্ছা তোর আমি জীবন দান দিতে প্রস্তুত আছি যদি তুই আমার নিকট একটী প্রতিজ্ঞা করিস্। জয়সিংহ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন! আমি এখনই করিতে সম্মত আছি। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে শীঘ্র বলুন,

প্রাণপ্রায় আমায় ছেড়ে দিন্। আমার বক্ষ হইতে আপনার বিরাট পদ সরাইয়া লউন।” সেলেমার একটু হাস্য করিয়া বলিলেন:—“আর কিছুই নয় তুই বল যে, শাস্ত্রমত মুক্ত, মৃত্যু আর সুমতীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবি, তাহা হইলেই আমি তোর স্বাধীনতা দিয়া জীবন দান করিব।”জয়সিংহ বলিলেন:—‘এইবৈত নয় আমি মনে করিয়াছিলাম বুঝি তুমি আমার যথা সর্ব্বস্ব চাহিবে, ইহাতে আমি খুব সম্মত আছি আমার প্রাণ যায় আমায় ছাড়িয়া দাও।“এই যাও” এই বলিয়া সেলেমার খাঁ জয় সিংহকে ছাড়িয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। জয়সিংহ মস্তোর গলায় এক ছড়া স্বর্ণের হার দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র শশব্যস্তে হারছড়াটী খুলিয়া আনিয়া দীপালোকে দেখিতে লাগিলেন পরে আপনার গও দেশ হইতে এক ছড়া হার বাহির করিয়া তাহার সহিত ঐ ছড়াটীর জোঁকা দিলেন। জোঁকা দিয়া দেখিলেন যে দুই ছড়াই লম্বায় এক মাপ, দুই ছড়াতেই এক দিকে একটী করিয়া সর্পের মুখ অপর দিকে একটী ভেকের মুখ আছে। ভেক সর্পে ও সর্প ভেকে একত্রিত করিলেন, দুই ছড়া মিলিয়া এক ছড়া হইল, তাহা দেখিয়া জয় সিংহ উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন:—“হায়! হায়! আমি কি করিলাম, আমার অপহৃত ভ্রাতার দেখা পেয়ে তাহাকে আপনই বধ করিলাম, আমার চেয়ে দুরাত্মা আর কে আছে। আমার সিংহ, আমার সিংহ, এই বলিয়া চীৎকার করত ভূতলের শয্যোপরি পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। দীপ ওদিকে নির্বাণ হইয়াছিল। কক্ষটী ঘোর অন্ধকারময় হইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ বসন্তকালের শুক্ল যামিনী পৃথিবীকে জ্যোৎস্নাময় করিয়াছে। নানাবিধ কুসুম নিকরের সৌরভে আজ সেই সাহু প্রসাদ শ্রেষ্ঠীর উদ্যানটী আপ্লুত। একজন যুবক একটী যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া সেই কৌমুদীপূর্ণ উদ্যানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে শশধর কিরণে যুবক যুবতীর অসামান্য রূপরাশি নিরীক্ষণ করিয়া যার পর নাই সুখানুভব করিতেছেন। কুমারীর সহ কতই প্রেমালাপ করিতেছেন। ক্রমে তাহারা সেই পরিখার নিকট আসিলেন এবং দুইজনেই পরিখার ঘাটের আসনোপরি উপবেশন করিলেন। যুবতী যুবকের কর নিজ করে গ্রহণ করিয়া যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"মহাশয়! আপনি যে বার বার আমাকে ভাল বাসেন বলিতেছেন, ইহা কি প্রকৃত ভালবাসা না কেবল মৌখিক আলাপ মাত্র। মহাশয়! কত শত অবলাগণ ভালবাসার উচিত পাত্র চিনিতে না পারিয়া পৃথিবীতে কতই কষ্ট ভোগ করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে। তাই আমার ভয় হয়, পাছে আমিও ঐরূপ ভ্রম পরবশ হইয়া যথোচিত কষ্ট ভোগ করি"। যুবক কুমারীর স্কন্ধ দেশ নিজ ভুজদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহার গণ্ডে একটী চুম্বন করিলেন। কুমারী একটু হাসিয়া বসিলেন এবং একটু বিরক্তও হইলেন। একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অধোমুখী হইলেন। যুবক কুমারীকে বলিলেনঃ—"সুলোচনে! আমার বেয়াদবী মাপ করিবেন"। ইহা বলিয়া আবার কুমারীর মধ্যদেশ নিজ ভুজ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া বলিলেনঃ—"শুভে!

বলিছিলাম কি যে, তোমার প্রতারণা করে পৃথিবীতে কাহার সাধ্য এজগতে আর কাহাকেও কখন ভাল বাসিব তাহা মনে করি নাই। শুভে! তোমাকে দেখে আমার মনে যে, কি একটী অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। সদাই তোমাকে নিকটে রাখি, সদাই তোমার চন্দ্রমুখ দর্শন করি, সদাই তোমার কথা শ্রবণ করিয়া প্রাণকে শীতল করি এই আমার অভিলাষ, এই আমার ইচ্ছা"। যুবতী এই কথা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। পরক্ষণেই আবার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যুবকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে যুবকের দিকে দেখিয়া যেন মনে মনে কি একটী প্রতিজ্ঞাকরিলেন। যেন কিএকটী চিন্তা মন হইতে উৎপাটন করিয়া বিস্মরণ সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। একটু আনন্দিত হইলেন। যুবকের দিকে বার বার দৃষ্টি করিয়া পরম সুখানুভব করিলেন। সুখে বিমোহিত ও বিহ্বল হইয়া নিজ ভুজলতা দ্বারা যুবকের গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাহার গণ্ড একটী চুম্বন করিলেন। যুবকের শিরায় শিরায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। যুবক যুবতীকে হৃদয়ে আকর্ষণ করিলেন। নিজ নয়ন দ্বারা কুমা-রীর হরিণনয়নদ্বয় বারম্বার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কুমারীর অলৌকিক রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া একেবারে বিমোহিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে কুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"শুভে! তুমি যে বলে ছিলে অদ্য আমাকে তোমার পরিচয় প্রদান করিবে। অতএব [illegible] হরিণাক্ষে! কথা [illegible] আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত কর"। যুবকের অনুরোধে যুবতী এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলি-লেন—"মহাশয়! যাহা আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। রূপ-নগরেতেই আমার নিবাস, রূপনগরের রাজবাটীই আমার বাসস্থান ছিল।

যুবক এইটুকু শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং যুবতীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "সুলোচনে! তবে কি তুমি বিক্রমকেতুর হৃদয়সর্ব্বস্ব চম্পাবিনা"? যুবতী একটু হাস্য করিয়া বলিলেন:—"না"। যুবক এই উত্তর শ্রবণ করিয়া আরও আশ্চর্য্য হইলেন। এবং কুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে তুমি কে"? যুবতী বলিলেন,—"তা আমি জানিনা।" যুবক বলিলেন "সে কি, তুমি কে তাহা তুমি জাননা"? যুবতী বলিলেন "না—কেবলমাত্র আমাকে সকলে যে নাম বলিয়া সম্ভাষণ করে সেই নামটী মাত্র জানি," যুবক বলিলেন "নামটী কি"? যুবতী উত্তর করিলেন—"প্রমীলা," যুবক আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে বলিলেন:—প্রমীলা, প্রমীলা নামটী যেন শ্রবণ করেছি কতবার মনে ডেকেছি, কোথায় ডেকেছি, তাল স্মরণ হইতেছে না। হাঁ স্মরণ হইয়াছে। এই অবধি বলিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রমীলা তোমার দক্ষিণ স্কন্ধে কি একটী রক্তবর্ণ যোড়ুল আছে"? প্রমিলা ইহা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"আপনি কিরূপে তাহা জানিলেন? হাঁ, আছে"। এই কথা শ্রবণ করিয়া যুবক বলিয়া উঠিলেন হায়, আমার কথন মনে ছিল না প্রমীলা তোর আবার দেখা পাবো, তোর মধুর স্বরে জীবন জুড়াবো! প্রমিলে! প্রমীলে! প্রিয় ভগ্নী তোর দেখা পাবো এ আমার কখনই মনে ছিল না।। প্রমীলা, প্রমীলা, প্রমীলা—"এই বলিতে বলিতে যুবক অধীর হইয়া প্রমীলার অঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রমীলাও আশ্চর্য্য! তবে অকস্মাৎ হইয়া কিঞ্চিৎ মূর্চ্ছা গেলেন। একখানি ঘোর কালমেঘের মেঘে শশধরের কিরণমালা আচ্ছন্ন করিল উদ্যান অন্ধকারময় হইল। ক্রমে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ বসন্তকালের শেষ দিবস। নিদাঘের উত্তপ্ত সমীরণ সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ও কুসুমকুলের যৎপরোনাস্তি দুর্গতি করিতেছে। সুকোমল কুসুম সমূহ লজ্জায় নতশির হইতেছে। কিন্তু সুহাসিনী কাননছবিবিকাশিনী গোলাপ, সমীরণের সাহস দেখিয়া হাস্য করিতেছে, আর যেন সগর্ব্বে নিজ মনে মনে বলিতেছে:— "সমীরণ আমার নিকট আসিতে কখনই সাহস করিবে না"। এই বসন্ত কালের শেষ দিবসে উদয়পুরে অতি ধূমধাম হইয়া থাকে। আজ এই স্থানে মদন উৎসব। মদন উৎসবের দিবস এই স্থানে যার পর নাই সমারোহ হইয়া থাকে। ঘাটে, মাঠে, বাটে, সকল স্থানেই শোভা ধরা। রাজপুতকুলমহিলাগণ নানারূপ কুসুমালঙ্কার সজ্জিত হইয়া মদন উৎসবের অপূর্ব্ব শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। কেহ বা গোলাপের মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছে। কেহ বা শুভ্র যূথিকা, মল্লিকা ও চম্পকের নানাবিধ অলঙ্কার ধারণ করিয়া অতীব মনোহারিণী শোভা প্রকাশ করিতেছে। কেহবা মুক্তবেণী, কেহবা বদ্ধবেণীতে যূথিকার মালা বদ্ধ করিয়াছে। কেহবা হস্তে চম্পক বলয়, কেহবা কর্ণে করবীর ফুল পরিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে রমণীরা একত্রিত হইয়া অতি সুমধুর স্বরে নানা প্রকার গান করিতেছে। কেহবা মদনদেবকে নানা রূপ তিরস্কার করিয়া বলিতেছে:—"হে ফুলধনু! হে অনঙ্গ!! হে মুনিজন মোহকারি!!! তোমার কি এই কাজ, তুমি কোন মুখে আমার ন্যায় ক্ষীণাঙ্গীর কষ্ট বিধান করিতেছ? তোমায় ধিক্! সেই

অপূর্ব্ব সমারোহ দেখিতে দুই জন লোক একাগ্রচিত্তে দণ্ডায়মান। একজন সেই একাওয়ালা যে প্রমীলাকে বন্দী করিয়াছিল, অপর জন তাহারই সঙ্গী। ইহাদের প্রকৃত পরিচয় আর আমাদের গোপন রাখিবার প্রয়োজন নাই। একাওয়ালাই আতাউল্লা, আর তাহার সঙ্গীই তাহার উপযুক্ত ভাগিনেয় ইছু। ইছু এই সকল ব্যাপার দেখিয়া তাহার মাতুলকে সম্বোধন করিয়া বলিলঃ—"ভাগ্যে মোরা হ্যাঁদু হয়ে ছেলুম, তাইত এ হাদের মজাডা দেখ্‌তি পাচ্ছি।" আতাউল্লা বলিল আরে স্বর্বুদ্ধি থাম্ থাম্ আমাদের মুসলমান জান্‌তে পাল্লেই সর্ব্বনাশ হবে, এতো আর বাদসার দেশ নয়, যে, বকে পার্বি এ যে হ্যাঁদুদের দ্যাশ, তুই থাম্। ইছু কিছুক্ষণ এদিক ওদিক্ চাহিয়া বলিল,—"সেই ইন্দ্রপথের বনে কি থানাটাই হয়ে ছ্যালো, যদি সেই জটেবুড়ি বেটী না আস্‌তো তা হলেইত জটেমবুদ্দি আমাদের গর-দান নিয়ে ছ্যাল"। আতাউল্লা বলিলঃ—"আরে ইছু, সে ইন্দ্রপথ নয় সেটাকে ইন্দ্রপ্রস্থ বলে, সেথায় সেই বাদসার সঙ্গে লড়াই করে ছিল যে উদিষ্টির্ তার ঘর বাড়ি ছিল"। এই বলিয়া সগর্ব্বে পুনরায় আবার ইছুকে বলিল "ইছু কেমন দেখ্‌ছিস্, আমি কেমন অল্প দিনের মধ্যি হ্যাঁদুদের শাস্ত্র শিখেছি"। ইছু বলিলঃ—"তা মামু তুই ত আর মোগার মত মুছু নস যে, হ্যাঁদুদের কোরাণ শিক্‌তি পারবিনি"। আতাউল্লা বলিলঃ—ইছু দেখ্‌লি আমি ত প্রথমেই দেখে বলেছিলাম যে মদনসিংহ সাধারণ লোক নহে, কেমন এখন দেখ্‌লি ত, যে মদনসিংহ সেই উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ। কেমন যা বলেছিলাম তাইত হলো।

কতক গুলি রাজপুত-কুল-কামিনীরা নর্ত্তন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। ইছু ও আতাউল্লা তথা হইতে একটু সরিয়া গেল একটী কুমারী অপর একটী কুমারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলঃ—"দিদি

দেখ দেখ ঐ গাছের গুঁড়িতে একখানি কাগজে কি লেখা রহিয়াছে। সম্বোধিত কামিনী বলিল, "কেন কি আবার থাক্‌বে বোধ হয় মদনদেবের কোন রকম গুণানুকীর্ত্তন"। আর একজন বলিল:— "চলনা ভাই মদনদেবের গুণ ব্যাখ্যাটা পড়েই দেখা যাক্"। এই বলিয়া যুবতীগণ আগ্রহের সহিত সেই কাগজ খানি পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং একজন আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন "এঁত ভাই মদন দেবের গুণানুকীর্ত্তন নয় এযে আমাদের একটী একতার গান বাঁধিয়েছে ভাই একবার আয়না আমরা ঐ গানটা সকলে মিলে গান করি"। তাহাতে অপরাপর রমণীগণ সম্মত হইল। এবং সকলেই সমস্বরে এই গানটী গান করিয়া উঠিলেন।

হিমাদ্রি শিখর হতে উঠিছে নিনাদ।
উদ্ধারে উদ্দীপ্ত কর গত আর্য্য-মান॥
সমতা সমতা মেলে, একতা আগুন জ্বেলে,
জাতিভেদ বাঁধ ভেঙ্গে, হবে হর্ষ প্রাণ।
এক ধর্ম্ম এক জাতি, অন্নাভাব কম ভাতি,
সৌভাগ্য সাধকে যাচি, সবে শীঘ্রতর।
বিগত পিতৃগৌরবে, কেমন করিয়া সবে,
উদ্ধার করিতে হবে, ভাব নিরন্তর।
ভারত মাতার দুঃখ, সন্তাপিত মানমুখ,
স্বাধীনতা সারসুখ, করিতে বিহীন।
দাসত্ব-শৃঙ্খল-খণ্ড, যাতনা দুর্গতি দণ্ড,
লভিবে যমনা দণ্ড, হবে চেষ্টা হীন॥
ভিন্নতা করিয়া ছেদ, ভুলে গিয়ে ভেদাভেদ,
সকল মনবিচ্ছেদ, সমূলে এখন।

সাধারণ শত্রুগণ, কহিতে হয়া নিধন,
হও সবে একমন, করিয়া যতন।
পাহাড়ি সাঁওতাল্ আদি, জৈন শিখ বৌদ্ধাদি,
বৈশ্য শূদ্র আর্য্য জাতি, ভুলে গিয়ে ভীন।
আর্য্যকীর্ত্তি যশ গানে, ধনিত কর বিমানে,
সকলে পুলক প্রাণে, হইয়ে স্বাধীন।
একতা সূত্রিত হিয়ে, ভিন্নভাব ভুলে গিয়ে,
দুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, সুখে বয় দিন।।
মিঞান্ পঠান জাতি, বিমল হিন্দুর সাথি,
আছই হয় ভিন্ন জাতি, অজ্ঞান তমসে।
স্বাধীন করিয়া দেশ, যাবৎ দুর্জয় ক্লেশ,
ভুলে গিয়ে শত্রুবেশ, থাকহে হরষে।।
দাসত্ব আবদ্ধ হয়ে, মায়ের দুর্গতি সয়ে,
কতকাল আর রবে, করিয়া রোদন।
সমর বীর বিক্রম, শিখিতে প্রবল প্রাণ,—
হও সবে যত্নবান, করিতে মোচন।
দেখ দেখ অন্য জাতি, স্বাধীনতা সুখে মাতি,
সন্তোষ সুখের বাতি, জ্বালিয়া কেমন।
দেখ কিবা উচ্চ শিরে, ভ্রমিতেছে ফিরে ফিরে,
সুখের সাগরতীরে, নির্ভর আনন।।
উঁহাদের মুখ সব, দেখি লজ্জা অনুভব,
নাহি হয় অনুভব, মানব দশায়।
কি আর অধিক কব, ধিক্ ধিক্ ধিক সব,
ধিক্ জন্ম ধিক্ তব, আর্য্য কুলাঙ্গার।।

ধরি অসি খরতর, পরাণে নিষ্ঠুর ভয়,
আর্য্য দুর্গতি হর, ভারত সন্তান।
দেখ আর্য্য-পরাক্রম, তারি কর উদ্যম,
হবে সিদ্ধ, কর যুদ্ধ আয়োজন।।
চিতোর শিখর হতে উঠিছে নিশান।
উঠাবে উজ্জ্বল কর যত আর্য্য-নাম।

এই গানটী শ্রবণ করিয়া অনেক রাজপুত যুবক ও যুবতীর সেই স্থানে সমাগম হইল। ক্রমেই লোকের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ ঐ গানটী গীত হইতে লাগিল। মদন উৎসব বিস্মৃত হইয়া সকলেই ঐ গানে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। রাজপুত যুবকেরা নিজ নিজ তরবারির দিকে বারম্বার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কোষ হইতে অসি নিষ্কাসন করিয়া শূন্যে ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। রাজপুত-কুল মহিলারা যুবকদিগকে সাধুবাদ করিয়া উঠিলেন। ভয়ানক কোলাহল উপস্থিত। ইন্দু ও আভাউদ্দীন ইহার ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে, পাছে কোন অমঙ্গল ঘটে, এই আশঙ্কায় তথা হইতে পলায়ন করিল। এমন সময় মহারাণা রাজসিংহ পরিজনবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া একটী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ অতিশয় সুশ্রী দীর্ঘকায় বিশালবক্ষ প্রবীরকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপনীত হইলেন। সকল রাজপুত যুবকগণই কোলাহল করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"মহারাজ-রাণা! নিষেধ না করিয়া আর আমরা মদনউৎসব করিব না। শত্রু করে মাতাকে সমর্পণ করিয়া কোন মুখে আমোদ প্রমোদ করিব। আজই আমরা যবন বিরুদ্ধে যাত্রা করিব"। মহারাণা রাজসিংহ যুবকদিগের, মনোভিলাষ বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে রাজপুত প্রবীরগণ! তোমাদের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার মানসেই আমি এই

প্রবীরকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। এই লিপিখানি পাঠ যদি তোমরা শ্রবণ কর। ইহা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে, যবনেরা আমাদিগের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিতেছে। এই বলিয়া তিনি একখানি লিপি বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

লিপি।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ-রাণা রাজসিংহ রাজপুত মহিলা রক্ষক স্বচরিতেষু—মাহারাজ-রাণা। আপনাকে অধিক আর কি লিখিব, লিখিবারও সময় নাই আমি একজন রাজপুত—মহিলা, রূপনগরের রাজকন্যা, আমাকে দুরাত্মা বানরমুখ আওরেঙ্গজীব হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। রাজপুত—কন্যা কি বানরমুখ যবনের উপভোগ্য হইবে? সকলই বলিয়া উঠিল,—" কখনই নয় কখনই নয়" রাণা বলিলেন " বৎসগণ তোমরা একটু স্থির হইয়া লিপিখানি শেষ অবধি শ্রবণ কর"। এই বলিয়া পুনর্ব্বার লিপি পাঠ করিতে লাগিলেন, "আমি আপনাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, আপনার স্মরণ থাকিতে পারে আমি এক দিবস রজনীযোগে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আপনি সেই রজনীযোগে আমাকে দুরাত্মা জয়সিংহের অনুচরের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর আপনিই আমার সঙ্গিনীর উদ্ধার করিয়াছিলেন। মহারাজ! পুরুষবেশে আপনার সঙ্গে আসিয়াছিলাম তাহাতে কিছু মনে করিবেন না। আপনার সন্দেহ হইতে পারে পুরুষবেশে ঘোর রজনীযোগে রূপনগর অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইতেছিলাম, সে বিষয়ে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, আমি ও আমার সঙ্গিনী প্রবীণা আমরা দুই জনে আমাদিগের দাদা প্রতাপ সিংহের উদ্ধার করিতে যাইতেছিলাম। এক্কাওয়ালার মুখে সবিশেষ শ্রবণ করিয়াছেন যে, তাহার কারণেই আমরা

দাদার উদ্ধার করিতে পারি নাই। দাদা কারারুদ্ধ। পৃথিবীতে আমা-দিগকে যবন কর হইতে রক্ষা করে এমন আর কেহই নাই। কেবল অধিনীদের একমাত্র ভরসা আপনই, এক্ষণে যাহা বিবেচনার হয় তাহাই করিবেন। অধিক আর কি লিখিব। আপনার উপর নির্ভর করিয়া এই খানেই বিদায় লইলাম। দেখা হয় অনেক কথা আপনার চরণে বলিব। না হয় এই খানেই বিদায় লইলাম।

আপনার আশ্রিতা
চম্পানিলা।

চিঠিখানি শেষ হইতেই সকলে বলিয়া উঠিল "মহারাজ! আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এই মুহূর্ত্তেই আমরা রূপনগর রাজকন্যার উদ্ধারে যাইব। আপনার আদেশ মাত্র অপেক্ষা।" রাণা রাজসিংহ বলিলেন, "এই যে, বীর কেশরী কাল রঙের ঘোড়ায় অধিরূঢ় আছেন, ইহারই নাম প্রতাপসিংহ, ইনিই চম্পানিলার ভ্রাতা। প্রতাপসিংহ বলিতেছেন যে, চম্পানিলাকে বিক্রমকেতুর পরামর্শেই যবনেরা লইয়া যাইতেছে। প্রতাপ সিংহ তাহার ভগ্নীর উদ্ধারে গিয়াছিলেন এবং অসংখ্য যবনসেনার হস্ত হইতে চম্পানিলাকে উদ্ধারও করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যবনেরা তাঁহাকে অন্যায় সমরে পরাস্ত করিয়া চম্পানিলাকে লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। পরে প্রতাপ হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে ইহার সহিত একটী মুসল-মানের সাক্ষাৎ হয়, তাহার নাম রহমন, তাহারই হস্তে এই লিপিখানি পাইয়া আমার নিকট আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। অতএব আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, চল এখনই আমরা রাজকন্যা চম্পানি-লার উদ্ধারে গমন করি"। সকলেই কোলাহল করিয়া আর্য্যসমর গায়ত্রী গান করিতে করিতে রাজসিংহ ও প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া

গেল। রাজপুত—মহিলাগণও ক্রমে জয়ধ্বনি করতঃ স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। মদন উৎসবের দিন, যবন উৎসবের উৎসব আরম্ভ হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্য শ্রাবণ মাসের শেষ দিন, রাখিপূর্ণিমা। চন্দ্রমা স্বচ্ছ কৌমুদীতে সমাবৃতা। তারকাগণ শশধরের শোভাসন্দর্শন করিয়া যেন হাস্য করিতেছে। চন্দ্রমাও যেন তাহাদের হাস্য দেখিয়া হাসিতেছে। সমীরণ বেলা ও যূথিকার গন্ধ অপহরণ করিয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতি অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছে। চম্পামিলা ও প্রমীলা উদয়পুরের রাজবাটীর একটী কক্ষের গবাক্ষে বসিয়া কথোপকথন করিতে করিতে চন্দ্রমার শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। প্রমীলা চম্পামিলাকে বলিলেন "সখি! তোমারত ভাই, আশাপূর্ণ হইল। যাহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছিলে, যাহার জন্য সদাই অন্যমনা থাকিতে, এখনত ভাই, সেই মনোচোর তোমার পদানত"। চম্পামিলা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেনঃ, "তা ভাই, তোমারও মনোচোর তোমার পদানত। ভাই! নহর যেরূপ তোমায় ভালবাসে সেরূপ ভালবাসা পৃথিবীতে অতি বিরল। তুমি কি ভাই তার প্রেমে এর মধ্যেই জলাঞ্জলি দিয়ে বসিলে নাকি"? প্রমীলা চম্পামিলার মুখটী হস্তে চাপিয়া বলিলেন, "ছিঃ ভাই, ওকথা বল্‌তে আছে!! ওকথা বলে বারবার কেন ভাই, আমায় লজ্জা দাও, যদি ভাই! বিবাহের পূর্ব্বে না পরিচয় হতো তা হইলেইত সর্ব্বনাশ হয়েছিল"। ইহা বলিয়া প্রমীলা একটু শিহরিয়া উঠিলেন, তার পরক্ষণেই আবার বলিলেনঃ, "ভাগিস

দাদা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাইত রক্ষা হ'লো, তা না হ'লে কি সর্ব্বনাশই হ'তো বলো দেখি? ভাই! ব'লতে কি, প্রতাপের ভালবাসাটী আমি ভুলতে পারি নাই, এ ভালবাসাটী আর মহরের ভালবাসাটী অনেক তফাৎ। ভাই! আমার নাকি প্রাণটা চেনো চেনো করেছিল, যেন আপনার ব'লে জানতে পাচ্ছিলো, তাই ভাই! পরিখার ধারে ক্ষণকালের জন্য সকল বিস্মরণ হ'য়ে গিয়াছিলাম"। চম্পানিলা প্রমীলাকে বলিলেন, "আচ্ছা ভাই! যখন তোমার দাদা তোমার গালে চুম্বন করিয়াছিলেন তখন তোমার মনে কি রকম সুখ হয়েছিল"? প্রমীলা লজ্জায় বিনতমুখী হইয়া কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, পরে বলিলেন, "কের ভাই! ঐ কথা"। চম্পানিলা বলিলেন, ভাই! আর তোমায় লজ্জা দিব না, তবে বলছিলাম কি যে, এখন ভাই! দাদা প্রতাপের প্রেম ভিখারিণী হ'তে চাও কি? না, মহরের থাকিবে"? প্রমীলা বলিলেন, "ভাই! তোমার দাদা কি দয়া ক'রে আমায় ভিক্ষা দিবেন? আমার এ পোড়া কপালে কি কিছু সুখ আছে!! ভাই! জানত বাল্যাবধি তোমার দাদাকে দেখবো, কিসে তিনি সুখী হন, আমরা ভাই দুজনেইত প্রাণপণে তাই করিতাম, তুমি তাই সকলই জান, তবে আর আমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্চো কেন"? ইহা বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। চম্পানিলা বলিলেন, "ভাই! দাদা আমার সে দিন তোমাকে বিশেষ ক'রে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিলেন, তুমি যদি অন্য কাহকেও অধিক ভালবাস, তাহা হইলে দাদা তাঁহারই সহিত তোমার বিবাহ দিবেন। আরও বলিতেছিলেন যে, তাঁহার সুখ যদিও চিরকালের জন্য লোপ হয়, তবুও তোমার অসুখ তিনি একদিনের জন্য কখনই দেখতে পারিবেন না। প্রমীলা চম্পানিলা প্রমুখাৎ এই সকল কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তাহার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া একটু চাহিয়া রহিলেন। পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কি যেন

চম্পানিলাকে বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আবার কি মনে মনে বিবেচনা করিয়া নিজভাব গোপন করিয়া চম্পানিলাকে বলিলেন, "ভাই! ননদ না হ'তে হ'তেই এখনই এই!! না জানি হইলে তারপর কি করিবে"। চম্পানিলা প্রমীলাকে একটী চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ভাই! তোমার মতন স্ত্রী পেয়ে কে না ধরায় সুখী হবে। আমার দাদা অতিশয় ভাগ্যবান্" প্রমীলা বলিলেন,"ভাই। তোমার গুণে যা বলো,আমি তাই তোমারধার কখনই শুধিতে পারিব না। ভাই! ভাগ্যে তোমাকে আমি চিঠি লিখিতে বসে ছিলাম, তাইত আমাদের উদ্ধার হইল। ভাই! তোমার আশাও পূর্ণ হইল"। এই কথা বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাণা রাজসিংহ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং চম্পানিলার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। প্রমীলা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একটীবার রাজসিংহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। মনে মনে কি যেন একটী প্রতিজ্ঞা করিলেন। ইহার পরক্ষণেই অগ্রসর হইয়া রাজসিংহের হস্তে রাখি বন্ধন করিয়া দিলেন। রাজসিংহ প্রমীলার দিকে চাহিলেন, অমনি যেন একটী গুপ্তদুঃখ তাঁহার হৃদয় বিকল করিল; কিন্তু পাছে চম্পানিলা তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি নিজ ভাব গোপন করিয়া তাহার মণিময় কণ্ঠহার প্রমীলাকে প্রদান করিলেন। আর প্রমীলার কর নিজ করে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "প্রমীলে! চিতোর স্বামী প্রতাপ আজ এখানে আসিতে পারিবেন না। কারণ হটাৎ মুসলমান—সেনা চিতোরদুর্গ আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে। চিতোরে বড় অধিক সৈন্য নাই, সেই জন্য তাঁহাকে স্বয়ং সেইখানে থাকিতে হইয়াছে। আমি কাল প্রাতঃকালে সসৈন্যে তাহার সাহায্যে যাইতেছি, কোন আশঙ্কা নাই"। চম্পানিলা বলিলেন "নাথ! সেই যে

ভারত—উদ্ধার—সঙ্গীতটীর কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে ঐরূপ করিয়া দিয়াছিল! তাহা কি জানিতে পারিয়াছেন?" রাজসিংহ বলিলেন, "হাঁ প্রিয়ে! জানিতে পারিয়াছি। তোমার সেই রমণীবরকে অগণ্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তাঁহাদের ঐ গানটীর জন্যই রাজপুত—বীরবৃন্দ একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল"।

"নাথ! সে কুমারী দুটী কে, শুনিতে বড় বাসনা হইয়াছে"? এই কথা বলিয়া চম্পানিলা বাহুলতার দ্বারা রাজসিংহের গলা বেষ্টন করিয়া তাঁহার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

"প্রিয়ে! এখন এই অবধি শুনিতে পারো যে, তাঁহারা একটী গুপ্ত সভাভুক্ত, তাঁহারা কাল আমার সহিত দুইলক্ষ লোক লইয়া যবন বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। পরে সকলই জানিতে পারিবে। এক্ষণে আর আমাকে অধিক জিজ্ঞাসা করিও না"। চম্পানিলার গণ্ডে একটী চুম্বন করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি যাও, আজ সকল সর্দ্দার ও রাজ-কুমারেরা তোমার হস্তে তাহাদিগের পরিবারবর্গকে সমর্পন করিয়া, আমার সহিত যুদ্ধ যাত্রা করিবে। প্রিয়ে! তাহাদিগকে একটু উৎসাহিত করিও"। "আচ্ছা আমি দরবার গৃহে তবে যাইতেছি।" এই বলিয়া চম্পানিলা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রমীলাও যাইতে উদ্যত, কিন্তু রাজসিংহ বলিলেন, "প্রমীলে! প্রমীলে!!" প্রমীলা বলিলেন "কেন আপনি ওরূপ কাতর স্বরে আমাকে ডাকিলেন? আপনার কি কোন হটাৎ অসুখ হইল"? রাজসিংহ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন," প্রমীলে! এইখানে একটু ব'স'।" প্রমীলা রাজসিংহের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রাজসিংহের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজসিংহ প্রমীলাকে বলিলেন,—" প্রমীলে! তোমার ভ্রাতৃভালবাসায় আমার আশা পুর্ণ হয় না। আমি আরওঅধিক

প্রত্যাশা করি। অধিক পাইতে ইচ্ছা হয়।” প্রমীলা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ‘মহাশয়! আপনি আমার ভগ্নির বেশীভাল বাসা ভোগ করিতেছেন, তাহাতেই আপনার সন্তোষ থাকা উচিত। রাজসিংহ বলিলেন, “প্রমীলে! তা সত্য বটে, কিন্তু তোমার ভাল-বাসা—বারি ব্যতীত আমার প্রণয়—পিপাসা নিবারণ হইতেছে না। আর কিছুতেও হইবে না”। প্রমীলে! তোমার ভগিকে আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপালন বশবর্ত্তী হইয়া বিবাহ করিয়াছি, ভালবাসার বশ-বর্ত্তী হইয়া করি নাই। প্রমীলে! তোমার ঐ হাসি মুখখানি কেবলই দেখি, কেবলই এই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখি, এই আমার ইচ্ছা, এই ইচ্ছা কি পূর্ণ হইবে না”? এই বলিয়া প্রমীলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রমীলা সজল নয়নে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,“ না।” না শব্দটী শ্রবণ মাত্র রাজসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রমীলার দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, প্রমীলা কাঁদিতেছেন। সেই কক্ষে ক্ষণকালের জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রমীলার দিকে পুনর্ব্বার দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, প্রমীলা তখনও কাঁদি-তেছেন। ইহা দেখিয়া রাজসিংহ তাড়াতাড়ি আসিয়া পুনরায় তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন “প্রমীলে! তুমি কি আমার উপর বিরক্ত হইলে”? প্রমীলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “না।” ইহা শ্রবণ করিয়া রাজসিংহের আবার একটু ভরসা হইল। বিবর্ণ মুখের কোণে একটু হাসির বিজলি দেখা দিল। প্রাণটী একটু আনন্দ উচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিল। তিনি পুনরায় প্রমীলার হস্ত নিজ হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন—“প্রমীলে! তুমি কি আমায় ভালবাস”? প্রমীলা তাঁহার কথায় কিছুই উত্তর দিলেন না। কেবল একবার তাঁহার দিকে চাহিলেন। এরূপ ভাবে চাহিলেন, যে তাহাতে রাজসিংহের

সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। রাজসিংহ আবার উৎসাহিত হইয়া প্রমীলার কর নিজ করে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে মৃদু মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রমীলে! তুমি কি আমায় দেখে বিরক্ত হও? আমার কথা কি তোমার বিষময় বোধ হয়"? প্রমীলা কম্পিত স্বরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"না" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজসিংহের মন আনন্দ-সলিলে হাসিতে হাসিতে ভাসিতে লাগিল। তিনি প্রমীলাকে হৃদয়ে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। প্রমীলা রাজসিংহের হটাৎ এরূপ ভাব অবলোকন করিয়া সজোরে তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া বলিলেন,—"ছি! মহা-রাজ-রাণা! আপনার কি, অসহায়া রমণীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করা উচিত?" একটু কুপিত হইয়া কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন—"মহা-রাণা! যদিও এক সময়ে পৃথিবীর সকল বস্তু অপেক্ষা আমি আপ-নাকে প্রিয়তম জ্ঞান করিয়াছি, যদিও এক সময়ে সকল বিস্মরণ হইয়া আপনার প্রেমকুহকে আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে নিজ প্রাণ অপে-ক্ষাও ভালবাসিয়াছি কিন্তু এখন জানিতে পারিলাম যে, সে ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা নহে। কেবল প্রেমের কুজ্ঝটিকা, মাত্র। যাঁহাকে বাল্যাবধি ভাল বাসিয়াছি, যাঁহার সহিত একত্রে থাকিয়াছি, তাঁহাকেই ভালবাসিব, তাঁহার ভালবাসা কখন এই কুহকের বশবর্ত্তী হইয়া ত্যাগ করিব না। আপনি আমাকে বিরক্ত করিতে ক্ষান্ত হন। তাহা না হইলে আমি আপনার দুরভিপ্রায় চম্পানিলাকে বলিয়া দিব। বলুন দেখি মহাশয়! কি করে চম্পানিলার প্রতি আমার এই ভগ্নী-ভালবাসা সপত্নী—হিংসায় পরিণত করি। ছিঃ! ছিঃ! বলেন কি; আমার প্রাণের চম্পানিলার প্রণয়ে ছুরিকাঘাত করিয়া তাহারই প্রণয়-পাত্রের ভাগলইব!!! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে মার্জ্জনা করুন।

প্রতাপ শুনিলে কি বলিবে? তাহার জিনিষ অপহরণে নিযুক্ত। এ আশা পরিত্যাগ করুন। আপনার হস্তে আজ রাখি বন্ধন করেছি। আপনাকে ভ্রাতৃত্বে বরণ ক'রেছি। আমি অতিশয় বিপদগ্রস্থ আপনি এখান হইতে চলিয়া গিয়া, সেই বিপদ হইতে আমায় রক্ষা করুন। রাজসিংহ উঠিয়া প্রমীলার নিকট গিয়া বলিলেন "প্রিয় ভগ্নি! আমায় মাপ করিও, আমি আর তোমায় জ্বালাতন করিব না। কাল সমরানলে আমার পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করিব। এক্ষণে বিদায় লইলাম।" এই বলিয়া বেগে সেই গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। রাজসিংহ গৃহ হইতে চলিয়া গেলে পর প্রমীলা কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া বলিলেন, ছিঃ কি করিলাম, চিরকালের জন্য সুখে জলাঞ্জলি দিলাম"। তার পরক্ষণেই আবার বলিলেন," না, ঠিক করিয়াছি, অপরের সুখ সম্পাদনই প্রকৃত ধর্ম্ম। আমি প্রতাপেরই"। এই বলিয়া একবার শশধরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বোধ হইল যেন শশধর তারকাগণের সহিত হাস্য করিলেন। আর তাঁহাকে বলিলেন,—" কুমারি! তুমি ঠিক করিয়াছ। প্রতাপের প্রেমে জলাঞ্জলি দিওনা। তোমার প্রিয়ভগ্নী চম্পামিলার মনে কষ্ট দিওনা। তাহার স্বামী বরণ করিও না।" তিনি শশধরের প্রতি পুনরায় দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, 'সেই জন্যই ত আমি বলিলাম, না।" প্রমীলা কত কি ভাবিতে লাগিলেন। কখন কাঁদিলেন কখন হাসিলেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তথায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণের পর চম্পামিলা সেই কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, প্রমীলা নিদ্রিতা। তাহার নিকটে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাহার চিবুকে একটী চুম্বন করিলেন। প্রমীলা ঘুমান্ত বলিলেন, "ভগ্নী-ভালবাসা সপত্নী-হিংসায় কখনই পরিণত করিব না।" "তা আমি জানি," ইহা বলিয়া চম্পামিলা একটু হাসিয়া বলিতে

লাগিলেন, "আহা! প্রবীলার ভালবাসার শেষ নাই। ঘুমায়েও আবার ভালবাসা কম দেখিতেছে!" তারপর প্রবীলার গণ্ডে আর একটী চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ভগ্নী—ভালবাসা কি কেহ কখন সপত্নী—হিংসায় পরিণত করিতে পারে"? একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "প্রবীলাত ঘুমাচ্চে, আমার যে নিদ্রা আসেনা, কেবলই যুদ্ধের কথা মনে প'ড়ছে, কত অমঙ্গলই মনে উদয় হ'চ্চে। এই বলিয়া একটু অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। পরক্ষণে প্রবীলাকে আকৃষ্ট করিয়া সেই স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। শশধর তারকাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সেই ঘুমান্ত অথচ প্রস্ফুটিত কুমুদিনীদ্বয়ের অনুপম শোভা ও অলৌকিক রূপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চিতোর-দুর্গের সম্মুখের প্রাঙ্গণে যুদ্ধের ভয়ানক আয়োজন। এখানে কামান শ্রেণীবদ্ধ সাজান, ওখানে গাড়ি গাড়ি বারুদ, এদিকে পদাতিক সেনায় লোকারণ্য, ওদিকে অশ্বারোহী সেনাদিগের অশ্বের হেষা রবে আকাশ প্রতিধ্বনিত। এদিকে যবন-সেনা ওদিকে রাজপুত সেনা শ্রেণী বদ্ধ দণ্ডায়মান। সম্রাটেশ্বর অওরেঙ্গজীব স্বয়ং সমরস্থলে উপস্থিত। ক্রমে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কামানের শব্দে লোকের হৃতকম্প হইতে লাগিল। আজ পরমহংসদেব দুই লক্ষ লোক লইয়া রাজসিংহের সাহায্য করিতেছেন। রাণা রাজসিংহ একটী শ্বেত অশ্বে আরূঢ় হইয়া একবার এখানে একবার ওখানে এইরূপ সমস্ত সমরস্থলে সেনাগণকে আশ্বাসিত

করিতেছেন। প্রতাপসিংহ একটী কাল রঙের অশ্বে আরূঢ় হইয়া সর্ব্বাগ্রে অওরেঙ্গজীবের দিকে ধাবিত হইয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বে একজন মুকসধারী ব্যক্তি একটী ছোট লাল রঙের ঘোটকী আরোহণ করিয়া উলঙ্গ তরবারি হস্তে যাইতেছেন। অদূরে একটী জলন্ত কামানের গোলা প্রতাপের দিকে আসিতেছে দেখিয়া, মুকসধারী যুবা বিদ্যুৎ-গতিতে প্রতাপের সম্মুখীন হইয়া নিজ ঘোটকীর বক্ষ দিয়া গোলার গতি রোধ করিলেন ও তড়িৎ-গতিতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঘোটকী হইতে দূরে আসিলেন। মুকসধারীর এই অসামান্য সাহস দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য বলিয়া উঠিল। একজন অশ্বারোহী মুকসধারীকে আর একটী ঘোটকী আনিয়া দিল। মুকসধারী তাহাতে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলেন ও পুনরায় প্রতাপের দক্ষিণ পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতাপ মৃদুস্বরে বলিলেন,"আর না, সমর ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, দেখুন তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আপনার কিছু অমঙ্গল হইতে পারে,তাহা হইলে আমি লজ্জায় বীরবৃন্দের নিকটে মুখ দেখাইতে পারিব না।" মুকসধারী একটু হাসিয়া বলিলেন,"ভয়নাই, পরমহংসদেবের কৃপায় সকলই মঙ্গল হইবে। অষ্টভুজার কৃপায় নিশ্চয়ই জয় হইবে। চিন্তা করিবেন না"।

রাণা রাজসিংহ এদিকে সেনাগণকে উৎসাহিত করিয়া অওরেঙ্গজীবকে ধৃত করিতে বলিতেছেন। সেনাগণ ও তাঁহার আজ্ঞামত অওরেঙ্গজীবের দিকে কোলাহল করিয়া ধাবিত হইয়াছে। সম্রাটবর অওরেঙ্গজীবের এরূপ আশু বিপদ দেখিয়া মুসলমান সেনানীগণ তাঁহার সংরক্ষণে বিশেষ যত্ন-শীল হইয়াছে। রাজসিংহ অওরেঙ্গজীবের নিকটে আসিয়া উপনীত হইয়া বলিতে লাগিলেন,"যবনাধম! তুই হিন্দুদিগের বড় অবমাননা করিয়াছিস, সমস্ত হিন্দুদিগের দেবালয় ধ্বংস করিয়াছিস, অদ্য অষ্টভুজার কৃপায় তাহার কিছু প্রায়শ্চিত্ত তোর শোধিতে হইবে। অওরেঙ্গজীব

কুপিত হইয়া বলিলেন, "বাবরবংশীয় সম্রাট কখন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নয়, দেখা যাক্ কাহার কল্পিত আকাঙ্ক্ষিত হয়? আজ তোর শোণিতে পৌত্তলিকতা ভারতবর্ষ হইতে ধৌত করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিব। আর্য্যস্থানের যবনস্থান নামকরণ করিব। এই কথা বলিয়া যেমন তিনি অসি লইয়া রাজসিংহের প্রতি আঘাত করিতে উদ্যত হইবেন, শ্বেত-অশ্ব-আরূঢ় একটী মুকসধারী বীর, রাজসিংহের সম্মুখীন হইয়া নিজ কটীদেশ হইতে এক খানি ক্ষুদ্র অসি লইয়া অও-রেঙ্গজীবের অসিপ্রহার অতি কৌশলে প্রতিবদ্ধ করিলেন। মুকসধারী বীরের অসি-চালন-কৌশল দেখিয়া রাণা রাজসিংহ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং সাবাস সাবাস বলিয়া উঠিলেন। অসি-চালন সময়ে মুকসধারীর মুকসটী একবার সরিয়াগিয়াছিল, মুকস-বিমুক্ত-মুখখানির প্রতি অওরেঙ্গজীবের একবার দৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং সেই মুখখানি দেখিয়াই একেবারে বিহ্বল হইয়াছিলেন। ভয়ে বিহ্বল হইলেন, কি দুঃখে বিহ্বল হইলেন, কি রাগে বিহ্বল হইলেন, কিসে যে বিহ্বল হইবেন, সেটী বড় শীঘ্র বলা যায় না। যেমন মুখ ফিরাইবেন অন্য দিকে দৃষ্টি পড়িল, দেখিলেন, প্রতাপের সঙ্গে আর একটী মুকসধারী বীর রহিয়াছে। "এ আবার কি" বলিয়া যেমন সে দিকে নিরীক্ষণ করিবেন, সেই সময় মুকসধারী মুকসটী খুলিয়া নিজ কপোল দেশ হইতে কেশ বন্ধ বিমোচন করিলেন। নবীন মুখখানির কান্তিতে সমরস্থল আলোকিত হইল, অওরেঙ্গজীব পাগলের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "আল্লা, একি! একি দেখি, একি; একি একি, আমারই না এরা—" আর না কিছু বলিতে পারিয়া সেই খানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সমরস্থলে ভীষণ কোলাহল উঠিল। মুসলমানসেনা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে প্রতা-পের সহিত দেলেয়ার খাঁর ভয়ানক সংগ্রাম হইল। দেলেয়ার খাঁ পরাস্ত

হন, এমন সময় একজন মুসলমান-যোদ্ধা একটী গুলিতে প্রতাপের বক্ষ বিঁধিয়া ফেলিলে, প্রতাপ অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া সেই কিশোরমুকসধারী অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান করতঃ প্রতাপের মস্তক নিজ কোলে লইয়া তাঁহার পোষাকের বোতাম খুলিয়া দিলেন। সেই সময় ভয়ানক কোলাহল উঠিল। সকল লোকসমূহ রাজপুত-যুবকেরাই জয়ধ্বনি করতঃ ভারত-উদ্ধার সঙ্গীতটী গাইয়া উঠিল। আজ সমরে জয় হইল বটে কিন্তু প্রতাপসিংহ মূর্চ্ছিত! এ মূর্চ্ছার কি উপশম হইবে না? ইহা কি চিরনিদ্রায় পরিণত হইয়া স্নেহ, হিংসা, আশা, ভরসা সকলেতেই বিরত হইবে? প্রতাপ তোমার যদি চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে প্রমীলার দশা কি হইবে? প্রতাপ তুমি কি প্রমীলার প্রেমসরোবরে একদিনের জন্যেও সুখে সন্তরণ করিবে না? তোমার যে বড় আশা ছিল, যবনহস্ত হইতে ভারত উদ্ধার করিয়া, সেই সমরস্থলে তোমার সেই প্রাণের প্রমীলার পাণিগ্রহণ করিয়া নিজ প্রাণকে সুখী করিবে। তুমি কি সে আশা পূরণ করিতে সক্ষম হইবে না? দেখ দেখ, একবার দেখ, কাহার কোলে তুমি নিদ্রা যাইতেছ! বাদসাপুত্রী রোশেনিরা তোমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত। দেখ দেখ বাদসাপুত্রীর প্রশান্ত সরলতাময় নয়ন দিয়া অনর্গল অশ্রুবর্ষণ হইতেছে! আহা! রোশেনিরার নয়নবেগ একবার নয়ন মেলিয়া অবরোধ কর। উঠ উঠ ভারত-উদ্ধার-গানটী আর একবার শ্রবণ কর, আর একবার নিজ মুখে গান কর। হিন্দুদিগের বিজয়-পতাকা চারিদিকে উড্ডীন হইতেছে। একবার দেখ, দেখে প্রাণকে পরিতৃপ্ত কর। আজ কি আনন্দের দিন! সমস্ত হিন্দুদিগের সেই আনন্দ উচ্ছ্বাস আজ দুঃখে পরিণত ক'রো না। দেখ দেখ সকলের মুখেরদিকে দৃষ্টিপাত কর। দেখ রাণা রাজসিংহ দাঁড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। দেখ একজন পরমহংসও তোমার জন্য কাঁদিতেছেন। দেখ দেখ একজন তপস্বিনী

তোমার বিশালবক্ষে হস্ত মার্জ্জন করিতেছেন ও কাঁদিতেছেন। আহা! দেখ দেখ তোমাদের নবরাজ্ঞীকে দেখ। দেখ দেখ, তাঁর আজ সেই প্রশান্ত বিমর্ষ মুখের কোলে উৎসাহ-বিজলীর উদয় হইয়াছে। নিদ্রিত থাকিয়া তাঁহার সে উৎসাহ আর চিরদুঃখে পরিণত ক'রো না।

পরমহংস বলিলেন, "ইহাঁকে শিবিরে লইয়া যাও। এখনও আশা আছে। জীবন রক্ষা হইলেও হইতে পারে"। কথাটী শ্রবণমাত্র রোশেনারার মুখে একটু হাসি দেখা দিল। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কেন বর্ষণ করিলেন, তাহা শীঘ্রই সকলে জানিতে পারিবেন।

সকলে ধরাধরি করিয়া প্রতাপকে শিবিরাভিমুখে লইয়া গেলেন। ক্রমে রজনী আসিল, সমরস্থলে শিবাগণের ভয়ানক কেলী কলাপ আরম্ভ হইল।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। মাঝে মাঝে বিজলী চম্‌কে উঠ্‌ছে। আকাশ গুড়্ মুড়্ ক'রে চীৎকার ক'চ্চে, আর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি প'ড়্‌ছে। দুই জন রাজপুত বীরপুরুষ একটী চন্দন কাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত করিতেছে। চারিজন বীরপুরুষ একখানি খাটের উপরে শয়ান একটী বিশাল-বক্ষ বীরপুরুষকে লইয়া চিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং চিতার নিকটে খাটখানি রাখিয়া ঐ মৃতদেহ চিতার উপর শোয়াইয়া দিল। অদূরে একটী কামিনীর করুণ-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত-হৃদয়-ভেদী সংগীত সমুত্থিত হইতে লাগিল। সংগীতটী এই :—

কি শুনিনু হায় হায় কি শুনিনু আজ।
শুনিয়ে পড়িল শিরে নিদারুণ বাজ॥

সংসারের সুখ যত, হ'লো দুখে পরিণত,
সহিব বলনা কত, দারুণ বেদনা রে।
বাঁচিতে পারি না আর, ক্ষীণ প্রাণে দুখভার,
আমার হইল সার, কেবল যাতনা রে॥
স্বাধীনতা-সুখ-সরে, সকলেতে কেলি করে,
আনন্দ অন্তরে পীয়ে, সবে সুধারাশি রে॥
প্রেম-পিপাসায় হিয়া, যাইল রে বিদরিয়া,
কেবল চিতোরে আজি চাতকিনী আমি রে॥

এই গীতটী গাইতে গাইতে প্রমীলা তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। আহা! আজ প্রমীলার মুখখানি দেখিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। সেই হাসি হাসি মুখখানি একেবারে মলিন। বিশাল নয়নদ্বয় দিয়া অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত। পরিধান এক খানি লাল রঙের চেলী, গলে যূথিকার গোড়ে, মস্তকে সিন্দুর রেখা, পদযুগল আলতায় আর-ক্তিম। পরমহংসদেব তথায় দণ্ডায়মান। তপস্বিনীর হস্তে পঞ্চমুখ শঙ্খ। পরমহংসদেব ধীরে ধীরে মন্ত্রোচ্চারণ করিলে, তপস্বিনী শঙ্খ নিনাদ করিলেন। প্রমীলা সেই হৃদভেদী গানটী পুনর্ব্বার গান করিতে করিতে চিতাটীকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অনুপমা রূপলাবণ্যবতী একটী রমণী তথায় আসিয়া উপ-নীত হইলেন। কুমারী ফুল-ভূষণে ভূষিতা। অন্য কোনরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা নহেন। মস্তকে ফুলের মুকুট। কেশ আলুলায়িত, ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত। ওড়নার ভিতর অনেক গুলি ফুল আনিয়াছেন। তাড়া-

বায় নিযুক্ত আছেন, তোমার কিছু বক্তব্য থাকে যাও তাঁহার কাছে বলগে, এখানে আর থাকিওনা, এ পবিত্র স্থান তোমার পদার্পণে অপবিত্র ক'রোনা।" দেলেয়ার খাঁ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "উদয়পুরী তোমার দুহিতা ও তপস্বিনীর কন্যা কিরূপে হইলেন?" পরমহংস হাসিয়া বলিলেন, "সে সমস্ত এখন আর তোমাকে খুলে বলিতে পারি না, আমার এখন সময় নাই, এখান হইতে পলায়ন কর্, নচুবা এখনি তোর প্রগল্‌ভতার সমুচিত শাস্তি পাইবি।" দেলেয়ার খাঁ কোপে অধর কাটিয়া বলিলেন, "ইহার সমুচিত প্রতিফল কাল আমার হস্তে পাবি! যাই সম্রাটের কাছে গিয়ে সকল কথা বলিগে।" এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলে পরমহংস রাজপুত বীরদ্বয়কে বলিলেন, "বীরগণ! চিতা অপবিত্র হইয়াছে, দুই কলসী জল আনিয়া চিতা ও নিকটস্থ স্থল ধৌত করিয়া দাও।" বীরদ্বয় নদী হইতে জল আনিয়া সকল ধৌত করিয়া দিল। পরমহংস পুনর্ব্বার মন্ত্রপাঠ করিলেন। তপস্বিনী রোশেনিরাকে কোলে বসাইয়া শঙ্খ নিনাদ করিলেন। প্রমীলা নিম্ন লিখিত গানটী গাইতে গাইতে চিতাটীকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিলেন।

উদ্ধারি অরাতি হ'তে, ভারত মাতায় রে।
শান্তভাবে কেন সখা ঘুমাইয়ে হায় রে॥
বলিতে যে অবিরত, যবন-শৃঙ্খল হত,
হ'লে সেই যুদ্ধস্থলে বরিবে আমায় রে।
ভুলি সে প্রতিজ্ঞা-কথা, দিলে নিদারুণ ব্যথা,
এ ক্ষীণ পরাণ সেই জ্বলে যাতনায় রে॥
প্রেম-পিপাসায় হিয়া, যাইলরে বিদরিয়া,
কেবল চিতোরে আমি চাতকিনী হায় রে॥

চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যোগেনিরা তাহার উপর পুষ্প ছড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু যেমন প্রমীলা সেই প্রজ্বলিত চিতায় ঝাঁপ দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন অমনি নহর সিংহ আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া বলিলেন, "প্রিয় ভগ্নি! কর কি? কর কি? আত্মঘাতিনী হইও না। স্থির হও স্থির হও।" প্রমীলা বাষ্প বিগলিত নয়নে নিজ ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "দাদা! আমার পক্ষে জগৎ এখন শূন্যময়। জীবন আমার চক্ষে বিষময় বোধ হইতেছে। আমার সমস্ত সুখ স্বপ্নের মত ফুরাইয়াছে। আমার জীবন-মরুভূমির মধ্যে আশারূপ যে উর্ব্বরা আশ্রয়-স্থান নানাবিধ প্রেম, ভালবাসা ও মমতায় নব অঙ্কুরিত ছিল, আজি তাহাও প্রতাপ বিহনে বিশুষ্ক হইয়া এক অপার, অনন্ত, অসীম উত্তাপিত মরুভূমিতে পুনরায় পরিণত হইয়াছে। সেই মরুভূমির ভিতর শোকরূপ মরীচিকায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে, অতএব সেই অসহ্য যাতনা সহ্য করিতে আর জীবন রাখি কেন? এখন আপনি আমাকে জন্মের মত বিদায় দিন। আমি চিতানলে ঝাঁপ দিয়া সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ করি। জন্মান্তরে এ দুঃখিনী যেন আপনার মত ভ্রাতা পায়। দাদা! তবে আমি আসি! জন্মের মত আসি।" এই কথা বলিয়া তিনি জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন।

চিতার ভিতর হইতে কে যেন গম্ভীর স্বরে বলিল, "একি! একি! একি!" স্বরটী প্রতাপের স্বরের ন্যায়। প্রমীলা চিতার ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ!" পরক্ষণে বীরগণকে বলিলেন, "দেখ কি! শীঘ্র চিতা নির্ব্বাণ কর। প্রতাপ জীবিত আছে!" বীরগণ তাড়া তাড়ি চিতার কাষ্ঠ সরাইতে লাগিল। কেহবা জল আনিতে নদীতে গমন করিল। নহর তাড়াতাড়ি চিতা নির্ব্বাণে তৎপর হইলেন। এদিকে পশ্চাৎ হইতে একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী আসিয়া তাঁহাকে ছুরিকাঘাত

করিল এবং নিজ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বলিল, "রঞ্জন! আজ আমার সাধ মিটিল। তোমার রুধিরে আমার বিরহানল ধৌত করিলাম। নিজ দোষেই তুমি আমার প্রগাঢ় ভালবাসাকে ভীষণ প্রতিহিংসায় পরিণত করিয়াছিলে। আজি তোমার জীবন নাশে সেই ঘোর প্রতিহিংসানল নির্ব্বাণ হইল। আমাকে ক্ষমা করিও। এক সময়ে তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলে। দেখ তোমার জন্য আমি কি না করিয়াছি, কলঙ্কের ডালি পর্য্যন্ত মস্তকে লইয়াছি। রমণীরা হাস্য মুখে সকল সহ্য করিতে পারে কিন্তু প্রণয়-অবহেলা তাহাদের সহ্য হয় না। তাহারা উন্মত্ত হইয়া কেবল "প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা" বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকে। দেখ আমি সেই প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া তোমার জীবন পর্য্যন্ত নাশ করিতে সঙ্কুচিত হইলাম না। হায়! আমায় ধিক! আমার জীবনে ধিক!" এই কথা বলিয়া ছুরিকাঘাতে নিজ বক্ষ বিদীর্ণ করিল। রুধির-ধারায় সমস্ত স্থান প্লাবিত হইল। এদিকে নিমেষ মধ্যে নদীজল বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত ভাসাইতে লাগিল।

পরমহংস দেব বলিয়া উঠিলেন, "একি! সহসা জল প্লাবন আবার কিরূপে হইল? রোশেনিরা হর্ষে করতালি দিয়া বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, আমার সমস্ত জ্বালা এই জলে নির্ব্বাণ করি।" এই বলিয়া তিনি চকিতের ন্যায় সেই জল মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। তপস্বিনী বলিয়া উঠিলেন "একি! একি!" পরমহংস তাঁহার কর ধৃত করিয়া বলিলেন, "আর কি! উন্মাদিনী রোশেনিরা আত্মঘাতিনী হইলেন। প্রণয়ের কি অনিবার্য্য প্রতাপ! এস আমরা এক্ষণে যোগে বসি।" এই বলিয়া তাঁহারা উভয়ে যোগে বসিলেন। নিমেষমধ্যে জল এত বৃদ্ধি হইল যে, সকলই সেই ভয়ানক জলপ্রবাহে ভাসিয়া গেল। কেবলউপরে অনন্ত আকাশ নিম্নে অপার সলিল-স্রোত রহিল।

সমাপ্ত।